বহুবাজারের মতিলাল বংশ

শ্রী সতীশচন্দ্র মতিলাল প্রণীত।

মডার্ণ ষ্টেশনার্স এণ্ড প্রিণ্টার্স
১০ ওল্ড কোর্ট হাউস লেন।
কলিকাতা
১৩৪২

মূল্য ১৷৷০ মাত্র

প্রকাশক
শ্রী চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়
৩।১ চোর বাগান লেন
কলিকাতা।

প্রিণ্টার মন্মথনাথ ঘোষ
ঘোষ মেশিন প্রেস
৩৮নং শিবনারায়ন দাস লেন
কলিকাতা।



সতীশ মতিলাল (৪৬)।

উৎসর্গ

ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্বরূপ

এই

অকিঞ্চিৎকর নিবন্ধ,

স্বর্গীয় পিতা মাতাগণের চরণে

নিবেদিত হইল।



বিশ্বনাথ মতিলাল।

ভূমিকা

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, বয়োবৃদ্ধেরা তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত শিশুদিগকে, তাহাদের নিজেদের ও আত্মীয় বর্গের পাঁচ সাত পুরুষের নাম এবং গাঁই-গোত্র ও অন্য পরিচয়াদি শিক্ষা দিতেন। কালের মহিমায় সে সব প্রথা এখন লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এখন অনেকে ঊর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষের অবধি নামও জ্ঞাত নহেন।

বর্ত্তমান যুগে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সংকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকে আর আভিজাত্যের মহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা অবধি করেন না। কিন্তু ইহা সতঃসিদ্ধ যে, পিতৃপুরুষগণের কার্য্যকলাপের সারবর্ত্তা, তাঁহাদের মহত্ব, ঔদার্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য, পৌর্য্য, বীর্য্য ইত্যাদি সদ্‌গুণের আলোচনায়, মানুষের মনে "দেশের একজন" হইবার একটা উদ্দ্যম ও কামনা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। আর তাহার ফলে, নিজের আত্ম-সংযম, আত্ম-গৌরব, আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা অটুট থাকে; এবং সেই সঙ্গে নীচ ও হীন প্রবৃত্তি সমূহ দমনের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়।

এই সকল সাধারণ কারণে এবং পিতামহীর নিকট গল্পচ্ছলে শ্রুত পিতৃপুরুষগণের দৈনিক জীবনের নানা কথা স্মরণথাকায় "বৌবাজার মতিলাল" বংশের একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবার একান্ত কামনা চিরদিন মনে মনে প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু জীবন সংগ্রামে, দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটায়, বহুদিন সে বাসনা পূর্ণ হইবার কোনও সুবিধা ঘটে নাই। অবশেষে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিলে কিঞ্চিৎ সুযোগ ঘটে। কিন্তু তাহার পর, কিছুদূর অগ্রসর

হইলে ভাগ্যদোষে, নানা মানসিক ও শারীরিক দুঃখে ও কষ্টে বহুকালে স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতে হয়। যাহা হউক, অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটিলেও সুদীর্ঘ কাল-ব্যাপী পরিশ্রমের ফল এতদিনে জাতি ও আত্মীয়বর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা সম্ভব হইয়াছে। উদ্যম সফল হইয়াছে কি না, উত্তর-কালে পরপুরুষগণের হস্তে তাহার সমালোচনার ভার ন্যস্ত রহিল।

ইতি—

১৯।১এ, দুর্গাপিতুড়ি লেন, বহুবাজার,
কলিকাতা।
১৩ই জুলাই ১৯৩৪।

সতীশ মতিলাল।

প্রকাশকের নিবেদন

কয়েকমাস পূর্ব্বে স্বর্গীয় সতিশ চন্দ্র মতিলাল মহাশয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন। আমিও যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার আন্তরিক চেষ্টা করি। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণ, গ্রন্থখানি প্রকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ উক্ত মতিলাল মহাশয়ের হঠাৎ পরলোক গমনে তাহার নিকট হইতে ম্যানস্ক্রিপ্ট খানি বুঝিয়া লইবার সুবিধা পাইলাম না। দ্বিতীয়তঃ ম্যানিস্ক্রিপ্ট খানি এত অস্পষ্টভাবে লিখিত যে (বিশেষতঃ বংশ-তালিকা অংশটি) ইহা দেখিয়া গ্রন্থ মুদ্রণ করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তৃতীয়তঃ ম্যানস্ক্রিপ্ট খানির মধ্যে অনেকস্থলে কতিপয় বিশেষ বিশেষ ব্যাকরণ দোষ থাকায় প্রুফ্ সংশোধনেও যথেষ্ট সময় নষ্ট হইয়াছে। উক্ত এই সকল কারণে যে সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা কিছু বিলম্বে গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হইল। আশাকরি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এবং সুধীপাঠকবর্গ এজন্য আমার প্রতি কোনরূপ অনুযোগ করিবেন না।

ইতি—

প্রকাশক

৩।১ চোরবাগান লেন।
কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৪২ সাল।

বহুবাজারের মতিলাল বংশ।

(১)

সকল বংশেরই ইতিবৃত্তে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কুল-পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু "মতিলাল" উপাধিটী নিতান্ত অসাধারণ বলিয়া, এ বংশের কাহিনীতে, তাঁহাদের কুল-পরিচয় বিশেষ ও বিশদরূপে বিবৃত করা নিতান্ত অপরিহার্য্য।

"মতিলাল" উপাধিধারীরা বঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজ-ভুক্ত হইলেও, এই উপাধি-ধারীর সংখ্যা এতই বিরল এবং ইঁহাদের বর্ত্তমান আবাসভূমি এতই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, তাঁহাদের অন্য পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারা বাঙ্গালী কি না, বর্ত্তমানযুগে তাহাও, অনেকে আদৌ জ্ঞাত নহেন। সেজন্য, আধুনিক এবং প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি হইতে "মতিলাল" উপাধি সম্পর্কীয় যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারভাগগুলি প্রমাণ স্বরূপ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার ফলে, স্থানে স্থানে, নানা অবান্তর বিষয়েরও অবতারণা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। কিন্তু সে সব কথা এককালীন অপ্রাসঙ্গিক নহে, এই জ্ঞানে, তাহা ত্যাগ করাও সম্পূর্ণরূপে সমীচীন বোধ হয় নাই।

(২)

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুযুগল হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মে [ঋক্ ১০।৯০।১১-১২]। কিন্তু তদনন্তর কূর্ম্মপুরাণ, ভাগবত-পুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতাদি-পুরাণ, স্মৃতি ও ইতিহাস—হইতে দেখা যায় যে যেমন বৈদিক যুগে ও তাহার পরেও বহু ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, তেমনি ব্রাহ্মণেতর জাতিরও অনেকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তদ্ভিন্ন, অসবর্ণ বিবাহ ও মিশ্রণের ফলে সেকালে বহুতর অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর ব্রাহ্মণেরও উদ্ভব হয়।

ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইলেও, মোটের উপর, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদি হইতে উপলব্ধি হয় যে, মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হন। উত্তরকালে সেই ঋষিসন্তানগণের মধ্যে, যাঁহার যে ঋষির বংশে জন্ম, নিজ পরিচয় দিবার সময় তিনি সেই ঋষিরই নাম উল্লেখ করিতেন। এইরূপ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ই ক্রমে গোত্রে পরিণত হয়। বৌধায়ন সূত্রে ৭ জন ঋষি, আদি গোত্রকার বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু কাত্যায়ন, আপতস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, ভরদ্বাজ, লৌগাক্ষি, প্রভৃতির সূত্রে এবং অশ্বালায়ন শ্রৌত-সূত্রে, প্রায় ৭০০ বিভিন্ন গোত্র-নাম দেখা যায়।

প্রাচীনকালে আর্য্য সমাজে প্রথমতঃ বিবাহের তেমন কিছু বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। সেকালে, অনেক সময়ে, একই বংশের মধ্যেও বিবাহ চলিত। কিন্তু ইহাতে অনিষ্ট ঘটিবার সূত্রপাত হইতেই, সমাজ-রক্ষক ঋষিগণ গোত্র-নিয়ম প্রচলন করেন, এবং সেই সঙ্গে সগোত্রে বিবাহ বন্ধ করেন। তথাপি সভ্য সমাজে, অনার্য্যগণের ন্যায়, নিন্দনীয় অনেক বিবাহ হইতে লাগিল দেখিয়া, শাস্ত্রকারগণ পুনরায় প্রত্যেক গোত্রের পরিচায়ক

সেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক (ভেদ বোধক) প্রধান প্রধান ঋষিকে লইয়া, প্রবর নির্ণয় করান এবং সগোত্রের মত সপ্রবরেও বিবাহ নিষেধ করেন। সগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহ তখন হইতেই এককালে নিষিদ্ধ হয়।

গোত্রের ও প্রবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, "আর্য্য জাতি যজ্ঞ-হোমাদির জন্য ধেনু পালন করিতেন। এবং সেজন্য স্বীয় আশ্রমের অনতিদূরে প্রত্যেকের গোচারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া, বৃতি দ্বারা চতুষ্পার্শ্বে সংরক্ষিত থাকিত এবং তাঁহাদের সন্তান ও শিষ্যেরা সে সকল স্থান রক্ষণ করিতেন। তদনুসারে ঐ সকল গোচারণ ভূমির নাম গোত্র (অর্থাৎ যাহা দ্বারা গো রক্ষা হয় বা ত্রাণ পায়) হয়। কালক্রমে, প্রত্যেক ঋষির নামানুসারে, এক একটি করিয়া বহুতর গোচারণ-স্থানের নামকরণ হয়। এবং উত্তর কালে পৃথক পৃথক ঋষিগণের সন্তান ও শিষ্যেরা, এক এক বিভিন্ন গোত্র বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু একই নামের বিভিন্ন ঋষি থাকায়, পৃথক পৃথক প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা, তাঁহাদের বিভক্ত করা হয়। এইরূপে প্রবরের উৎপত্তি হয়। [সম্বন্ধ-নির্ণয় লাল-মোহন বিদ্যানিধি--পৃঃ ৬১।৬২]

এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যান্তর এই যে "প্রবর শব্দের নামান্তর "আর্ষেয়" অর্থাৎ ঋষির অপত্য। সেজন্য সাধারণতঃ বংশ পরম্পরা প্রসিদ্ধ আদি পুরুষ ব্রাহ্মণকে "গোত্র" বলে, এবং গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের, বিশেষত্ব বোধক মুনিগণকে "প্রবর" কহে। অর্থাৎ এক নামে গোত্র-প্রবর্ত্তক একাধিক ঋষি থাকিলে, প্রবর দ্বারা তাঁহাদের প্রভেদ জানা যায়। যদিও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের গোত্র ও প্রবর সম্ভবে না, তথাপি ব্রাহ্মণেতর বর্ণ-সম্ভূত বংশের সর্ব্বপ্রথম পুরোহিতের গোত্র ও প্রবরই তাঁহাদের গোত্র ও প্রবর বলিয়া গণ্য হইয়াছে।" [আহ্নিক কৃত্য, ২য় সংস্করণ শ্যামাচরণ কবিরত্ন]

(৩)

কোন্ যুগে বা কোন্ সময়ে বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বাস আরম্ভ করেন, তাহার কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। ঋক্—সংহিতায় "কীকট" দেশের (বর্ত্তমান গয়া প্রদেশের) [ঋক্ ৩৷৫৩৷১৪] ও অথর্ব্ব—সংহিতায় "অঙ্গ" দেশের [৫৷২২৷২৪] উল্লেখ থাকিলেও, এদেশ তখন অনার্য্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। ঐতরেয়-অরণ্যকে [২৷১৷১] সর্ব্বপ্রথম "বঙ্গের" উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু বঙ্গদেশ তখনও "দস্যুভূমি" নামে অভিহিত ছিল এবং অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে তীর্থ পর্য্যটন ভিন্ন, অন্যরূপে বাস করা নিষিদ্ধ ছিল [মনু ১০৷৪৩-৪৪]। সম্ভবতঃ রামায়ণের সময় বঙ্গে ব্রাহ্মণ-বাসের সূত্রপাত হইয়াছিল [আদিকাণ্ড—৩৫ সর্গ], আর মহাভারতের সময় বঙ্গভূমি আর্য্যগণের অধিকারে আসিয়াছিল [সভাপর্ব্ব-২৯৷২২-২৪ এবং বনপর্ব্ব ১১৪৷৪-৫], এইরূপ উপলব্ধি হয়।

এই মহাভারতীয় যুগে কিন্তু, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণী বিভাগের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। যে সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাবাস পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়, অনুমান হয় যে, সেই সময় হইতে এক প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের সহিত অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদিগের আহার ব্যবহারাদির প্রচলন ক্রমে লোপ হইতে থাকে। এবং তখন হইতেই নানা বিভাগের সূত্রপাত হইয়া, বহু শ্রেণীর ও অঙ্গ-শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ সকলেই ঋষি সম্ভূত হইলেও বিভিন্ন দেশে বাস হেতু বিভিন্ন আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। [সহ্যাদ্রিখণ্ড, উত্তরার্দ্ধ ১৷১-৫]। এই আচার ব্যবহারের প্রভেদের ক্রমিক বৃদ্ধিতে, সম্ভবতঃ পরে পঞ্চ গৌড়

(স্বারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল) ও পঞ্চ দ্রাবিড় এই দশবিধ বিভাগের ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ঘটে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র রাজা "গৌড" বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই নামে বঙ্গের "গৌড়" আখ্যা হয়। "গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের" প্রণেতাও একস্থানে বলিয়াছেন যে, আমরা সচরাচর যে দেশকে "বাঙ্গালা" বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম "গৌড়"।

এই "গৌড়" আখ্যাধারী ব্রাহ্মণগণ সুদূর কুরুক্ষেত্র, দিল্লি, আজমীর, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে আজিও বসবাস করিতেছেন এবং তাঁহারা "গৌড়" ব্রাহ্মণ বলিয়া এখনও নিজেদের পরিচয় দেন। কিন্তু এই শ্রেণীর যাঁহারা বিদেশে না গিয়া, গৌড় প্রদেশেই থাকিয়া যান, তাঁহারা "গৌড়" ব্রাহ্মণ হইলেও, সম্ভবতঃ তাঁহাদের আর "গৌড়" আখ্যা গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয় নাই।

অনেকে অনুমান করেন যে "সপ্তশতী" প্রভৃতি বঙ্গীয় আদি ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন "গৌড়" ব্রাহ্মণগণেরই বংশধর। কিন্তু বংশী বিদ্যারত্ন সংগৃহিত "কারিকা" প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন কুলপঞ্জিকার মতে "সপ্তশতী" বিপ্রগণ "স্বারস্বত" ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে, এই দুই মতের কোনটী অভ্রান্ত, তাহার তথ্য নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য।

(৪)

বৈদিক যুগের অবসানে, বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়; এবং রাজা অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। আর তাহার ফলে, স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবনতি ঘটে। অশোকের রাজত্বকালে, অনেক

ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। আবার অনেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এককালে ত্যাগ না করিয়া, বৈদিক প্রথা ছাড়িয়া, বৌদ্ধদের অনুকরণে পৌরাণিক দেবপূজায় অনুরক্ত হন। সেজন্য জৈন ও বৌদ্ধ বহু অনুষ্ঠান, তাঁহাদের ক্রিয়াকর্ম্মের সহিত কতকটা বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। এবং অবশেষে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে সাকার "শিব" ও "কুমার" (কার্ত্তিকেয়) পূজার ও উপাসনার পদ্ধতি, এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তান্ত্রিক পূজার ও দীক্ষার প্রথা প্রচলিত হয় [বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ, ৫৯৪ পৃঃ]।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "কলিকাতা একালের ও সেকালের" [১ম সংস্করণ ১৯১৫, পৃঃ ১৯-২০] নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "গৌড়েশ্বরগণের প্রচারিত অনুশাসন পত্রগুলি হইতে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা "শিব" ও "শক্তির" উপাসক ছিলেন।—রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য বল্লালসেন সমস্ত বঙ্গদেশকে (১) রাঢ়, (২) বগড়ি, (৩) বরেন্দ্র, (৪) বঙ্গ ও (৫) মিথিলা এই পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগিরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ অঞ্চলকে "রাঢ়" দেশ বলিত। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগিরথীর পূর্ব্বাংশ "বগড়ি" নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিম এবং মহানন্দার পূর্ব্বাংশকে "বরেন্দ্র" আর করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ প্রদেশকে "বঙ্গ" বলিত। বল্লালী আমলের এই "বগড়ী" প্রদেশই, আজ কালকার প্রেসিডেন্সি বিভাগ।"

অপর পক্ষে, শ্রীযুত এ, কে, রায় তাঁহার "কলিকাতার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন যে [A. K. Roy's History of Calcutta, 1902]—"নিগম কল্পের পীঠ মালায় কালীক্ষেত্র, দক্ষিণে বেহালা ও উত্তরে দক্ষিণেশ্বর এই সীমার মধ্যে বিস্তৃত, একটী ত্রিকোণ ভূভাগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। * * * এই ত্রিভুজের সহিত, প্রাচীন কলিকাতার সীমার অনন্যতা

সম্বন্ধে, স্বল্পমাত্রও সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কলিকাতা, প্রায় দুই মাইল আয়তনের একটী ত্রিভুজ আকারে, উত্তরে চিৎপুরের খাল, দক্ষিণে আদিগঙ্গা, পূর্ব্বে লবণ জলের হ্রদপুঞ্জ ও পশ্চিমে হুগলী নদী, এই চতুঃসীমার মধ্যে নিশ্চিত অবস্থিত ছিল। কারণ তখন লবণাক্ত জল-ভাগসমূহ শিয়ালদহের নিকটে ছিল এবং আদিগঙ্গা চৌরঙ্গী অবধি প্রসারিত ছিল [পৃঃ ৫-৬]।

অনেকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর নির্দ্দেশ করিলেও, খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময়ে, রাজা আদিশূর তাঁহার রাজত্বকালে, কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করান ও এদেশে সপরিবারে বসবাস করিবার জন্য, তাঁহাদের প্রলুব্ধ করেন। * * * সে সময়ে ব্রাহ্মণের দ্বারা যজন যাজন ক্রিয়াদি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল না। * * * আদিশূরের রাজ সভার কার্য্যবিবরণীতে "৺কালী পূজার" কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না [পৃঃ ৬]

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, রাজা বল্লভ সেনের সময়ে, নিম্নবঙ্গে তান্ত্রিক পূজার প্রচলন হয়। ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই পূজা পদ্ধতি যে এই সময়েই সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা বল্লভ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থে দেখা যায়। কিন্তু ৺কালী পূজা তখন সার্ব্বজনিক ছিল কি না, অথবা রাজ সভায় এ পূজার প্রকৃষ্ট আদর ছিল কি না, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ আছে। [পৃঃ ৭]"

মতানৈক্য থাকিলেও, অনুমান হয় যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের ক্রম বিকাশের সহিত কালীক্ষেত্রের (কালীঘাটের) প্রচার হয়; এবং বল্লাল সেনের সময় হইতে তান্ত্রিক পূজার বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যে, শাক্ত ধর্ম্ম প্রবল হয়, এবং এই সময়টাই বাংলার "তান্ত্রিক যুগ।"

(৫)

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে* (অনুমানিক ৯৪২ খৃষ্টাব্দে) সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটে। ঐ সময়ে গৌড়েশ্বর আদিশূর পুত্রেষ্টী যজ্ঞের জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা হীনপ্রভ ও অক্ষম দেখিয়া, পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে কনৌজ হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। উল্লিখিত কনৌজ ইতিহাস-বিশ্রুত কান্যকুব্জ বা কনোজ, আধুনিক ফতেগড় জেলার অন্তর্গত এবং কলিকাতা হইতে ৬৮২ মাইল দূরে অবস্থিত। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ অবধি, কনৌজ হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল; পরে মুসলমানগণের হস্তগত হয় [Mc. crindle's "Ptolemy's India" 1885, page 228 এবং জ্ঞানেন্দ্র দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'' পৃঃ ২৩৩—৩৪]।

এই কনৌজী ব্রাহ্মণগণ হইতেই বঙ্গের বর্ত্তমান রাঢ়ী ব্রাহ্মণ-সমাজ উদ্ভুত হয়। ইঁহারা আসিয়া, তখনকার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ গণের কন্যাদি গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য কনৌজী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্থানীয় "সপ্তশতীদিগের'' কন্যা গ্রহণ সম্বন্ধে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আধুনিক বংশধর গণের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয় বটে। কিন্তু "কুলাচার্য্য কারিকায়'' এই পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক, নিরগ্নিক সপ্তশতীর কন্যা গ্রহণের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

হুগলীর নর্ম্ম্যাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, ''সাতশতীদিগের গাঁই গোত্র উভয়ই থাকায়, এবং বৈদিকদিগের গোত্রের সহিত তাঁহাদের গোত্রের ও প্রবরের সাদৃশ্য ও ঐক্য থাকায়, সাতশতীদের অনেকে নিজেদের গাঁইটী মাত্র ছাড়িয়া বৈদিক কুলে মিলিত হন। কিন্তু যাঁহারা এরূপ মিলিত না হইয়া,

*অনেকে বলেন সন ৩০৭ সালে।

কনৌজী ব্রাহ্মণগণের সহিত আদান প্রদান করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প। ইঁহাদের মধ্যে পিথুড়ী, বালথুবি, নানকসাই, (নালসী), জগাই, ভাগাই, সাগাই, যবগ্রামী কাটালী-গাঁই, আকথী, ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া, বর্দ্ধমান, যশোহর, খুলনা, হুগলী (পাতুন ও সন্ধিপুর থানা—শেয়াখালা গ্রামে) ও ২৪পরগণা (জয়নগর, পালাবাড়ী ও ফুটীগোদা গ্রামে) জিলায় ইঁহাদের আবাস। খুলনার সাতক্ষীরা গ্রামের চক্রবর্ত্তীরা [এক্ষণে চৌধুরী] কাটানী গাঁই, কাশ্যপ গোত্র; এবং কলিকাতার পিথুড়িরা ও ২৪পরগণার জয়নগর গ্রামের পিথুড়িরা পরাশর গোত্র সম্ভূত।" [সম্বন্ধ নির্ণয় পৃঃ ৫২-৫৪ ও পৃঃ ৪২৪]

এক সময়ে "মতিলাল" গোষ্ঠির সহিত, এই সপ্তশতী পিথুড়িদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তজ্জন্য, এস্থলে সপ্তশতীগণের কথঞ্চিৎ পরিচয় উল্লেখযোগ্য। দেবীবর ও বাচস্পতি মিশ্রের মতে, সপ্তশতী বিপ্রগণের ৮টী গোত্র ও ২৮টী গাঞি আছে। পরাশর গোত্রের "পিতারী" বা "পিতাড়ী" (আধুনিক "পিথুরী" বা "পিত্তুড়ি") গাঞি এই ২৮টীর অন্যতম। কথিত আছে যে, পিথুড়িরা বল্লভী মেলের রাঢ়ীয় কুলীন ঘরে প্রথম কন্যা দান করেন।

এস্থানে এইটুকুও উল্লেখ করা উচিত যে, দেবীবরের মেল বন্ধ কালে, অনেক কুলীন সন্তান 'সপ্তশতী" ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দেবীবর স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত, সে সকল দোষকে অধিকাংশ-স্থলেই, গুণ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

(৬)

প্রাচীন কুল গ্রন্থাদি অনুসন্ধান কালে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত সঙ্কর ও সঙ্করাৎ-সঙ্করবর্ণের জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে যে মূল নীতির পূর্ব্বকালে

অনুসরণ করা হইয়াছিল, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। "মতিলাল" বংশের ইতিহাসের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। কিন্তু এ সকল তথ্য অনেকেরই অবিদিত। অন্ততঃ সে কারণেও, এতদিনের পরিশ্রমের ফল লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন বোধ হয় নাই।

শঙ্কর জাতিঃ—

ব্রাহ্মণপিতা—ক্ষত্রিয়মাতা—(অপসদ)—কুম্ভকার, তন্তুবায়।
বৈশ্যামাতা (,,)—অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।
শুদ্রমাতা (,,)—বারুজী।

ক্ষত্রিয়পিতা—ব্রাহ্মণীমাতা—মালাকর, সূত (রথচালক), তাম্বুলি (পানরোপয়িতা), তৈলী (তিলি বা তেলী)
বৈশ্যামাতা (অপসদ)—উগ্রক্ষত্রিয়।
শুদ্রামাতা (,,)—নাপিত, মোদক।

বৈশ্যপিতা—ব্রাহ্মণীমাতা——বৈদেহ (স্তুতি পাঠক)
ক্ষত্রিয়মাতা—ভুরঙ্গ, মাগধ (কবিভাট), গোপা।
শুদ্রামাতা (অপসদ) করণ (নৌকা-বাহক)।

শুদ্রপিতা—ব্রাহ্মণীমাতা—চণ্ডাল
ক্ষত্রিয়ামাতা—কর্ম্মকার, দাসকৈবর্ত্ত (অয়োগব)।
বৈশ্যামাতা—গন্ধবণিক, কাংসবণিক, শঙ্খবণিক (ক্ষত্রি ও ক্ষত্তা)।

নবশায়ক—গোপ মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥

(আহ্নিক কৃত্য, ১ম সংস্করণ)

তিলি মালী তামুলী, গোপ নাপিত গোছালী (বারুই)।
কামার কুমার পুটুলি, এই নবশাখাবলী ॥

(সম্বন্ধ নির্ণয়)

সঙ্করাৎসঙ্কর জাতিঃ—

বশ্যামাতা—করণপিতা (নৌকাবাহক)—তক্ষা (ছুতার), রজক।
অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) পিতা—স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক।
গোপ ” —আভীর, তৈলকার (কলু)।
স্বর্ণকার „ —মলগ্রাহী (মেথর)।
স্বর্ণবণিক „ —কুড়ব (আবর্জ্জনা বাহী)।
আভীর „ —চর্ম্মকার ; (ছুতরও আছে)।
শুদ্রামাতা—গোপ পিতা—ধীবর, শৌণ্ডিক।
মালাকর „ —শবর, নট।
মাগধ (ভাট) „ —শেখরা (সেকরা), (জেলেও আছে)
গোপকন্যা মাতা—আভীর পিতা—বরুড়।
মালীনী কন্যা মাতা— „ „ —পট্টিকার (প্রস্তর স্থপতি), স্থপতি।
বণিক ও গন্ধ বণিক কন্যা মাতা—স্থপতি „ চিত্রকার (পটুয়া)।
আভীর কন্যা মাতা—চিত্রকর পিতা—ভাস্কর (প্রতিমা গঠক)।

এতদ্ভিন্ন অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির মিশ্রণে আরও অনেক সঙ্কর ও অন্তজ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নে তাহার কতকগুলির নামোল্লেখ করা হইল :—

পাঁড়ার, শৃঙ্গাকার (শিংকাটা), পুণ্ডরিক (পুঁড়ো), ভূমিমালী, দেওলী, কোঁচমালী, গঙ্গাপুত্র (মুর্দফরাস), ভড় (শববাহক), চুলারী, আগুরী, কোল, গুরী, করঙ্গা, কণে, কাঁড়রা, কোড়া, কাওরা, কপালী, কোঁচ, কাহার, তিওর, ডুলিয়া, ধোপা, চাসা, নলে, কুড়ী, পালিয়া, পাটুনী, পোদ, পাঁড়ুই, ডোম, ডোখলা, যুগী, যোগী, বাউরী, বাগদী, বেদিয়া, হাড়ী, গন্ধর্ব্ব, ধাই, অপ্সর, কোটাল, রুহিদাস, রমনীবেহারা, গোলাম ইত্যাদি।

(৭)

কনৌজ হইতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি বা তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামে পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড় মণ্ডলে আনীত হয়েন। হরিমিশ্রের সিদ্ধান্তে ইঁহাদের মধ্যে সুধানিধি বাৎস্য গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ছান্দড় ও ধরাধর এই দুই পুত্র হয়। ["সুধানিধেঃ সুতৌ জাতৌশ্ছান্দড়শ্চ ধরাধরঃ"—হরিমিশ্র]।

অতঃপর, কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্রের গ্রন্থাদি হইতে আরও দেখা যায় যে, আদিশূর কনৌজাগত পঞ্চবিপ্রকে বাসের জন্য কামকোটী (বীরভূম জেলা), ব্রহ্মপুরী (বা পঞ্চকোটী, মানভূম জেলা), হরিকোটী (বর্দ্ধমান জেলা), কঙ্কগ্রাম (সিংভূম জেলা), ও বটগ্রাম (মল্লভূম বা বাঁকুড়া জেলা), এই পঞ্চগ্রাম দান করিয়াছিলেন। সুধানিধির দুই পুত্রের মধ্যে ছান্দড় পৈত্রিক বসতি হরিকোটীতে বাস করেন।

এই "হরিকোটী" বর্ত্তমানে "হরিপুর" নামে অভিহিত এবং ইহা ভাগীরথীপুরের ক্রোশার্দ্ধ উত্তর পশ্চিমে ও কালিন্দী নদীর দক্ষিণে বিদ্যমান [অক্ষা. ২৫ ৩' উঃ ও দ্রাঘি. ৮৮ ৬' ৪৫" পূঃ—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৩]।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়কৃত "কলিকাতা একালের ও সেকালের" নামক পুস্তকেও আছে যে [১৯১৫, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১১৫] "বাৎস্য গোত্রীয়, যাজ্ঞীক মহর্ষি ছান্দরের জীবিকার্থ বাসস্থান ছিল, "হরিকোটী গোপ ব্রহ্মপুরী" অধুনাতন নাম—"হরিকুটী গোপ"। আর তাঁহার তীর্থবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল "ত্রিবেণী।"

অনন্তর, পালরাজগণের অভ্যুদয়ে, আদিশূরের পুত্র ভূশূর, নিজরাজ্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বর্ত্তমান পাঁড়োবা, মালদহের ২।৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে ও

গৌড় নগরের ৮।৯ ক্রোশ উত্তরে) হারাইয়া, ব্রাহ্মণবর্গের সহিত রাঢ় দেশে আসিয়া বসতি করেন। এখানে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভূশূরের তনয় ক্ষিতিশূর, কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণকে, বাসের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই সকল গ্রামের নামানুসারে 'গ্রামী' বা চলিত কথায় "গাঞি" শব্দের উৎপত্তি ঘটে [বংশী বিদ্যারত্নের "কুল পঞ্জিকা"]।

বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের তৎকালীন ১১ জন বংশধরগণের মধ্যে, রবি "মহিন্তা"—গ্রামী হইয়াছিলেন।

"রবির্মহিন্তা সুরভিশ্চ ঘোষঃ,

কবিঃ পৃথিব্যাং খলু-শিম্বলালঃ" ইত্যাদি-[হরিমিশ্রর-কারিকা]।

এই "মহিন্তা", "মহন্ত", "মহন্তা" বা গ্রামের বর্ত্তমান নাম "মহ্তা" এবং এই গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় ফতেসিংহ পরগণার মধ্যে পলাশী হইতে ২॥ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ভাগিরথী তীরে অবস্থিত [অক্ষা. ২৩, ৫১' উঃ ও দ্রাঘি. ৮৮, ১৫' ৫০" পূঃ ; [বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা নগেন্দ্র বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" পৃঃ ১২৩]।

"মহিন্তা" গ্রাম হইতেই "মহন্তী," বা "মহিন্ত্যা" গাঞি উদ্ভব হইয়াছে এবং "মহিন্ত্যা" বা "মহন্তী" শব্দের ক্রমিক কদুক্তি বা অপভ্রংশ-"ময়িন্তা," "ময়িন্তার," "ময়িন্তাল," "ময়িতাল," "মতিয়াল"—এইরূপ নানা শব্দে পরিণত হইয়া, অবশেষে "মতিলাল" উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার "গাঞি" নামের অল্পাধিক অপভ্রংশ হইতে "উপাধির উৎপত্তির কয়েকটী নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

গাঞি,		উপাধি ;	গাঞি,		উপাধি ;
গড়গড়	=	গড়গড়ী।	পর্কট (বা পাকুড়)	=	পাকড়াসী।
কড়ি	=	কড়িয়াল।	মাস	=	মাসচটকা।

গাঞি,		উপাধি ;	গাঞি,		উপাধি ;
বড়া	=	বটব্যাল।	ডিণ্ডিসা	=	ডিংসাই।
পালধি	=	পালধী।	গুড়া	=	গুড়।
কাঞ্জি	=	কাঞ্জিলাল	ঘোষ	=	ঘোষাল।
গাঙ্গল	=	গাঙ্গুলী।	সিমুল	=	সিমলাল।
পোষল	=	পুষিলাল	কুন্দ	=	কুন্দলাল।

হরিমিশ্রের "কারিকা" হইতে অধিকন্তু দেখা যায় যে, যে সময়ে রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য ৫৬টী গাঞি নির্দ্দিষ্ট হয়, সে সময়ে সকল ব্রাহ্মণই "শ্রোত্রিয়" নামে অভিহিত হইতেন। তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে "কুলাচল" ও "সচ্ছ্রোত্রিয়" এই দুইটী মাত্র বিভাগ ছিল এবং "মহিন্তা" গাঞি সম্ভূত বিপ্রেরা, অর্থাৎ "মতিলাল উপাধি ধারীরা, তখন "কুলাচল" শ্রেণীভূক্ত ছিলেন।

"বন্দ্যো মুখৈটী চট্টশ্চ, কাঞ্জি র্গাঙ্গো হড়ো গড়ঃ।
পুতির্ঘোষস্তথা কুন্দ, শ্চতুর্থী রায় কেশরৌ॥
দীর্ঘাঙ্গী পারিকুলভী, মহিন্তা গুড়পিপ্পলী।
ঘণ্টা দিণ্ডী পীতমুণ্ডী, এতে চৈব কুলাচলাঃ"॥ [হরিমিশ্র]

এই শ্লোকোদ্ধৃত ২২ গাঞি "কুলাচল" ছিলেন। অবশিষ্ট ৩৪ গাঞি "সচ্ছোত্রিয়' এবং 'সাতশতী' বিপ্রেরা সাধারণ "শ্রোত্রিয়" বলিয়া গণ্য ছিলেন। সেকালে সচ্ছোত্রিয়ের ঘরে কন্যাদান করিলে কুলাচলের কুলক্ষয় হইত না। কিন্তু তখনও রাঢ়ীয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আদান প্রদান ভাল করিয়া প্রচলিত হয় নাই

(৮)

বল্লাল সেনের অভ্যুদয় কালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে এইরূপ বিধি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বল্লাল সেন রাজা

হইয়া [আইন আকবরীর মতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে এবং ক্ষিতীশ বংশাবলীর মতে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে *] যখন দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণসমাজে নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, তখন তিনি এই সমাজের রক্ষাবিধান ও উন্নতিকল্পে সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। সে সময়ে কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী, অষ্টম হইতে পঞ্চদশ পুরুষ অবধি পৌঁছিয়াছিল।

কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থাপন সম্বন্ধে, কথিত আছে যে, "নবলক্ষণক্রান্ত" বিপ্রগণকে 'মুখ্য কুলীন' ও 'গৌণ কুলীন' এই দুই ভাগে প্রথমতঃ বিভক্ত করা হয়। এবং যাঁহারা নবগুণের স্বল্প ভাবাপন্ন তাঁহারাই "গৌণ" হন। এখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, নবগুণ সম্বন্ধে কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র— "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্। নিষ্ঠা শান্তি (আবৃত্তি) স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।"—এই নয়টী কুললক্ষণকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র, প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যেরা এ সকল কুল-লক্ষণ সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

কুলমর্য্যাদা সংস্থাপনের যথার্থ ভিত্তি, মূল তত্ত্ব, বা আদিকারণ না মিলিলেও, হরিমিশ্রের ও বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থাদি হইতে মোট এই-টুকু পাওয়া যায় যে, বল্লাল সেন, আদি ৫৬ গাঞি হইতে ৩৪ ঘরকে শ্রোত্রিয় ধার্য্য করিয়া, অবশিষ্ট দ্বাবিংশ মাত্র ঘরকে 'কুলাচল' আখ্যা দেন। এবং ঐ কুলাচল ২২ ঘরের মধ্যে কেবল মাত্র ৮টী গাঞিসম্ভূত ১৯জনকে "মুখ্য" কুলীন ও অপর ১৪টী গাঞি-সম্ভূত ১৪জনকে "গৌণ" কুলীন ধার্য্য করেন। শেষোক্ত এই ১৪ গাঞিয়ের মধ্যে "মহিন্ত্যা" গাঞি-সম্ভূত

৩

*অনেকে বলেন সন ৫০৭ সালে।

ব্রাহ্মণেরা (অর্থাৎ 'মতিলাল' উপাধিধারীরা) 'গৌণ' কুলীন বলিয়া গণ্য হন, যথা :—

'হড়োগড়ঃ কেশর-চৌৎখণ্ডী, পারিগুঁড় পিপ্পলী পীতমণ্ডী। রায়ির্মহিন্ত্যা কুলভীচ ঘাটী, দিখাড়ী দিণ্ডী কথিতাশ্চ গৌণা।

[কুলমঞ্জরী]

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সে সময়ে রাজা বল্লভের (বল্লাল সেনের) "কুলীন" আখ্যা প্রদত্ত কনৌজ ব্রাহ্মণগণের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে "গোবর্দ্ধন মহিন্ত্যা," ছান্দড়ের নবম বংশধর ছিলেন। [A. K. Ray's History of Calcutta, 1902. P. 7.]

অপরাপর বিধি নিয়মের মধ্যে বল্লাল সেন এইরূপ কুল-ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, কুলীনেরা ভিন্ন গোত্রীয় কুলীনে, আদান প্রদান করিবেন এবং তাঁহারা শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন; কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে, তাঁহাদের কুলক্ষয় হইবে। ("কুলরমা"-বাচস্পতি মিশ্র)

এখানে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, বল্লাল সেনের রাজত্বকালে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে বহুকালাবধি "মুখ্য" কুলীনের মত "গৌণ" কুলীন-গণও বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ন্যায়, "গৌণ" কুলীনদিগের "মুখ্য" কুলীনের সহিতই আদান প্রদান ও পরিবর্ত্ত-বিবাহাদি প্রচলিত ছিল। ["মহাবংশাবলী"-ধ্রুবানন্দ মিশ্র]

(৯)

অনন্তর "কুলমঞ্জরী" হইতে আরও দেখা যায় যে, বল্লালসেন তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধি ও নিয়মাদি সুসিদ্ধ রাখিবার জন্য, নিজপুত্র লক্ষ্মণসেনকে আদেশ করেন। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া দেখিলেন যে, কুল মর্য্যাদা

লইয়া রাঢ়ীয় ব্রহ্মণ সমাজে মহা সংঘর্ষ চলিয়াছে এবং হীন হইবার ভয়ে, কেহ কাহাকেও সহজে কন্যা দান করিতে চাহেন না। এজন্য তিনি সমস্ত কুলীনগণকে সমমর্য্যাদাসম্পন্ন স্বীকার করিয়া, গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, কুলীনদিগের ১ম ও ২য় সমীকরণ করেন।

বল্লালসেন যে ৮টী গাঞি সম্ভূত ১৯ জনকে মুখ্যকুলীন নির্ব্বাচন করেন, লক্ষ্মণসেনের সমীকরণে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, ২১ জন ধার্য্য হয়। এবং বিকর্ত্তন প্রমুখ, কয়েক জন শূদ্রদানগ্রহণ-কারী বিপ্রের, "রব কুলীন" আখ্যা হয় এতদ্ভিন্ন এই দুই সমীকরণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের আর কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

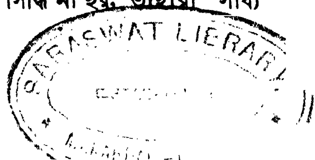
সেন বংশীয় দনুজমাধবের ও কেশবের সময় (অনুমানিক ১১২৩ খৃষ্টাব্দে) ৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সমীকরণ হয় ["নির্দ্দোষ কুল পঞ্জিকা"]। এই সকল সমীকরণের ফলে, "মুখ্য" কুলীন সমাজের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি ঘঠে নাই। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ১৪ গাঞি "গৌণ" কুলীনের সহিত "কুন্দ" গাঞি সম্ভূত বিপ্রেরাও "গৌণ" কুলীন বলিয়া পরিগণিত হন। তদ্ভিন্ন দনৌজমাধব শ্রোত্রিয়দিগকে "সিদ্ধ," "সাধ্য," "সুসিদ্ধ" ও "অরি" এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। এবং "বংশজ" কুলীন বলিয়া, একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি করেন।

হরি মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে—

(১) পূর্ব্বোক্ত ২২ গাঞি সম্ভূত অথচ যাঁহারা মুখ্য বা গৌণ কুলীন শ্রেণীভুক্ত হন নাই, তাঁহাদের কিয়দংশ "সিদ্ধ" শ্রোত্রীয় বলিয়া গণ্য হন। ইঁহাদের কন্যা বিবাহ করিলে কুলীনের কুল পবিত্র হয়;

(২) ঐ দ্বাবিংশ কুলোদ্ভব অবশিষ্ট যাঁহারা সাধন করিতে যত্ন করেন এবং যাঁহাদের যত্নের বৈকল্যে সিদ্ধি হয় বা সিদ্ধি না হয়, তাঁহারা "সাধ্য" শ্রোত্রীয় রূপে গণ্য হন;

২



(৩) ঐ দ্বাবিংশ গাঞি ভিন্ন, পঞ্চ গোত্র সম্ভূত অপর বিপ্রেরা "সুসিদ্ধ" শ্রোত্রীয় বলিয়া গণ্য হন।

ইঁহাদের (২ ও ৩) কন্যা গ্রহণ করা কুলীনের কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য হয়;

(৪) যে কোনও গাঞি সম্ভূতই হউক, যাঁহাদের কন্যা গ্রহণে কুল নষ্ট হয়, তাঁহারা কুলনাশক বা "অরি" শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হন।

আর (৫) যে সকল কুলীন সন্তানের তিন পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান প্রদান ঘটে নাই তাঁহারা "বংশজ" বলিয়া গণ্য হন।

অবশ্য শাস্ত্রমত শ্রোত্রীয় শব্দের অর্থ অন্য প্রকার।

"ওঁকার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো গায়ত্রীং যশ্চ বিন্দতি।
চরিত ব্রহ্মচর্য্যশ্চ স বৈ শোত্রীয় উচ্যতে"॥

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ওঁকারান্ত ভুঃ, ভুব ও স্বঃ এই তিনটী ব্যহৃতি পাঠ করেন, তিনিই শ্রোত্রীয়। ইহাই শ্রোত্রীয় শব্দের শাস্ত্রিক অর্থ। প্রকৃত পক্ষে শ্রোত্রীয় শব্দে বেদপারগ ব্রাহ্মণ বুঝায়।

কিন্তু পরবর্ত্তী কালের কুললক্ষণের বিশদ ব্যাখ্যায়, বাচস্পতি মিশ্রের উল্লিখিত নব গুণের মধ্যে, শ্রোত্রীয়গণ "শান্তি" গুণে বর্জ্জিত ধার্য্য হন। এবং বল্লালের কৌলীন্য-প্রবর্ত্তক ঘটকেরা "শান্তি" শব্দের স্থানে "আবৃত্তি" শব্দটী সন্নিবেশিত করিয়া "আবৃত্তির" অর্থ "পরিবর্ত্ত" এই ব্যাখ্যা করেন।

"আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশ ত্যাগ স্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ"। (হরি মিশ্র)

নিজেদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে, ঘটকেরা এই (আবৃত্তি বা) পরিবর্ত্তকে—আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। এবং এ সকল শব্দের এইরূপ অর্থ করেন:—

আদান = উৎকৃষ্ট বা সমান ঘরের কন্যা গ্রহণ ;

প্রদান = উৎকৃষ্ট বা সমান ঘরে কন্যা দান ;

কুশত্যাগ = কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যা দান ও গ্রহণ ;

এবং ঘটকাগ্রেপ্রতিজ্ঞা = উভয় পক্ষে কন্যার অভাবে, ঘটকের সমক্ষে কেবল বাক্যে পরস্পর কন্যাদান ও গ্রহণ।

বল্লালী ঘটকগণের ব্যবস্থায় যাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে এই চারি আবৃত্তির আস্থা বা বাঁধাবাধি ছিল না, তাঁহারাও শ্রোত্রীয় নির্দ্দিষ্ট হন। এবং শ্রোত্রীয়গণকে এই ঘটকেরাই পুনরায় "সিদ্ধ," "সাধ্য" ও "অরি" এই তিন অংশে বিভাগ করেন।

তন্মধ্যে (১) যাঁহারা আদান ও প্রদানে বিশেষ সাবধান তাঁহারা "সিদ্ধ" শ্রোত্রীয় গণ্য হন ;

(২) যাঁহারা কেবল প্রদান মাত্রে সাবধান তাঁহারা "সাধ্য" শ্রোত্রীয় ধার্য্য হন ;

এবং (৩) যাঁহারা আদান প্রদান উভয়েই অসাবধান তাঁহারা "অরি" বা "কষ্ট" শ্রোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত হন।

রাজা দনৌজমাধবের তিরোধানের অল্পকাল পরে, বল্লাল সেনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র লক্ষণনারায়ণ সেনের (২য় লক্ষ্মণ সেনের) সময়ে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানেরা বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন। পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দুরাজার অভাবে, বল্লাল সেনের নিয়োজিত কুলাচার্য্যদিগের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ সমাজের রক্ষাকল্পে সে সময়ে শতাধিকবার কুলীনদিগের সমীকরণ করেন।

তখনকার দিনের গ্রন্থাদি হইতে অনুমান হয় যে, সে সময়ে কুলাচার্য্যেরা ও ঘটকেরা গৌণ কুলীনগণের প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। এবং সেই জন্যই মুখ্য কুলীনদের মত গৌণ কুলীনদের বংশাবলীর তালিকা রক্ষা

করিতে তাঁহারা মনোযোগী হন নাই। পরন্তু, প্রকৃতপক্ষে, তাঁহারা গৌণ কুলীনদিগকে সমাজে হেয় করিবারই চেষ্টা পাইয়াছেন।

দেবীবরের অভ্যুদয়ের (অনুমানিক ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্ব অবধি, কুলাচার্য্যগণ "গৌণ" কুলীনদিগকে যে "শ্রোত্রীয়" করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে তাহার নানা প্রকারের বিক্ষিপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন গৌণ কুলীনেরা সমাজে কতকটা মুখ্য কুলীনদিগের সমকক্ষ ছিলেন এবং স্বকীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট সচেষ্টও ছিলেন। কিন্তু কুলাচার্য্যদের কূট নীতির ফলে, তাঁহাদের সে সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়।

মুসলমানদিগের সময়, হিন্দুদিগের সামাজিক বিবাদ মীমাংসার জন্য, কয়েকটী জাতি-মালা কাছারী ছিল; এবং "দত্তখাস" নামে কোনও মুসলমানরাজের প্রধান মন্ত্রী এই জাতি-মালা কাছারীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এই দত্তখাস মহাশয়ই "গৌণ" কুলিনগণকে "শ্রোত্রীয়" শ্রেণীভুক্ত করেন। [ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী"]

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের (১৫০৯ খৃষ্টাব্দের) কিছু পরে, দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মেলবন্ধন করেন। তাঁহার "মেলপর্য্যায় গণনার" টীকাতে আছে—"গৌণে সহ গৌণানাং পরিবর্ত্ত—বিধানং কদাচিন্মুখ্যে তনয়াপ্রদানং অতো শ্রীদত্তখাসেন রাজ্ঞা শ্রোত্রীয়ানাং সধর্ম্মত্বেন গৌণাঽপি শ্রোত্রীয়া কৃতাঃ"।—অর্থাৎ, "গৌণকুলীনের সহিত গৌণকুলীনের পরিবর্ত্ত চলিতেছিল, কখনও কখনও মুখ্যকুলীনের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান হইতেছিল; অতএব রাজা দত্তখাস শ্রোত্রীয়ের সহিত সধর্ম্মত্বহেতু গৌণকলীগণকেও "শ্রোত্রীয়" করিলেন।"

কুলাচার্য্যগণের চাতুর্য্যের ফলে ও দত্তখাস মহাশয়ের বিচারে "কেশরকোণী, রায়ী, পীতমুণ্ডী, গড়গড়ি, ঘণ্টা, কুলভী ও চৌৎখণ্ড" এই সাত

ঘর (গাঁই) "অরি" বা "কুলীণ শক্র" ধার্য্য হন। আর "পিপ্পলী, দিণ্ডি ও দীর্ঘাঙ্গি" এই তিন ঘর (গাঁই) "সিধ্য" মাহিন্তা, হড়, পরিহাল ও গুড় এই চারি ঘর (গাঁই) "সাধ্য; এবং অবশিষ্ট ঘর (গাঁই) "সুসিদ্ধ" শ্রোত্রীয় ধার্য্য হন।

এই ব্যবস্থা হইবার কিছুপরে, পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তগাঁই "অরি" ব্যতীত "রব" কুলীন শ্রেণীভুক্ত কয়েকজন ও সুন্দরামল্ল বাসী কতিপয় শ্রোত্রীয়, বন্দ্যবংশীয় ৫ জন, এবং "আকাশ" প্রভৃতি গাঞি সম্ভূত অপর ৭ঘর ও "অরি" বা "কুলনাশক" বলিয়া পরিগণিত হন। কিন্তু তাহার পর, শ্রোত্রীয় দিগের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে আর যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে দেবীবর, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, মহেশ মিশ্র, দনুজারি মিশ্র, হরিকবীন্দ্র, হরিহর ভট্টাচার্য্য, নূলাপঞ্চানন প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থাদি এবং মেল-রহস্য, মেলবন্ধ, মেলমালা, মেল চন্দ্রিকা, দোষাবলী, মেল দোষ কারিকা, দোষনির্ণয়, দোষতন্ত্রপ্রকাশ, ভাগাদি নির্ণয়, গোত্র প্রবর-নির্ণয় প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত পুস্তকাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে এক দেবীবরের স্থানে, বহু দেবীবরের উদ্ভব হয় এবং প্রকৃত পক্ষে সমাজ শাসনের ভার সেই সকল ঘটকেরাই গ্রহণ করেন। স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধিকল্পে ও অর্থলালসায় তাঁহারা দোষকে গুণ ও গুণকে দোষ বলিয়া, ইচ্ছামত ধার্য্য করিতেন; এবং তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রীয়েরা যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। যুদ্ধবিগ্রহাদি, জীবিকা উপার্জ্জন ও অন্য কার্য্য ব্যাপদেশে মুসলমান রাজত্বের সময়, বঙ্গীয় ব্রাহ্মনেরা পূর্ব্ব হইতে, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে বহুবার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই স্থানান্তরাদির জন্য দেবীবরের ক্রমে প্রবর্ত্তিত

বিভিন্ন মেলের সহিত বহুতর মেলদোষেরও উৎপত্তি হয়; এবং শ্রোত্রীয়েরা কুলীনদিগের মেলের আশ্রয় এই ব্যবস্থা, আর "ফুলিয়া-খড়দহে" ও "বল্লভীসর্ব্বানন্দীতে" প্রতিযোগী মেলের প্রচলন এই সময়েই দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়।

"চতুঃসাগরী" সম্বন্ধে "কুলচন্দ্রিকায়" লিখিত আছে যে :—

"স্বাধিকার নিষ্ঠাভাব চারি মেল পায়।
অন্যথা সিদ্ধতাভাব ঘটক না লয়॥
এইচারি মেল * যেই শ্রোত্রীয়ের ঘরে।
বিশুদ্ধ শ্রোত্রীয় বলে তাহারে বিচারে"॥

বংশজ হইতে শ্রোত্রীয়দিগকে পৃথক রাখিবার এবং কুলীনদিগের কুল নির্দ্দোষ রাখিবার উদ্দেশ্যেই, তৎকালীন ঘটকেরা এই "চতুঃসাগরী", "গোষ্ঠীপতি" প্রভৃতি প্রথার প্রচলন করাইয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে বহুবাজারের "মতিলাল" বংশীয়েরা এই চারি মেলেই কন্যাদান করিয়া আসিতেছেন এবং "চতুঃসাগরী" ও "গোষ্ঠীপতি" গণের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে "মহিন্তা' গাঞি সংস্রবে "সর্ব্বানন্দী'" মেলের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। আর এ সম্বন্ধেও ইহার বৈপরিত্য দুই চারিটা বক্ষিপ্ত শ্লোকও আধুনিক ঘটকদিগের পুস্তকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

(১) "মহিন্তা দোষেতে হইল মেল সর্ব্বানন্দী।
সিন্দুরা কৈবর্ত্ত দোষ হৃদয়ে সুবুদ্ধি॥"

(২) "সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটী নাম সর্ব্বানন্দী।
মহিন্তা কুল অরি মূল জগদানন্দী"॥

* অর্থাৎ ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী

(৩) "মহিন্তা গৌণ বটে, নহে সর্ব্বানন্দে।
মহিন্তায় যায় তারা পরম আনন্দে॥"

কিন্তু "সর্ব্বানন্দী" মেলের এরূপ উৎপত্তির কোনও বিশ্বস্ত ভিত্তি বা বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মেল প্রচলনের শত বর্ষের মধ্যেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আবির্ভূত হন এবং তাঁহার "স্মৃতিতত্ত্ব" প্রচার করেন। তাঁহার উদ্বাহ তত্ত্বে পূর্ব্বকালীন বহু মত অশাস্ত্রীয় বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে।

রাজা বল্লাল সেনের স্থাপিত ব্যবস্থাদি, পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ নানা প্রকারে পরিবর্ত্তন করেন। তাহার পরিণামে, কুলীন সন্তানদের বিবাহ-বন্ধনের বেশী বাঁধাবাধি করিতে গিয়া, কুলীন কন্যাগনের বিবাহে পাত্রাভাব ঘটিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠা বিবাহ, দুগ্ধ পোষ্য শিশু কন্যা বিবাহ, নিষিদ্ধ স্বজন বিবাহ, বহু বিবাহ, মুমুর্ষ র সহিত বিবাহ প্রভৃতি কুরীতি প্রচলিত হইয়াছিল।

দেবীবর নিজে বংশজ ছিলেন বলিয়া, বংশজগণ শ্রোত্রীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই বিধি চালাইয়া ছিলেন। কিন্তু কুলীনদিগের অনুকরণে বংশজ ও শ্রোত্রীয়দিগের মধ্যেও, দেবীবরের অব্যবহিত পরেই নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। উচ্চকুলে কন্যাদান অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়ায় এবং স্ব স্ব সমাজে কন্যাদানে মর্য্যাদা হ্রাসের আশঙ্কা থাকায় এই দুই সমাজেও বিবাহের বিশৃঙ্খলা বাধিয়াছিল। অর্থলোভে সে সময়ে, অনেকে যথেচ্ছা কন্যাদান বা বিক্রয় করিয়া, অগ্রদানী, আচার্য্য, ভাট প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

মেল প্রচলনের শত বর্ষের মধ্যেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আবির্ভূত হন এবং তাঁহার "স্মৃতিতত্ত্ব" প্রচার করেন। তাঁহার "উদ্বাহ-তত্ত্বে" পূর্ব্বকালীন বহু মত অশাস্ত্রীয় বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে। প্রাক্তন নানাবিধি দোষমুক্ত ও ধর্ম্মহানিকর বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহার ব্যবস্থা প্রভাবে তৎকালে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তাঁহার

ধর্ম্ম মত প্রচারিত হইবার পর রাঢ়ীয় হিন্দু সমাজে আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

অনেকের বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র কুলীনরাই রাজদত্ত শাসন দ্বারা গ্রাম লাভ করেন এবং শ্রোত্রীয়েরা যিনি যে গ্রামে বাস করিতেন, সেই গ্রামের নাম হইতেই তাঁহার "গাঞি" উদ্ভব হয়। কিন্তু এ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভিত্তিহীন, ইতিপূর্ব্বে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

অধিকন্তু কৌলিন্যপ্রথা সৃষ্ট হইবার বহুপূর্ব্বে যে তাঁহারা রাজদত্ত গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের ৺অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ ভবদেব ভট্টের প্রশস্তি হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির মতে, এই প্রশস্তি ষড়্‌দর্শন-টীকাকৃৎ বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত ও খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর কোনও সময়ে উৎকীর্ণ। [Journal of the Asiatic Society of Bengal ও Mitra's Antiquities of Orissa, Vol, II, page 85]

"বিশ্বকোষ" সঙ্কলয়িতা শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, 'মহিন্ত্যা' গাঞিসম্ভূত শ্রোত্রীয় গণের বর্ত্তমান বাসস্থান :—কলিকাতার বহুবাজার, বিক্রমপুর, যশোহর জেলাস্থ আঁধার কোঠা, প্রভৃতি। *বহুবাজারের প্রসিদ্ধ মতিলাল গোষ্ঠী এই "মহিন্তা" গাঞি [Cases and Sects of Bengal, Vol I, Part I, Page 315] কিন্তু ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর মজিলপুর গ্রামে মতিলাল বংশের বাসস্থান, দেবোত্তর, ব্রহ্মত্তর, গুরুপীঠ এবং বহু প্রাচীনকীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি আজিও বিদ্যমান আছে।

কনৌজাগত বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধির পুত্র ছান্দড়ের বংশধর, রবি হইতে "মহিন্ত্যা" গাঞির উদ্ভব হয় ; এবং এই "মহিন্ত্যা" গাঞি হইতে "মতিলাল" উপাধি সৃষ্টি হয়,—ইতিপূর্ব্বে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

কিন্তু মুখ্য কুলীনদের বংশ তালিকার মত, গৌণ কুলীনদিগের (বা শ্রোত্রীয় দিগের) বংশ তালিকা কুলাচার্য্যগণের কেহই রক্ষা করেন নাই বা তাঁহাদের কোনও পুস্তকাদিতে প্রকাশ করেন নাই। তবে তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যেমন রবি রাজা ক্ষিতিশূরের সমসাময়িক ছিলেন, তদ্রূপ কানুমহিন্ত্যা রাজা ধরাশূরের, গোবর্দ্ধন ও মাধব মহিন্ত্যা (বা মাধবাচার্য্য মহিন্ত্যা) রাজা বল্লাল সেনের, কেশব মহিন্ত্যা রাজা লক্ষণ সেনের ও জগদানন্দ মহিন্ত্যা কুলাচার্য্য দেবীবরের সমসাময়িক ছিলেন। এই কয়জন রবিমহিন্ত্যার বংশধর হইলেও ইঁহাদের মধ্যে কেহ বহুবাজারের বর্ত্তমান মতিলাল গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন কি না, যথাসাধ্য পরিশ্রম, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াও তাহা নিরুপণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

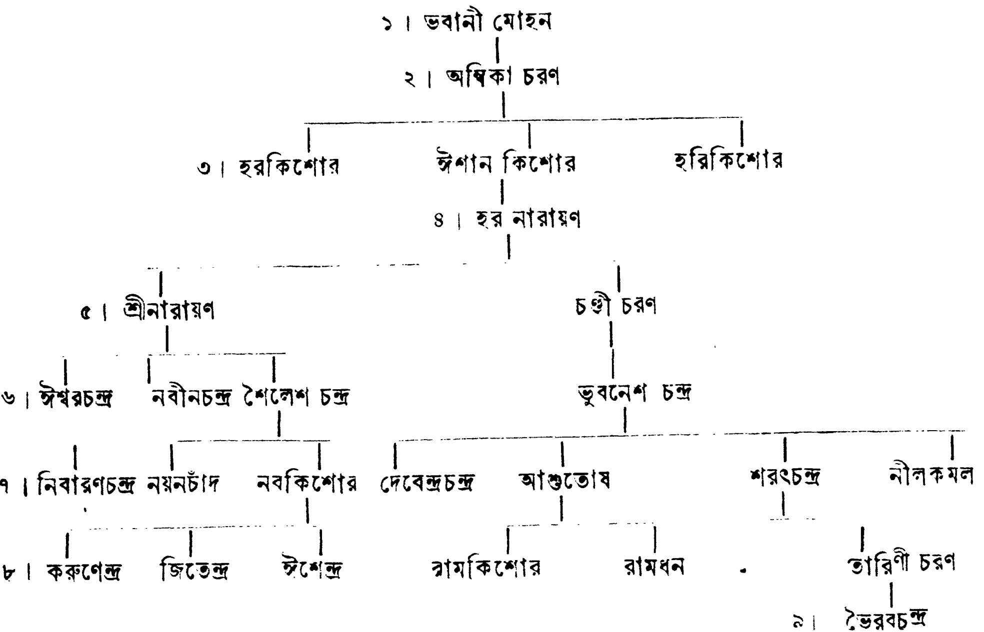
প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বনাথ মতিলালের পৌত্র ব্রজগোপাল প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে, প্রপৌত্র যতীন্দ্রনাথ প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে, স্বতন্ত্র ভাবে মতিলাল মহাশয়দের বংশ তালিকা সঙ্কলন করিয়া ছিলেন। কিন্তু অযত্নে রক্ষিত হওয়ায় ওকালের প্রভাবে, উভয় তালিকাই এক্ষণে অস্পষ্ট কীটদষ্ট ও দুস্পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকখানি বিভিন্ন সময়ে, স্বাধীনভাবে সঙ্কলিত হওয়ায়, তলিকাদ্বয়ের অত্যধিক পার্থক্য ও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

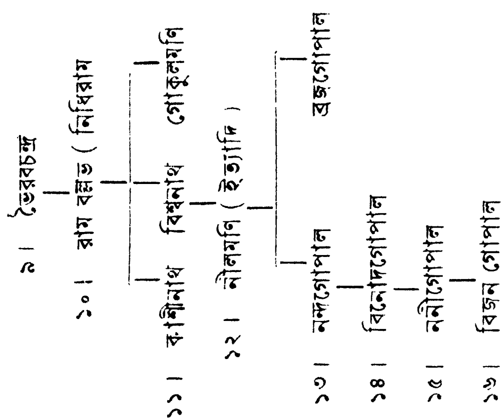
গত অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, সংখ্যক "ভারতবর্ষে" "জয়নগর-মজিলপুর শীর্ষক প্রবন্ধে (পৃঃ ৮৭২) শ্রীযুত কালীদাস দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে মিত্র ও মতিলাল বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। * * * মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামগোপাল মিত্রের মজিলপুরে আসিবার কিছু পূর্ব্বে, মতিলাল বংশের পূর্ব্বপুরুষ গুনানন্দ মতিলাল জয়নগরে আসিয়া বসবাস করেন"।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুত দত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মিত্রেরা মজিলপুরে আসেন। সে হিসাবে মতিলালরা যদি ঐ শতাব্দীর মধ্য বা প্রথম ভাগে জয়নগরে আসিয়া থাকেন ধরা যায় তাহা হইলে গত ৩৫০।৪০০ বৎসরে, গুণানন্দ হইতে বর্ত্তমানে মতিলাল বংশের একাদশ বা দ্বাদশ পুরুষ পৌছায়।

যতীন্দ্রনাথের তালিকা এই গুণানন্দ হইতেই আরব্ধ; কিন্তু ব্রজ-গোপালের তালিকায় গুনানন্দের নামোল্লেখ নাই। তদ্ভিন্ন যতীন্দ্রনাথের তালিকানুসারে বর্ত্তমানে মতিলালদের একাদশ পুরুষে পৌছায়, অথচ ব্রজগোপালের তালিকা মত এখন ষোড়শ পুরুষে পৌছায়। সেজন্য এতদুভয়ের ঐক্য বা সামঞ্জস্যের অভাবে ও ইহাদের কোনটী অভ্রান্ত তাহা নিরুপণ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া, উভয় তালিকাই এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তবে, যতীন্দ্রনাথের তালিকাই অধিক নির্ভর-যোগ্য বলিয়া, বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে ব্রজগোপালের তালিকায় কেবলরাম নামে কোনও পূর্ব্বপুরুষের উল্লেখ নাই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের তালিকায় তাঁহার নামের উল্লেখ আছে। ইনি বিশ্বনাথের পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই কেবলরামের নামের জমি-জমা, বহুবাজারের মতিলাল মহাশয়ের জয়নগর মজিলপুরবাসী কুলগুরু ও কুলপুরোহিত বংশ এখনও ভোগদখল করিতেছেন এবং তাঁহারা এ অবধি নিজেদের নামে "মারফৎ" মাত্র লিখাইয়া, কেবলরামের নামের দাখিলা জমিদারদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।


ব্রজগোপাল—সঙ্কলিত বংশ—তালিকা ঃ—
১। ভবানী মোহন
২। অম্বিকা চরণ
৩। হরকিশোর
ঈশান কিশোর
হরিকিশোর
৪। হর নারায়ণ
৫। শ্রীনারায়ণ
চণ্ডী চরণ
৬। ঈশ্বরচন্দ্র
নবীনচন্দ্র
শৈলেশ চন্দ্র
ভুবনেশ চন্দ্র
৭। নিবারণচন্দ্র
নয়নচাঁদ
নবকিশোর
দেবেন্দ্রচন্দ্র
আশুতোষ
শরৎচন্দ্র
নীলকমল
৮। করুণেন্দ্র
জিতেন্দ্র
ঈশেন্দ্র
রামকিশোর
রামধন
তারিণী চরণ
৯। ভৈরবচন্দ্র


৯। ভৈরবচন্দ্র
১০। রাম বল্লভ (নিধিরাম
১১। কাশীনাথ
বিশ্বনাথ
গোকুলমণি
১২। নীলমণি (ইত্যাদি)
১৩। নন্দগোপাল
ব্রজগোপাল
১৪। বিনোদগোপাল
১৫। ননীগোপাল
১৬। বিজন গোপাল

৺ যতীন্দ্র নাথ—সঙ্কলিত বংশ তালিকা ঃ—

১। গুণানন্দ মতিলাল

২। বাসুদেব　　শ্রীকৃষ্ণ

৩। রামজীবন　　যোগীশ্বর　　রত্নেশ্বর　　ভুবনেশ্বর　　নন্দকিশোর

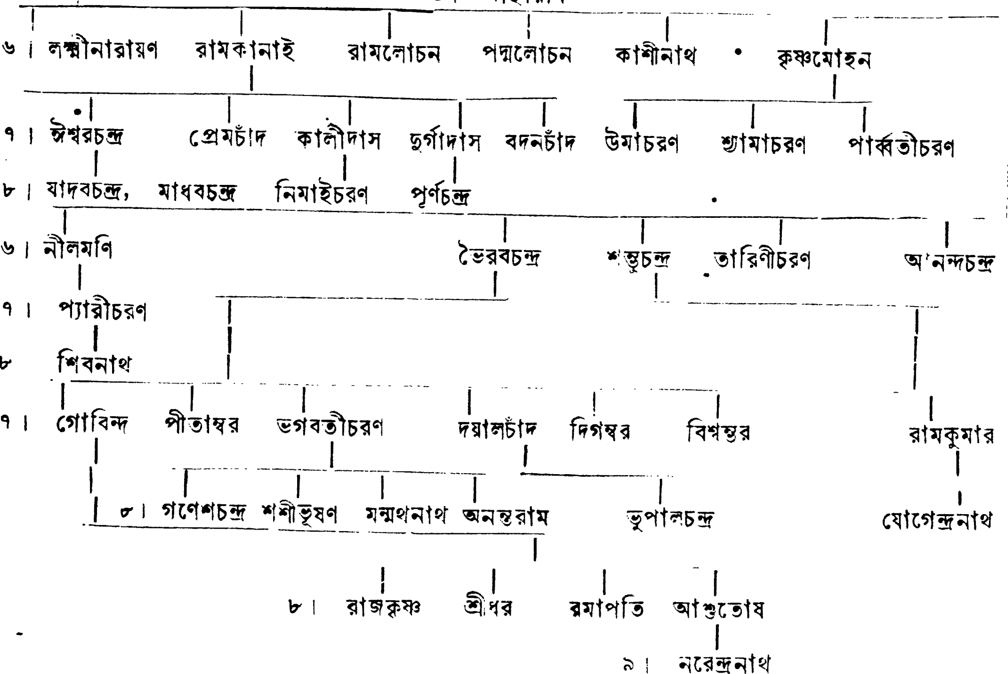
৪। রামচন্দ্র　　হরদেব

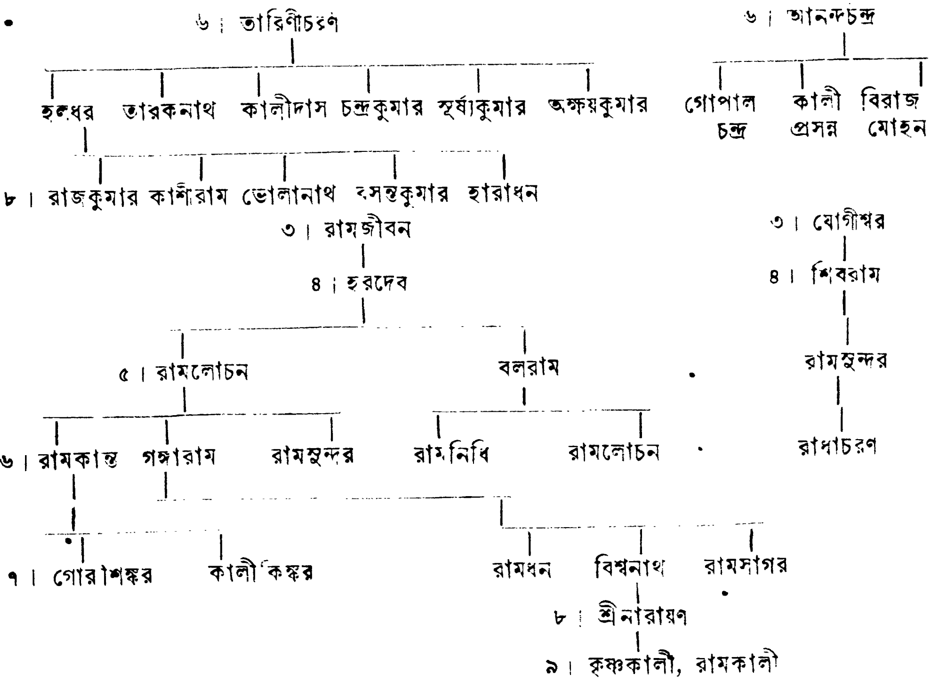
৫। রামকৃষ্ণ　　কৃপারাম　　কেনারাম　　মনোহর　　বাঞ্ছারাম

৬। জগৎরাম　　গোলকনাথ　　রামপ্রসাদ

৭। ভগবানচন্দ্র　　কৃষ্ণচন্দ্র　　ঈশ্বরচন্দ্র　　নীলকমল　　মধুসূদন

৮। মথুরানাথ　　কেদারনাথ


৫। বাঞ্ছারাম
৬। লক্ষ্মীনারায়ণ রামকানাই রামলোচন পদ্মলোচন কাশীনাথ কৃষ্ণমোহন
৭। ঈশ্বরচন্দ্র প্রেমচাঁদ কালীদাস দুর্গাদাস বদনচাঁদ উমাচরণ শ্যামাচরণ পার্ব্বতীচরণ
৮। যাদবচন্দ্র, মাধবচন্দ্র নিমাইচরণ পূর্ণচন্দ্র
৬। নীলমণি ভৈরবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র তারিণীচরণ আনন্দচন্দ্র
৭। প্যারীচরণ
৮ শিবনাথ
৭। গোবিন্দ পীতাম্বর ভগবতীচরণ দয়ালচাঁদ দিগম্বর বিশ্বম্ভর রামকুমার
৮। গণেশচন্দ্র শশীভূষণ মন্মথনাথ অনন্তরাম ভূপালচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথ
৮। রাজকৃষ্ণ শ্রীধর রমাপতি আশুতোষ
৯। নরেন্দ্রনাথ


৬। তারিণীচরণ
৬। আনন্দচন্দ্র
ভূধর
তারকনাথ
কালীদাস
চন্দ্রকুমার
সূর্য্যকুমার
অক্ষয়কুমার
গোপাল চন্দ্র
কালী প্রসন্ন
বিরাজ মোহন
৮। রাজকুমার
কাশীরাম
ভোলানাথ
বসন্তকুমার
হারাধন
৩। রামজীবন
৪। হরদেব
৩। যোগীশ্বর
৪। শিবরাম
রামসুন্দর
রাধাচরণ
৫। রামলোচন
বলরাম
৬। রামকান্ত
গঙ্গারাম
রামসুন্দর
রামনিধি
রামলোচন
৭। গোরাশঙ্কর
কালীশঙ্কর
রামধন
বিশ্বনাথ
রামসাগর
৮। শ্রীনারায়ণ
৯। কৃষ্ণকালী, রামকালী

- ৫। বলরাম
  - ৬। রামনিধি
    - ৭। রামচাঁদ
    - নবীনচাঁদ
      - ৯। সীতানাথ
    - ত্রৈলোক্যমোহন
  - রামলোচন
    - মধুসূদন
    - হারাধন
    - রাধানাথ
      - চন্দ্রকুমার
      - যোগেন্দ্রনাথ
        - রামকুমার
      - বসন্তকুমার
    - গোপালচন্দ্র
      - কৃষ্ণধন

- ৩। রত্নেশ্বর
  - ৪। রামগোবিন্দ
    - ৫। বিনোদরাম
  - অনন্তরাম
    - শুভরাম
      - ৬। রামনিধি
        - ৭। গৌরচন্দ্র
        - গোবর্দ্ধনচন্দ্র
      - গোপীনাথ
        - কেশবচন্দ্র
        - মহেশচন্দ্র
        - ঈশ্বরচন্দ্র
      - কৃষ্ণপ্রসন্ন
    - গঙ্গারাম
      - রামলোচন
      - নবকৃষ্ণ
    - রাধাকৃষ্ণ
      - রামচাঁদ
      - তারাচাঁদ
      - ভগবানচন্দ্র
        - ভবানীচরণ
      - ভৈরবচন্দ্র
      - মাণিকচন্দ্র

৭। ঈশ্বরচন্দ্র ভবাণীচরণ

৮। ভূপেন্দ্রনাথ হরিনাথ হরিপ্রসন্ন নৃত্যগোপাল চন্দ্রকান্ত নীলমাধব রাধামাধব মোহিনচন্দ্র হরিমতি

—০—

৩। ভুবনেশ্বর নন্দকিশোর

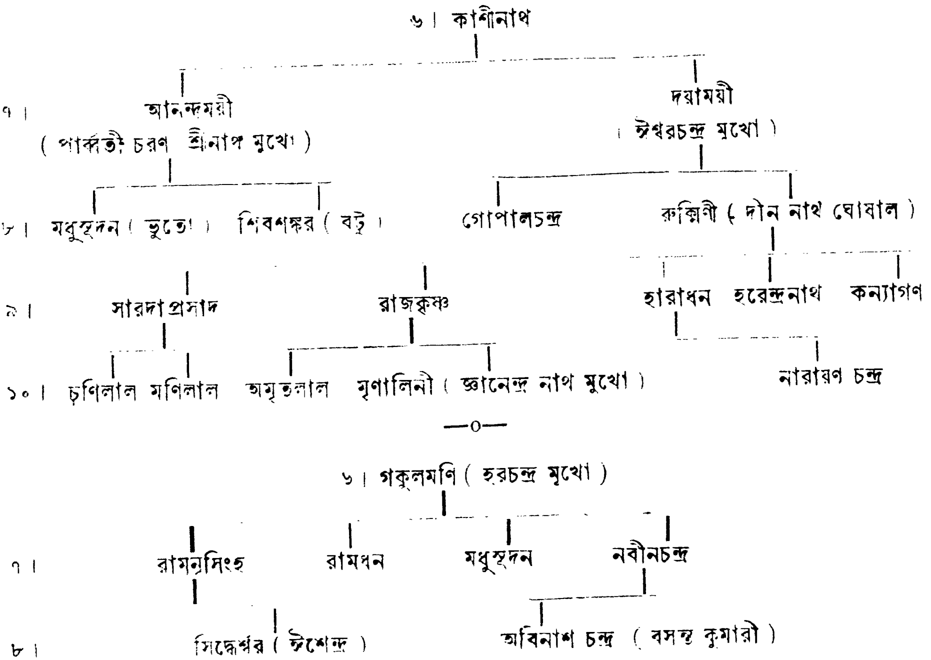
৪। রামনাথ রামচন্দ্র বিষ্ণুরাম কেবলরাম

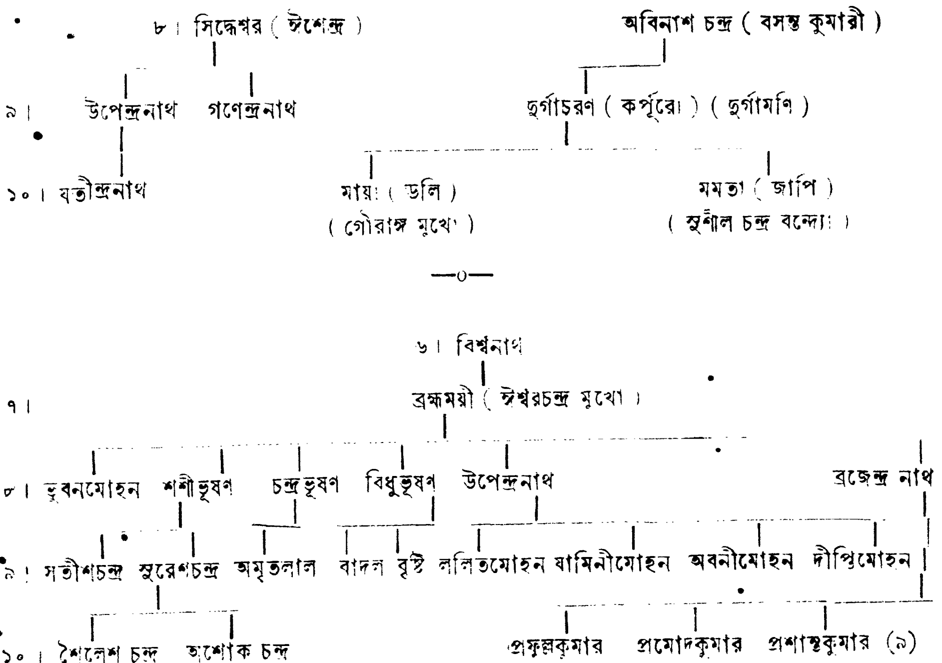
৫। গয়ারাম কৃষ্ণরাম রামবল্লভ নিধিরাম রামমোহন রামধন দিগম্বর রমানাথ শম্ভুচন্দ্র

৬। রামনারায়ণ রামধন শম্ভুচন্দ্র কাশিনাথ বিশ্বনাথ গোকুলমণি পঞ্চানন রাজকুমার

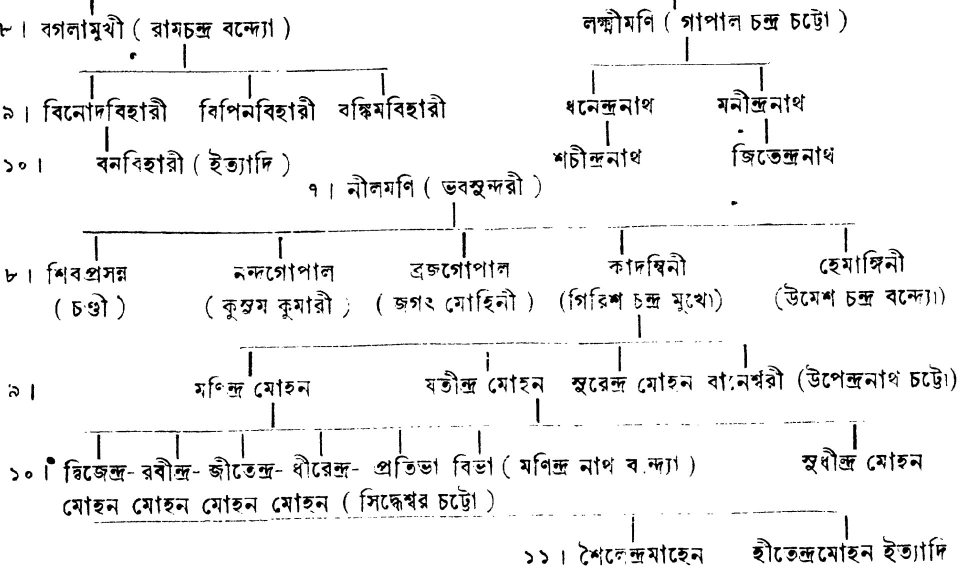
৭। রামসাগর অভয়চন্দ্র আনন্দময়ী দয়াময়ী নীলমণি গোবিন্দচন্দ্র রামনারায়ণ ব্রহ্মময়ী

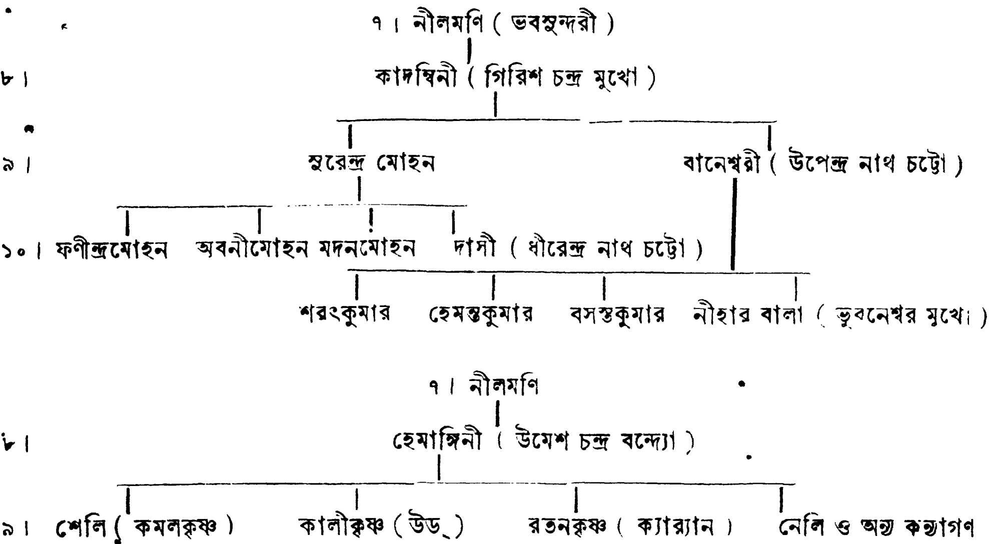
—০—


৬। কাশীনাথ
৭। আনন্দময়ী
(পার্ব্বতী চরণ শ্রীনাথ মুখো)
দয়াময়ী
(ঈশ্বরচন্দ্র মুখো)
৮। মধুসূদন (ভুতো) শিবশঙ্কর (বটু)
গোপালচন্দ্র
রুক্মিণী (দীন নাথ ঘোষাল)
৯। সারদাপ্রসাদ
রাজকৃষ্ণ
হারাধন হরেন্দ্রনাথ কন্যাগণ
১০। চুণিলাল মণিলাল অমৃতলাল মৃণালিনী (জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখো)
নারায়ণ চন্দ্র
—০—
৬। গকুলমণি (হরচন্দ্র মুখো)
৭। রামনৃসিংহ রামধন মধুসূদন নবীনচন্দ্র
৮। সিদ্ধেশ্বর (ঈশেন্দ্র)
অবিনাশ চন্দ্র (বসন্ত কুমারী)



অবিনাশ চন্দ্র (বসন্ত কুমারী)
দুর্গাচরণ (কর্পূরো) (দুর্গামণি)
মায়া (ডলি)
(গৌরাঙ্গ মুখো)
মমতা (জাপি)
(সুশীল চন্দ্র বন্দ্যো)
৮। সিদ্ধেশ্বর (ঈশেন্দ্র)
৯। উপেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথ
১০। যতীন্দ্রনাথ
৬। বিশ্বনাথ
৭। ব্রহ্মময়ী (ঈশ্বরচন্দ্র মুখো)
৮। ভুবনমোহন শশীভূষণ চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ উপেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্র নাথ
৯। সতীশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র অমৃতলাল বাদল বৃষ্টি ললিতমোহন যামিনীমোহন অবনীমোহন দীপ্তিমোহন
১০। শৈলেশ চন্দ্র অশোক চন্দ্র প্রফুল্লকুমার প্রমোদকুমার প্রশান্তকুমার (৯)


৭। ব্রহ্মময়ী (ঈশ্বরচন্দ্র মুখো)
৮। বগলামুখী (রামচন্দ্র বন্দ্যো)
লক্ষ্মীমণি (গোপাল চন্দ্র চট্টো)
৯। বিনোদবিহারী
বিপিনবিহারী
বঙ্কিমবিহারী
ধনেন্দ্রনাথ
মনীন্দ্রনাথ
১০। বনবিহারী (ইত্যাদি)
শচীন্দ্রনাথ
জিতেন্দ্রনাথ
৭। নীলমণি (ভবসুন্দরী)
৮। শিবপ্রসন্ন (চণ্ডী)
নন্দগোপাল (কুসুম কুমারী)
ব্রজগোপাল (জগৎ মোহিনী)
কাদম্বিনী (গিরিশ চন্দ্র মুখো)
হেমাঙ্গিনী (উমেশ চন্দ্র বন্দ্যো)
৯। মণিন্দ্র মোহন
যতীন্দ্র মোহন
সুরেন্দ্র মোহন
বাগেশ্বরী (উপেন্দ্রনাথ চট্টো)
১০। দ্বিজেন্দ্র- রবীন্দ্র- জীতেন্দ্র- ধীরেন্দ্র- প্রতিভা বিভা (মণিন্দ্র নাথ বন্দ্যো)
মোহন মোহন মোহন মোহন (সিদ্ধেশ্বর চট্টো)
সুধীন্দ্র মোহন
১১। শৈলেন্দ্রমোহন
হীতেন্দ্রমোহন ইত্যাদি


৭। নীলমণি (ভবসুন্দরী)
৮। কাদম্বিনী (গিরিশ চন্দ্র মুখো)
৯। সুরেন্দ্র মোহন
বানেশ্বরী (উপেন্দ্র নাথ চট্টো)
১০। ফণীন্দ্রমোহন
অবনীমোহন
মদনমোহন
দাসী (ধীরেন্দ্র নাথ চট্টো)
শরৎকুমার
হেমন্তকুমার
বসন্তকুমার
নীহার বালা (ভুবনেশ্বর মুখো)
৭। নীলমণি
৮। হেমাঙ্গিনী (উমেশ চন্দ্র বন্দ্যো)
৯। শেলি (কমলকৃষ্ণ)
কালীকৃষ্ণ (উড্)
রতনকৃষ্ণ (ক্যার‍্যান)
নেলি ও অন্য কন্যাগণ

—০—

৭। নীলমনি

৮। নন্দগোপাল (কুসুম কুমারী) — ব্রজগোপাল (জগৎ মোহিনী)

- নন্দগোপাল (কুসুম কুমারী)
  - ৯। বিনোদগোপাল (বসন্ত ও হেমন্তকুমারী)
    - ১০। নলিনীগোপাল (সাধনবালা)
      - ১১। বিজনগোপাল
      - সুষমা (বিরেশ্বর বন্দ্যো)
  - সুরৎকুমারী (রজনীকান্ত চট্টো)
    - নলিনী-কান্ত
    - ভূষণ-কুমার
    - শিশির-কুমার
- ব্রজগোপাল (জগৎ মোহিনী)
  - মৃণালিনী (সুরেন্দ্রনাথ চট্টো)
    - সত্যেন্দ্র-নাথ
      - সুনীলেন্দ্র-নাথ
      - সবিতা (সুদর্শনবন্দ্যো)
    - শচীন্দ্র-নাথ
      - সমীরেন্দ্র-নাথ
      - রেণুকা (নরেন্দ্রমুখো)
      - সুনীতা (সীতাংশুমুখো)
  - কুমুদিনী (অমৃতলাল মুখো)
    - সুবোধ-লাল
      - অক্ষয়লাল ও কন্যাগণ
  - চারুবালা (নগেন্দ্রনাথ চট্টো)

৬। বিশ্বনাথ (হীরামতি)

৭। গোবিন্দ চন্দ্র (শিব সুন্দরী)

৮। রাজেন্দ্রনাথ (নিস্তারিণী) — দেবেন্দ্রনাথ (গোলাপকামিনী) — আশুতোষ (মোক্ষদা) — বিন্দুবাসিনী (শশীভূষণ মুখো) — জগৎমোহিনী (মহেশচন্দ্রমুখো) — বামাসুন্দরী (চন্দ্রনাথমুখো) — পদ্মমুখী (মহেন্দ্রবন্দ্যো)

৯। সতীশচন্দ্র (মহাশ্বেতা) — শ্রীশচন্দ্র (ধরাসুন্দরী) — যতীশ (সত্যবতী, হিরণ্ময়ী) — হরিশচন্দ্র (তারাসুন্দরী) — ক্ষিতিশচন্দ্র (লীলাবতী)

৯। কিরণবালা (সত্যপ্রসাদ মুখো) — প্রভাবতী (দেবেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী) — মনোরমা (মন্মথনাথ চট্টো) — দুর্গামণি (দুর্গাচরণ মুখো) — সুরমা (ধীরেন্দ্র নাথ চট্টো)

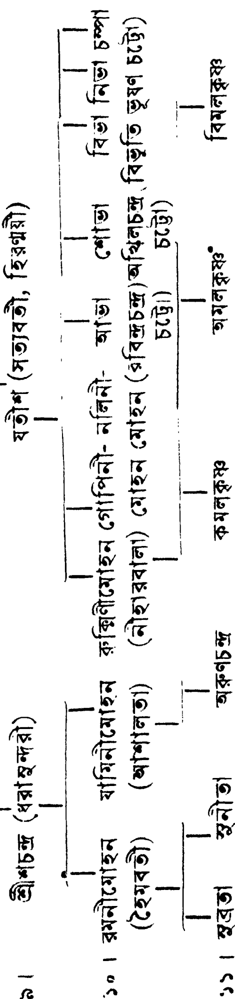
৮। দেবেন্দ্রনাথ

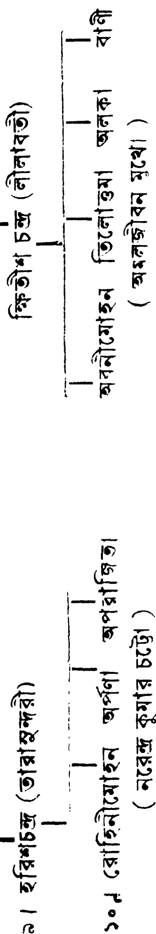
৯। সতীশচন্দ্র। (মহাশ্বেতা)

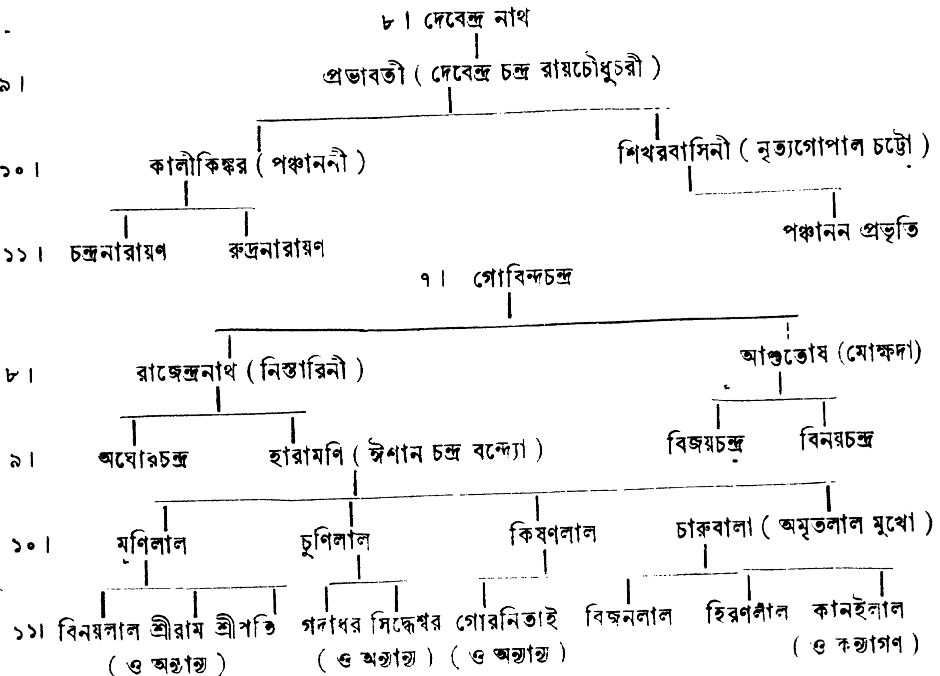
১০। মোহিনী মোহন (উর্মিলা) — বীণাপাণি (আশুতোষ চট্টো) — কমলা (ধনগোপাল মুখো)

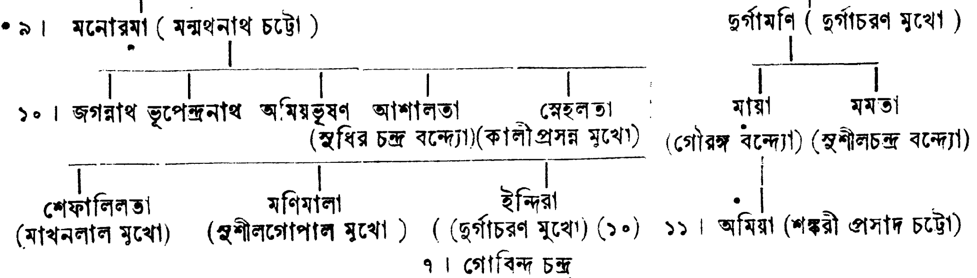
১১। ভবনীমোহন — প্রতিমা (শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো) [মোহিনী মোহনের সন্তান]; হরেন্দ্রকিশোর — ধ্রুবকুমার — গৌরীশঙ্কর — উমারাণী [বীণাপাণির সন্তান]; বীরেশ্বর — রত্নেশ্বর [কমলার সন্তান]

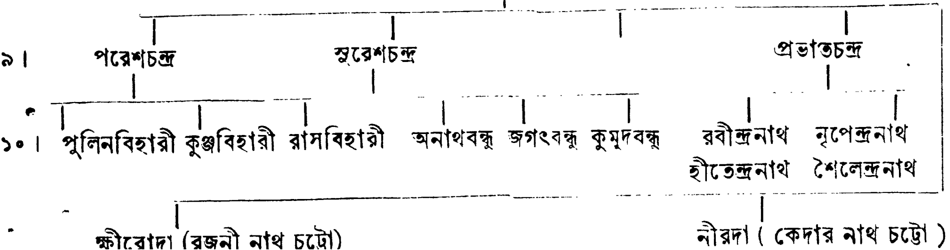
১২। অরুণা [প্রতিমার সন্তান]


৮। দেবেন্দ্র নাথ
৯। শ্রীশচন্দ্র (ধরাসুন্দরী)
যতীশ (সত্যবতী, হিরণ্ময়ী)
১০। রমনীমোহন (হৈমবতী)
যামিনীমোহন (আশালতা)
রুক্মিণীমোহন (নীহারবালা)
গোপিনী-মোহন
নলিনী-মোহন
আভা (রবিন্দ্রচন্দ্র চট্টো।)
শোভা (অখিলচন্দ্র চট্টো।)
বিভা (বিভূতি ভূষণ চট্টো।)
নিভা
চম্পা
১১। সুব্রতা
সুনীতা
অরুণচন্দ্র
কমলকৃষ্ণ
অমলকৃষ্ণ
বিমলকৃষ্ণ


৮। দেবেন্দ্র নাথ
৯। হরিশচন্দ্র (তারাসুন্দরী)
ক্ষিতীশ চন্দ্র (লীলাবতী)
১০। রোহিনীমোহন
অর্পণা
অপরাজিতা (নরেন্দ্র কুমার চট্টো)
অবনীমোহন
তিলোত্তমা (অমলজীবন মুখো।)
অলকা
বাণী


৮। দেবেন্দ্র নাথ
৯। প্রভাবতী (দেবেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী)
১০। কালীকিঙ্কর (পঞ্চাননী)
শিখরবাসিনী (নৃত্যগোপাল চট্টো)
১১। চন্দ্রনারায়ণ
রুদ্রনারায়ণ
পঞ্চানন প্রভৃতি
৭। গোবিন্দচন্দ্র
৮। রাজেন্দ্রনাথ (নিস্তারিনী)
আশুতোষ (মোক্ষদা)
৯। অঘোরচন্দ্র
হারামণি (ঈশান চন্দ্র বন্দ্যো)
বিজয়চন্দ্র
বিনয়চন্দ্র
১০। মণিলাল
চুনিলাল
কিষণলাল
চারুবালা (অমৃতলাল মুখো)
১১। বিনয়লাল শ্রীরাম শ্রীপতি
(ও অন্যান্য)
গদাধর সিদ্ধেশ্বর
(ও অন্যান্য)
গোরনিতাই
(ও অন্যান্য)
বিজনলাল
হিরণলাল
কানাইলাল
(ও কন্যাগণ)


৮। দেবেন্দ্র নাথ
৯। মনোরমা (মন্মথনাথ চট্টো)
দুর্গামণি (দুর্গাচরণ মুখো)
১০। জগন্নাথ ভূপেন্দ্রনাথ অমিয়ভূষণ আশালতা স্নেহলতা
(সুধির চন্দ্র বন্দ্যো)(কালীপ্রসন্ন মুখো)
মায়া মমতা
(গৌরঙ্গ বন্দ্যো) (সুশীলচন্দ্র বন্দ্যো)
শেফালিলতা
(মাখনলাল মুখো)
মণিমালা
(সুশীলগোপাল মুখো)
ইন্দিরা
((দুর্গাচরণ মুখো) (১০)
১১। অমিয়া (শঙ্করী প্রসাদ চট্টো)


৭। গোবিন্দ চন্দ্র
বিন্দুবাসিনী (শশীভূষণ মুখো)
৯। পরেশচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
প্রভাতচন্দ্র
১০। পুলিনবিহারী কুঞ্জবিহারী রাসবিহারী
অনাথবন্ধু জগৎবন্ধু কুমুদবন্ধু
রবীন্দ্রনাথ নৃপেন্দ্রনাথ
হীতেন্দ্রনাথ শৈলেন্দ্রনাথ
ক্ষীরোদা (রজনী নাথ চট্টো)
নীরদা (কেদার নাথ চট্টো)

৯। নীরদা (কেদারনাথ চট্টো)

১০। ঊর্ম্মিলা (কিশোরমোহনী মুখো)

১১। মণিমোহন মোহিনীমোহন মুরারীমোহন মোহিতমোহন সরোজমোহন মদনমোহন মনমোহন

৭। গোবিন্দ চন্দ্র

৮। জগৎ মোহিনী (মহেশ চন্দ্র মুখো)

৯। নন্দলাল চারুচন্দ্র লালমণি (শরৎ চন্দ্র চট্টো) রতনমণি (অম্বিকাচরণ চট্টো ভুলুবাবু)

১০। ভূপেন্দ্র নাথ (ও কন্যাগণ) তারাপ্রসন্ন (ও কন্যাগণ) সুবোধ সুধীর সত্য সুরেশ সুশীলা সরলা সুধামাধব শীতলচন্দ্র ললিতচন্দ্র ধীরেন্দ্রচন্দ্র

কাঞ্চনমনি (কচি)(বিধুভূষণ চট্টো) ফুলমণি (ননীলাল চট্টো) চণ্ডী (নৃসিংহ চট্টো)

১০। সুশীলা ধীরেন্দ্রনাথ কালীপদ বিশ্বনাথ

৭। গোবিন্দ চন্দ্র

৮। পদ্মমুখী (মহেন্দ্র নাথ মুখো)

৯। যতীন্দ্রনাথ, পূর্ণচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, কুসুমকুমারী (হেমচন্দ্র চট্টো)

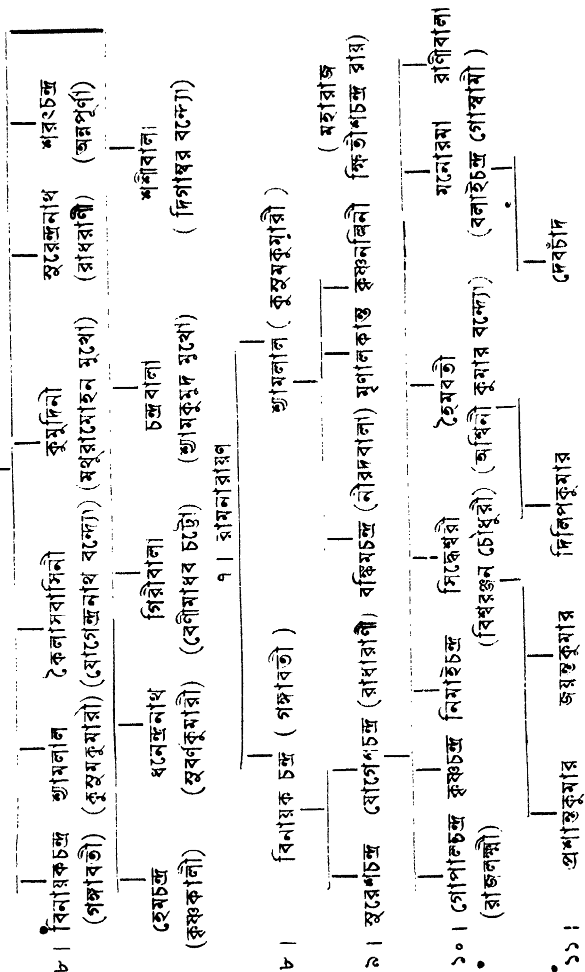
১০। দীননাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, গোরাচাঁদ, নীলরতন

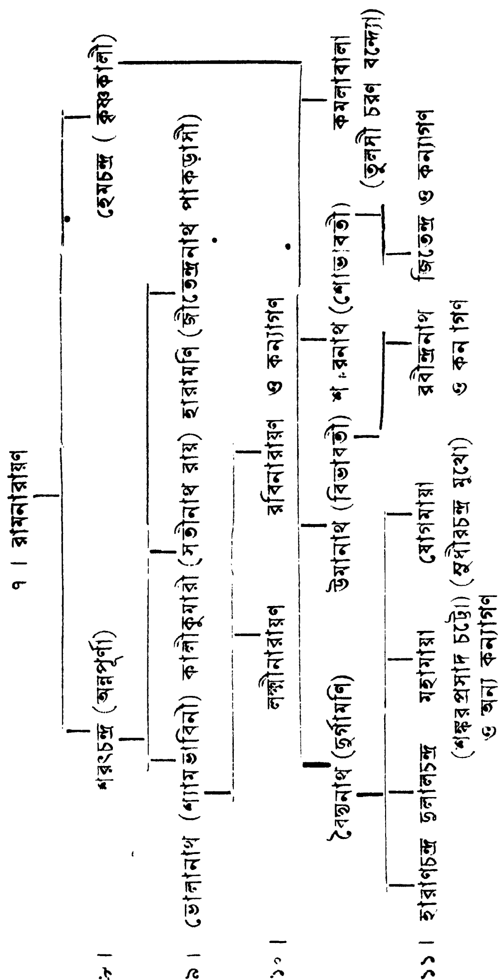
লালমোহন, ইন্দুমতি (ক্ষীরোদ চন্দ্র মুখো), তরুবালা (হরিচরণ মুখো)

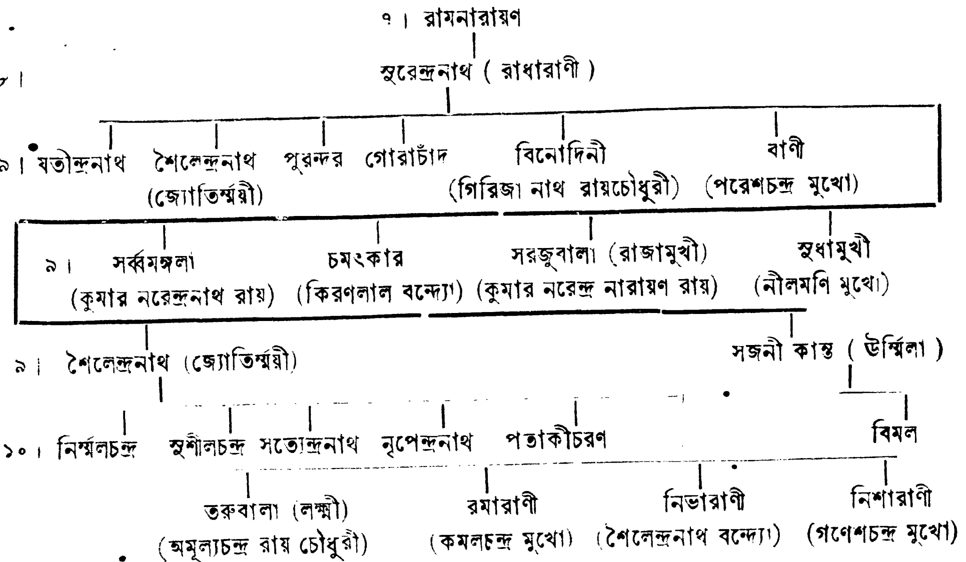
প্রফুল্লকুমার, অমূল্যচন্দ্র, গৌরীরাণী (ভুবন মোহন গঙ্গো)

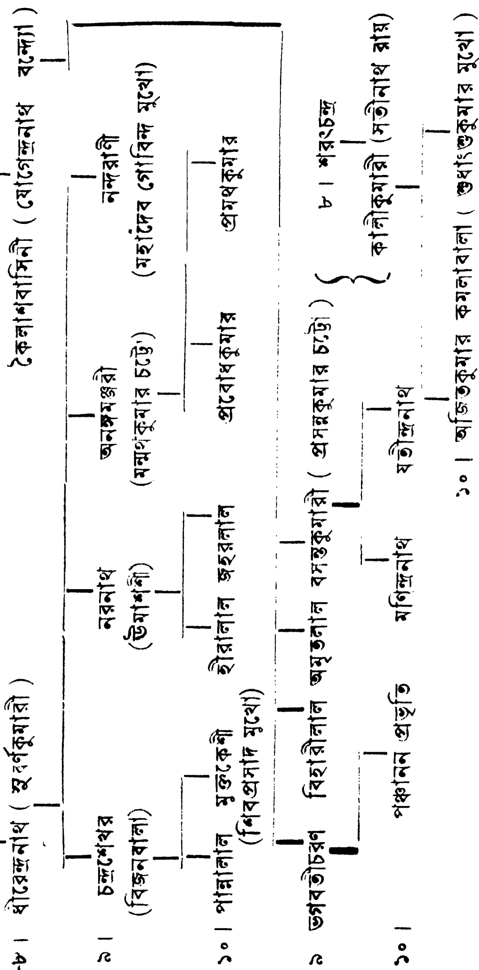
অনুপমা, প্রিয়ম্বদা

১০। বাদলচাঁদ, রামচাঁদ, মোহনচাঁদ, বাণেশ্বর, মধুসূদন, কল্যাণী (সাধন চন্দ্র মুখো), আশালতা


৬। বিশ্বনাথ
রামনারায়ণ (কৃষ্ণকামিনী ভুবনেশ্বরী)
৭।
৮। বিনায়কচন্দ্র (গঙ্গাবতী)
শ্যামলাল (কুসুমকুমারী)
কৈলাসবাসিনী (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো)
কুমুদিনী (মথুরামোহন মুখো)
সুরেন্দ্রনাথ (রাধরাণী)
শরৎচন্দ্র (অন্নপূর্ণা)
হেমচন্দ্র (কৃষ্ণকালী)
ধনেন্দ্রনাথ (সুবর্ণকুমারী)
গিরীবালা (বেণীমাধব চট্টো)
চন্দ্রবালা (শ্যামকুমুদ মুখো)
শশীবালা (দিগাম্বর বন্দ্যো)
৭। রামনারায়ণ
৮। বিনায়ক চন্দ্র (গঙ্গাবতী)
শ্যামলাল (কুসুমকুমারী)
৯। সুরেশচন্দ্র
যোগেশচন্দ্র (রাধারাণী)
বঙ্কিমচন্দ্র (নীরদবালা)
মৃণালকান্ত
কৃষ্ণনন্দিনী
(মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়)
১০। গোপালচন্দ্র (রাজলক্ষ্মী)
কৃষ্ণচন্দ্র
নিমাইচন্দ্র
সিদ্ধেশ্বরী (বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী)
হৈমবতী (অশ্বিনী কুমার বন্দ্যো)
মনোরমা (বলাইচন্দ্র গোস্বামী)
রাণীবালা
১১। প্রশান্তকুমার
জয়ন্তকুমার
দিলীপকুমার
দেবচাঁদ


৭। রামনারায়ণ
৮। শরৎচন্দ্র (অন্নপূর্ণা)
হেমচন্দ্র (কৃষ্ণকালী)
৯। ভোলানাথ (শ্যামভাবিনী)
কালীকুমারী (সতীনাথ রায়)
হারামণি (জীতেন্দ্রনাথ পাকড়াসী)
১০। লক্ষীনারায়ণ
রবিনারায়ণ ও কন্যাগণ
বৈদ্যনাথ (দুর্গামণি)
উমানাথ (বিভাবতী)
শ রনাথ (শোভাবতী)
কমলাবালা
(তুলসী চরণ বন্দ্যো)
১১। হারাণচন্দ্র
দুলালচন্দ্র
মহামায়া
(শঙ্করপ্রসাদ চট্টো)
যোগমায়া
(সুধীরচন্দ্র মুখো)
ও অন্য কন্যাগণ
রবীন্দ্রনাথ
ও কন াগণ
জিতেন্দ্র ও কন্যাগণ


৭। রামনারায়ণ
৮। সুরেন্দ্রনাথ (রাধারাণী)
৯। যতীন্দ্রনাথ
শৈলেন্দ্রনাথ (জ্যোতির্ম্ময়ী)
পুরন্দর
গোরাচাঁদ
বিনোদিনী (গিরিজা নাথ রায়চৌধুরী)
বাণী (পরেশচন্দ্র মুখো)
৯। সর্ব্বমঙ্গলা (কুমার নরেন্দ্রনাথ রায়)
চমৎকার (কিরণলাল বন্দ্যো)
সরজুবালা (রাজামুখী) (কুমার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়)
সুধামুখী (নীলমণি মুখো)
৯। শৈলেন্দ্রনাথ (জ্যোতির্ম্ময়ী)
সজনী কান্ত (উর্ম্মিলা)
১০। নির্ম্মলচন্দ্র
সুশীলচন্দ্র
সত্যেন্দ্রনাথ
নৃপেন্দ্রনাথ
পতাকীচরণ
বিমল
তরুবালা (লক্ষ্মী) (অমূল্যচন্দ্র রায় চৌধুরী)
রমারাণী (কমলচন্দ্র মুখো)
নিভারাণী (শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যো)
নিশারাণী (গণেশচন্দ্র মুখো)


৭। রামনারায়ণ
৮। ধীরেন্দ্রনাথ (স্বর্ণকুমারী)
কৈলাশবাসিনী (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো)
৯। চন্দ্রশেখর (বিজনবালা)
নরনাথ (উমাশশী)
অনঙ্গমঞ্জরী (মন্মথকুমার চট্টো)
নন্দরাণী (মহাদেব গোবিন্দ মুখো)
১০। পান্নালাল
মুক্তকেশী (শিবপ্রসাদ মুখো)
হীরালাল
জহরলাল
প্রবোধকুমার
প্রমথকুমার
৯ ভগবতীচরণ
বিহারীলাল
অমৃতলাল
বসন্তকুমারী (প্রসন্নকুমার চট্টো)
৮। শরৎচন্দ্র
কালীকুমারী (সতীনাথ রায়)
১০।
পঞ্চানন প্রভৃতি
মণিন্দ্রনাথ
যতীন্দ্রনাথ
১০। অজিতকুমার
কমলাবালা (শুধাংশুকুমার মুখো)

৭। রামনারায়ণ

৮। কুমুদিনী (মথুরমোহন মুখো) — গিরিবালা (বেণীমাধব চট্টো)

কুমুদিনী (মথুরমোহন মুখো):
৯। হরিগোপাল — বিনোদগোপাল — জগৎতারিণী (দুর্গাগতি বন্দ্যো)

গিরিবালা (বেণীমাধব চট্টো):
গিরিজাভূষণ — গিরীন্দ্রভূষণ

৯। রজনীভূষণ — গিরিশভূষণ — গোপেন্দ্রভূষণ — শৈলবালা (বিপিন বিহারী বন্দ্যো) — সুরবালা (ইন্দ্রনাথ মুখো) — সোমবালা (তারিণীচরণ মুখো)

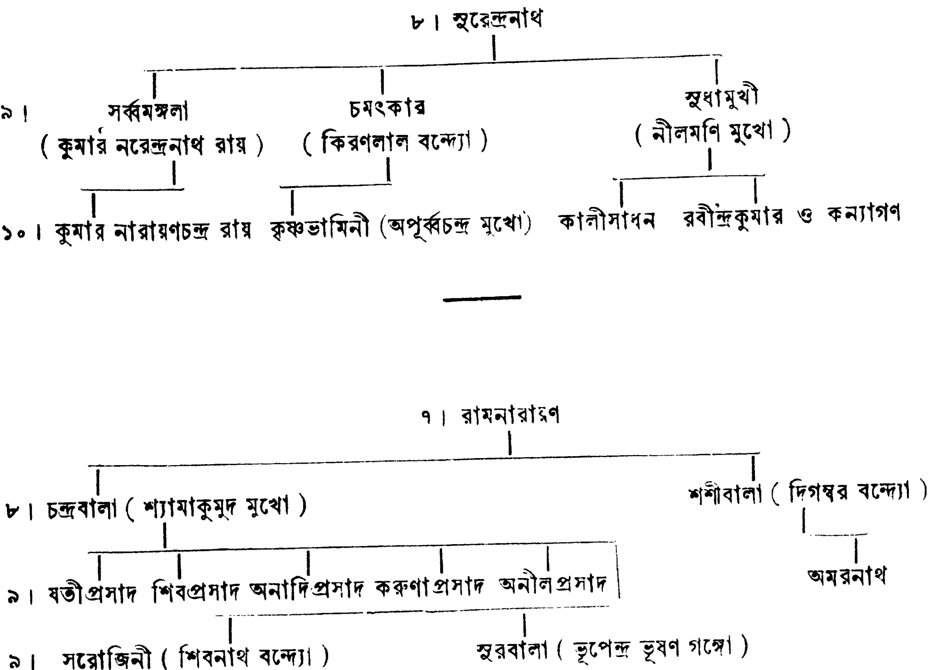
৮। সুরেন্দ্রনাথ

৯। বিনোদিনী (গিরীজা নাথ রায়চৌধুরী) — রাণী (পরেশচন্দ্র মুখো)

বিনোদিনী (গিরীজা নাথ রায়চৌধুরী):
১০। শৈলজানাথ — অদ্রিজানাথ — শিখরিনাথ — হিমাদ্রিনাথ

১০। হিমজানাথ — ক্ষীরোদবাসিনী (কালীকৃষ্ণ চৌধুরী) — সরোজবাসিনী(শরৎচন্দ্র মুখো)

রাণী (পরেশচন্দ্র মুখো):
দুর্গাচরণ — সত্যচরণ — অম্বিকাচরণ — সাবিত্রী (অনিলচন্দ্র চট্টো)


৮। সুরেন্দ্রনাথ
৯। সর্ব্বমঙ্গলা (কুমার নরেন্দ্রনাথ রায়)
চমৎকার (কিরণলাল বন্দ্যো)
সুধামুখী (নীলমণি মুখো)
১০। কুমার নারায়ণচন্দ্র রায়
কৃষ্ণভামিনী (অপূর্ব্বচন্দ্র মুখো)
কালীসাধন
রবীন্দ্রকুমার ও কন্যাগণ
৭। রামনারায়ণ
৮। চন্দ্রবালা (শ্যামাকুমুদ মুখো)
শশীবালা (দিগম্বর বন্দ্যো)
৯। ষতীপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ
অনাদিপ্রসাদ
করুণাপ্রসাদ
অনীলপ্রসাদ
অমরনাথ
৯। সরোজিনী (শিবনাথ বন্দ্যো)
সুরবালা (ভূপেন্দ্র ভূষণ গঙ্গো)

৮। শ্যামলাল

৯। কৃষ্ণনলিনী (মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়)

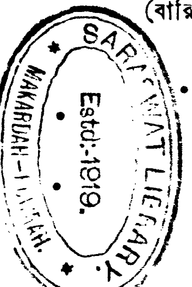
১০। মহারাজ ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় (চণ্ডীদাসী)

১১। কুমার সৌরীশচন্দ্র — জ্যোৎস্নাকুমারী (কুমার রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী)

৮। সুরেন্দ্রনাথ

৯। যতীন্দ্রনাথ (ইন্দুমতী)

১০। নিতাইচাঁদ (বারিবালা) — গৌরীরাণী (বিপ্রদাস গোস্বামী) — উষারাণী (কালীপ্রসাদ বন্দ্যো) — উমারাণী (শৈলেশচন্দ্র মুস্তাফি) — দেবরাণী (জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায়)



(১০)

বহুবাজারের "মতিলালদিগের আদি নিবাস, ২৪ পরগণার 'জয়নগর' নহে। তাঁহারা পূর্ব্ব বঙ্গের বিক্রমপুর গ্রাম হইতে জয়নগরে আইসেন। বর্ত্তমান জয়নগেরের অধিবাসীগণের মধ্যে মিত্র, দত্ত ও মতিলাল বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। মিত্র বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামগোপাল মিত্র মহাশয় ২৪ পরগণার বেহালা (বঁড়িশা) হইতে আসিয়া হেথায় বাস করেন। ইঁহার পৌত্র কামদেব, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে "মিত্র গঙ্গা" নামে এক পুষ্করিণী ও তাহার পশ্চিম ভাগে অষ্টাদশটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সে জন্য অনেকে অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দিতে মিত্রেরা হেথায় আইসেন। মজিলপুরে আসিবার আনুমানিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মতিলাল বংশের পূর্ব্বপুরুষ গুণানন্দ, যশোহর জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর গ্রাম হইতে জয়নগরে আসিয়া বসবাস করেন।

এই জয়নগর মজিলপুর, কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং ২৪ পরগণার আলিপুর মহকুমার ও থানা জয়নগরের অন্তর্ভুক্ত। মিউটিনির সময় অবধি জয়নগর গ্রাম, ময়দা থানার শাসনাধীন ছিল। তৎপরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, জয়নগর থানা স্থাপিত হয় ও এই গ্রাম বারুইপুর মহকুমার সীমাভুক্ত হয়। শেষে বারুইপুর মহকুমার, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সদরের সহিত মিলিত হইলে, জয়নগর, আলিপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্রাট আকবরের সময় কলিকাতার দক্ষিণস্থ মুড়াগাছা, মোদনমল ও হাতিয়াঘর এই তিন পরগণার মধ্যে, শেষোক্ত পরগণাতেই জয়নগর অবস্থিত ছিল। তাহার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে সুলতান সুজার জমা—বন্দির সময়, হাতিয়াঘর পরগণাকে বিভক্ত করা হয় ও তাহারই একাংশে সুন্দরবনের কতকটা যোগ করিয়া, বরিদহাটি পরগণার সৃষ্টি হয়; এবং

মুসলমান রাজত্ব কালে জয়নগর-মজিলপুর পরগণা বারিদহাটিতে অবস্থিত থাকে। (W. W. Hunter's statistial Account Vol I and Bengal District Gezetter Vol. XXX)

জয়নগর সম্বন্ধে, কালেক্টর ওম্যালি সাহেব তাঁহার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতার ৩১ মাইল দক্ষিণদিকে গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহের, উপর অবস্থিত "জয়নগর" সদরমহকুমার দক্ষিণে একটী জনপদ।* কুল্‌পি রোড এই জনপদের মধ্যদিয়া প্রধাবিত। ই, বি, রেলের মগরাহাট ষ্টেশন হইতে জলপথে ইহার দূরত্ব ৬॥০ মাইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ৯২৪৫ ছিল। পুলিশের একটী প্রধান শীর্ষভাগ হেথায় অবস্থিত আছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত একটী বহিঃস্থ রোগীর ঔষধালয়, একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী সবরেজেষ্ট্রী অফিস ও একটী অবৈতনিক ফৌজদারী হাকিমের বিচারাসনও এখানে আছে। দুই বর্গমাইল পরিমিত স্থান লইয়া হেথায় মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হইয়াছে। এই মিউনিসিপ্যালিটীতে উত্তর ও দক্ষিণ জয়নগর এবং উত্তরও দক্ষিণ মজিলপুর এই ৪টী বিভাগ আছে। * * হেথায় বৎসরে ৩টী মেলা হয়, যথা (১) মার্চমাসে ১০ দিন ব্যাপী দোলযাত্রা, (২) এপ্রিলমাসে অহোরাত্র ব্যাপী গোষ্ঠযাত্রা এবং (৩) নভেম্বর মাসে একদিন স্থায়ী গোষ্ঠাষ্টমী। (Bengal District Gazatter, 24 Parganas, S. S. O' Malley, I. C. S. 1914, p 245.)

প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হেথায় মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হয়। বর্ত্তমানে এখানকার অধিবাসী সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১০০০০ ; এবং তন্মধ্যে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থর ভাগই অধিক। জয়নগর-মজিলপুর সহরের মধ্যে, ২টি উচ্চ ইংরাজী, ২টী মধ্য ইংরাজী ও ৩টী বালিকা বিদ্যালয় আছে।

তদ্ভিন্ন হেথায় ১টী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ২টী দাতব্য ঔষধালয়, একটী ক্ষুদ্র আয়তনের হাঁসপাতাল, ১টী লাইব্রেরী, তড়িতালোকসমন্বিত ২টী নাট্যশালা, ১টী হিতসাধনী সভা, ১টী দীনকুটীর, ১টী রেটপেয়ার্স্ এসোশিয়েশন প্রভৃতিও ক্রমে স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হেথায় ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের মত অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন এখানে সেরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেই হয়।

যে জলপথদিয়া পূর্ব্বে গঙ্গানদী প্রবাহিত হইত, হুগলী নদীর (ভাগিরথীর) বর্ত্তমান প্রণালী, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার আদি খাত খিদিরপুর হইতে কলিকাতার চারি ক্রোশ দক্ষিণস্থ গোড়ে গ্রাম অবধি টলির নালার সহিত অনন্য ছিল; এবং সেইস্থান হইতে এই স্রোত দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত ছিল। পরম্পরাগত কিম্বদন্তি এই যে, এই জলরাশি সুন্দরবনের বাহিরে কাকদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া, মূরিগঙ্গা বা বরতলা নদীর জলস্রোত দিয়া অগ্রসর হইয়া, পরে ধোবলাট ও মনসার দ্বীপের মধ্যস্থ খাঁড়ির পথ অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ কিছুদূর পশ্চিমবাহিনী হইয়া, পরে ঋজুভাবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইত। এ প্রবাহের নিদর্শন সমূহ, এ পর্য্যন্ত আদি গঙ্গা, বুড়াগঙ্গা ও গঙ্গানালা নামে অভিহিত হইয়া সুদূর প্রসর থানা "জয়নগর" অবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। * * * এই পূত ধারার পবিত্রতা হিন্দুদের নিকট আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অপর পক্ষে, টলির নালার নিম্নস্থ হুগলী নদী (ভাগিরথী) সেরূপ পুণ্যস্রোত বলিয়া তাঁহাদের নিকট বিবেচিত হয় না। (Bengal District Gazetter 24 Parganas, 1914, L. S. S. O' Malley I. C. S. 1914, pages 7 & 88)

(১১)

জয়নগর ও মজিলপুর গ্রামের মধ্যে, গঙ্গারবাদা নামে একটী বিস্তৃত নিম্নভূমি আছে। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে, ইহাই ভাগিরথীর প্রবাহ ছিল। কুল্পী রোড, জগনগর ও সাজাদাপুরের স্থানে স্থানে, পাশাপাশি যে সকল ছোট বড় জলাশয় বর্ত্তমান আছে, ভাগিরথীর খাত মজিয়া-যাইয়া, প্রবাহ লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে, সেগুলি ভাগিরথীর মূল স্রোতধারা ছিল। সেজন্য জয়নগরের অনেক প্রশস্তপুষ্করিণী এখনও "গঙ্গা" নামে অভিহিত হয়। (Renell's Map of Ganges Delta, 1779 ; এবং "মাসিক বসুমতী" জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, শ্রীযুক্ত কালীদাস দত্ত মহাশয়ের "সুন্দর বন" শীর্ষক প্রবন্ধ)।

পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে জয়নগরে ডোঙ্গায় বা শালতীতে যাইতে হইত এবং পৌছিতে প্রায় ২দিন লাগিত। অবস্থাপন্ন লোকে অবশ্য তখন ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতেন। তৎপরে রেল খুলিলে, ই. বি. রেলের মগরাহাট ষ্টেশনে নামিয়া, মগরাহাট—জয়নগর খাল দিয়া ডোঙ্গা বা শালতীতে জয়নগর যাইতে হইত। ইহার পর মোটার বাসের অভ্যুদয় ঘটিলে মগরাহাট-বারাসত ও (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর নির্ম্মিত) কুল্পী রোড দিয়া যাতায়াত চলিত। কিন্তু সম্প্রতি ই. বি. রেল, ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমার লক্ষীকান্তপুর গ্রাম অবধি পৌছিয়াছে এবং এই রেলপথ জয়নগরের গঙ্গার বাদার উপর দিয়াই গিয়াছে; এখন দুই দিনের পরিবর্ত্তে, দুই ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে জয়নগরে পৌছান যায়।

জয়নগর ও মজিলপুর এতদুভয়ের মধ্যে জয়নগর বহুপ্রাচীন জনপদ। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে, শ্রীমন্ত সওদাগরের ভাগিরথী উত্তীর্ণ হইয়া সিংহল যাত্রা উপলক্ষে, জয়নগরের নাম না থাকিলেও,

জয়নগরের সন্নিকটস্থ বহুস্থানের নাম আছে। এবং কবি কৃষ্ণরামের আনুমানিক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে রচিত "রায়মঙ্গল" কাব্যে, বণিকেগণের ভাগিরথী বাহিয়া বাণিজ্যযাত্রার পথের মধ্যে জয়নগরের উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন, পূর্ব্বে যখন ভাগিরথীর মূল্য স্রোত, রসা, কালীঘাট, রাজপুর, মালঞ্চ, বারুইপুর, মুলটি, দক্ষিণ বারাসত, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ প্রভৃতি প্রাচীন নগরীর মধ্যদিয়া, মথুরাপুর থানার এলেকার খাঁড়ি আবাদের উপর দিয়া, সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত ছিল। সে সময়ে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই পথে নীলাচল গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থেও উল্লেখ আছে।

অনেকে জয়নগরকে "পলাবাটী-জয়নগর" বলিয়া থাকেন। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা, শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন যে, পুরাকালে বহু দ্বীপ সংযুক্ত থাকায় এই স্থানটির নাম প্রবালদ্বীপ ছিল। এবং পলাবাটী বা পলাবেড়ে, প্রবালদ্বীপেরই কতুক্তি মাত্র। (রাজন্য কাণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

(১২)

জয়নগরে ৺জয়চণ্ডী নামে এক দেবীমূর্ত্তি আছেন। অনেকের বিশ্বাস যে এই দেবীই জয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ সম্বন্ধে জয়নগরে আজিও জনশ্রুতি আছে যে কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে গুণানন্দ মতিলাল সপরিবারে গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে স্নান উপলক্ষে, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজাভুক্ত্য, নিজ আবাসস্থান বিক্রমপুর হইতে নৌকাযোগে তীর্থযাত্রা করেন। কয়েকদিন পরে, ভাগিরথী দিয়া যাইবার পথে পাকাদি ও বিশ্রামের জন্য এক নির্ম্মল অপরাহ্ণে তিনি জয়নগরের বাজার-গঙ্গা নামক স্থানে নৌকা ভিড়াইতে আদেশ করেন।

অতঃপর সায়ংকালে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া, নদী তীরে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনার পর উঠিবার সময়, একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ষোড়শী কামিনী গঙ্গাজল লইয়া তটবর্ত্তী অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ তিনি তাঁহার অনুসরণ করেন। কিন্তু কিছুদূর যাইবার পর একটা অতিকায় বকুল গাছের নিকট গিয়া কন্যাটী অদৃশ্য হন। তখন বহুক্ষণ অনুসন্ধানেও কিশোরীর দর্শন আর না পাইয়া তিনি ক্ষুণ্ণ মনে নৌকায় ফিরেন এবং এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কথা চিন্তা করিতে করিতে অভুক্ত অবস্থাতেই নিদ্রাগত হন। রাত্রি শেষে, তিনি স্বপ্নাবেশে দেখেন যে, যে সুরূপা কন্যাটী সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন তিনি যেন তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন "আমি এখানকার অধিষ্ঠাত্রী-দেবী 'জয়চণ্ডী' আমার এস্থানের নাম "জয়নগর" তুই আমাকে ঐ বকুল গাছের নীচে থেকে উদ্ধার কর আর তুই বাড়ী ফিরিস না—এইখানে থেকে আমার সেবা কর্—তোর মঙ্গল হবে।" এই প্রত্যাদেশ পাইয়া, পরদিন প্রত্যুষে তিনি সেই প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষটী সমূলে উৎপাটন করাইয়া তাহার তলদেশ হইতে এক পাষাণময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত হন ; এবং ঐ দেবীমূর্ত্তীকে বিধিমত প্রতিষ্ঠা করাইবার পর সেই দেবীমন্দিরেরই অদূরে, গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া সপরিবারে জয়নগরে থাকিয়া যান। তদবধি ক্রমে ক্রমে, জঙ্গল কাটাইয়া অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসিয়া হেথায় বসতি করেন।

এই সময়কার সরকারী পুরাতন রাজস্ব—জরীপের মানচিত্রে, জয়নগরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে অরণ্যভূমি দেখান আছে। জয়নগর তখন যথার্থই ভীষণ অরণ্যবেষ্টিত ছিল, আর তখন সেথায় সত্যই বৃহদাকার সর্প এবং বন্য বরাহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদির উপদ্রব ছিল। কিন্তু গুণানন্দের বাসের বহু পূর্ব্বেও, কোনও সময়ে জয়নগর যে

অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তাহার বহু নিদর্শন আজিও পাওয়া যায়।

(১৩)

এই জয়চণ্ডীর দেবীগৃহ ভিন্ন জয়নগর-মজিলপুরে আরও অনেক পুরাকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে (১) দক্ষিণ-বারাশতের চৌধুরী মহাশয়দের স্থাপিত রাধাবল্লভজীর দারুময় মূর্ত্তি এবং তৎসংলগ্ন মন্দির, দোল-মন্দির, নাট মন্দির ও চাঁদনি; (২) চতুষ্কোণ পীঠ ও মহাদেবের মুখমণ্ডল সংযুক্ত স্থাবর শিব মূর্ত্তি; এবং (৩) শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ত্রিবিক্রম বিষ্ণু মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। লোক মুখে প্রবাদ শুনা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জয়নগরের প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ নাড়ি গ্রামের জঙ্গল হইতে জয়নগরে এই রাধা ও রাধাবল্লভ মূর্ত্তি আনয়ন করেন এবং তাঁহারই নিম্মিত প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে, দক্ষিণ-বারাশতের চৌধুরী মহাশয়ের পুনরায় রাধাবল্লভের—গঙ্গার পশ্চিমে, পূর্ব্ব-স্থাপিত স্থানেই নূতন করিয়া মন্দির গঠন করাইয়া দেন। (List of Antient Monuments in Presidency Division ps. 3&4)। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে উল্লিখিত স্থাবর শিব মূর্ত্তি রাধাবল্লবভের-গঙ্গায় নিমজ্জিত ছিল। আর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি তাহার পশ্চিম ভাগে একটা উদ্যান ভূমিতে প্রোথিত ছিল। এই দুই মূর্ত্তির উদ্ধার হইলে, তাঁহাদের যথারীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জয়নগর-মজিলপুরে "ধন্বন্তরী" নামধেয় এক প্রসিদ্ধ দারুময় কালিকা দেবীও প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় কিম্বদন্তি এই যে, প্রায় ২৫০।৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ভৈরবানন্দ গোস্বামী নামে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ, দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরের পশ্চিমে "পদ্মপুষ্করিণী হইতে এক ক্ষুদ্রায়তনের

পাষাণময়ী কালী মূর্ত্তি উদ্ধার করেন এবং তাঁহারই অর্চ্চনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই স্থান সেইজন্য, "সিদ্ধপীঠ" নামে খ্যাত। মতিলাল বাবুদের গুরুবংশের আদিপুরুষ রাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহাদের আদি নিবাস বিক্রমপুর (নাজরা) হইতে আসিয়া মজিলপুরে বসবাস করেন ও পরে ভৈরবানন্দের শিষ্যরূপে সিদ্ধ হন। স্বপ্নাদেশে রাজেন্দ্র নাথ "ধন্বন্তরীর" মন্দির এবং ঐ পাষান মূর্ত্তির সহিত এক দারুময়ী মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবীর পূজা ও সেবাদি করিতে থাকেন। এই সময়ে এক রাত্রে অকস্মাৎ দেবীর মন্দিরে এক রক্তপূর্ণ শরাব ও এক স্বর্ণ কঙ্কন আবির্ভূত হয়; এবং সেই রজনীতেই রাজেন্দ্রের উপর প্রত্যাদেশ হয় যে, ঐ রুধির পান করিলে ও ঐ স্বর্ণ কঙ্কন ধারণ করিলে, তাঁহার সপ্তম পুরুষঅবধি অমরত্ব লাভ করিবে। কিন্তু সে আদেশ অমান্য করায় রাজেন্দ্র অভিশপ্ত হন যে, তাঁহার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রক্তপাতে মৃত্যু ঘটিবে। প্রকৃত পক্ষে এ পর্য্যন্ত মতিলাল বাবুদের গুরুবংশে ৭ম পুরুষ অবধি, অল্লাধিক রক্ত মোক্ষণে মৃত্যু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ধন্বন্তরী দেবীর সেবার জন্য বহু সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে প্রতি রাত্রে, দেবীর নানারূপ বেশ পরিবর্ত্তন হয় এবং পুর্ণিমার দিন "জন্মযাত্রা" উৎসবে জাতি বর্ণের বিচার না করিয়া দরিদ্রসেবা হয়। এতদুপলক্ষে এই কয় দিবস দেবীগৃহ, নাট মন্দির ও প্রাঙ্গন বহু জন সমাকীর্ণ থাকে। মন্দিরের সম্মুখে, স্বর্গীয় মথুরা মোহন চক্রবর্ত্তীর নির্ম্মিত চাঁদনি অতি সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক।

জয়নগরে রথ, রাস, দোলযাত্রা ও গোষ্ঠবিহার প্রভৃতি উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৫।৬টী মেলা হয়। গোষ্ঠযাত্রার সময় মজিলপুর, দুর্গাপুর, বনমালীপুর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ উক্ত রাধাবল্লভজীর মন্দিরে নীত হয়। এই মেলার একদিন মাত্র অধিবেশন হয়।

কিন্তু ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার সময় সপ্তাহ কাল ব্যাপী মেলা বসে এবং তাহাতে অর্দ্ধ লক্ষ নর নারীর সমাগম হয়। এই মন্দিরের সম্মুখে একটী কদম্ব বৃক্ষে, প্রতি বৎসর দোলের পূর্ব্ব-রাত্রে ২টি কুঁড়ি জন্মে এবং দোলের দিন প্রাতে সে দুইটী ফুটিয়া উঠে। জনশ্রুতি এই যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এরূপ ফুল ফুটিয়া আসিতেছে। মেজর স্মিথ সাহেবও তাঁহার ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবন জরিপের বিবরণীতে এই অত্যদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ও'ম্যালি সাহেব (L. S. S. O'malley I. C. S.) তাঁহার ২৪পরগণা (District Gazetteer, 24 Parganas, 1914 page 78) জেলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, "প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল-পর্ব্বের সময়, পলাবাড়ী জয়নগরস্থ রাধাবল্লভজীউরে মন্দিরে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। এই মন্দিরের সান্নিধ্যে এক কদম্বতরু আছে। কথিত আছে যে, এই বৃক্ষে কৃষ্ণ-প্রিয় একটী কদম্ব পুষ্প তাঁহারই সেবার জন্য এই দোলের সময় প্রস্ফুটিত হয়। অথচ কদম্ব বৃক্ষে ফুল ফুটিবার সময়—আষাঢ় ও শ্রাবম মাস। সেজন্য এই অসময়ের ফুল অতি অপ্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয়।"

স্থানীয় প্রাচীনেরা বলেন যে, গুণানন্দ ও তাঁহার বংধরগণের মধ্যে অনেকে হিন্দুরাজগণের অধীনে ও মোগলসরকারে নানা প্রকারের চাকুরি করিতেন এবং তাঁহারা জয়নগরে ও তৎসান্নিধ্যে নানাস্থানে এবং সুন্দরবনে বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। সেকালে জয়নগর-মজিলপুরে জীবিকার উপায়ও সুলভ ছিল। সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায়, তখন টাকায় ২॥০মণ চাউল ও ১॥০ মণ খাঁটি দুধ মিলিত। মাছ তরকারীও তদনুযায়ী সুলভ ছিল। বেগুনের এক পয়সা পণ ছিল; আর ৩।৪ পয়সায় এক ডোঙ্গা মাছ মিলিত। এমন কি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দেও সাধারণ খাদ্যদ্রব্য অতি

সুলভ ছিল। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ঐ সময়ে সরকারী কাগজ-পত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে, তখন কলিকাতার মত স্থানেও টাকায় ১৫২ সের করিয়া চাউল ও গম, ১/৩সের করিয়া ময়দা ও ১/মণ করিয়া তৈল ও আলু পাওয়া যাইত। [কলিকাতা—একালের ও সেকালের ১৯১৫ পৃ ৫৯৫] এখন সে সব বাস্তব ঘটনা, কাল্পনিক উপকথা মাত্র মনে হয়। কিন্তু সামান্য গৃহস্থও তখন সারাবৎসরের খাদ্য গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেন; এবং অত্যল্প ব্যয়ে লোকের বাংলা, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও পার্শী শিখিবার সুযোগ ঘটিত। আহার্য্যের প্রাচুর্য্য ও অকৃত্রিমতার জন্য তখনকার লোক সাধারণতঃ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবিও হইতেন। সেদিনে এখনকার মত বহুতর রোগও ছিলনা, আর এমন মহার্ঘ্য চিকিৎসার বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরও আবশ্যক হইত না।

(১৪)

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আনুমানিক পূর্ব্বার্দ্ধ সময়ে, গুণানন্দ মতিলাল জয়নগরে আইসেন; কিন্তু ব্রজগোপাল মতিলালের সংগৃহীত তালিকা অনুসারে, মতিলাল বাবুদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আরও শতাধিক বর্ষের কিছু পূর্ব্বে জয়নগরে আসিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অবশ্য ব্রজগোপালের এ সঙ্কলনের ভিত্তি কি, তাহা জানিবার এখন আর কোনও উপায় নাই। কিন্তু তিনি সবিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং জয়নগরের তখনকার প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সেজন্যে তাঁহার সংগৃহীত তালিকার অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও বিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রামাণের অভাবে, তাহা এককালে ত্যাগযোগ্য, একথা বলা যায় না। তাঁহার তালিকার আদিপুরুষ যখন জয়নগরে আসিয়া বসবাস করেন, তখন সুন্দর-

বন তত গভীর অরণ্যে পরিণত হয় নাই ; তখনও সেথায় হিন্দু রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল ; আর তখনও জয়নগর সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল ; তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে পণ্ডিত-প্রবর নকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সন ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "কুমুদানন্দ" নামক ঐতিহাসিক উপান্যাসে মতিলাল বংশের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য মনে হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় অবশ্য প্রকৃত নামাদি প্রকাশ করেন নাই। আর অতি প্রাচীন বলিয়া, তাঁহার কালী ঘাটস্থ বাটীতে যাইয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাত করার বা বাক্যালাপের সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার ভুতপুর্ব্ব প্রতিবাসী সরকারী টেলিগ্রাফ অফিসের অন্যতম প্রাক্তণ কোষাধ্যক্ষ—স্বর্গীয় নৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার নিকট সংবাদ লওয়া হইয়াছিল যে, বহু পুরাতন এসিয়ামহাদেশ সম্বন্ধীয় কার্য্য বিবরণী হইতে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া, তিনি ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক কিয়দংশ মাত্র উল্লিখিত হইল :—

"সন ৮৯৭ সালে (১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) গৌড়াধিপ সুবুদ্ধি রায় আসিয়া ২৪ পরগণা জেলার যে স্থানগুলি এখন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত, প্রায় ঐ সমস্ত স্থানগুলি লইয়া সমুদ্রতীরে, রায় নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান জঙ্গলে আবৃত ছিল। এবং তখনও ভাগীরথীর স্রোত ৺ কালীঘাট দিয়া দক্ষিণ মুখে বরাবর চন্দ্রতীর্থ পর্য্যন্ত ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইয়া, কাকদ্বীপের পার্শ্বে দামোদর-পুষ্ট সরস্বতীর প্রবল ধারায় মিশিয়া সাগর সঙ্গমে যাইত।" * *

* * ৯৮৮ সালে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) সুবুদ্ধি রায়ের বংশধর দুর্গাদাস রায়, বাদশাহ দরবারে বার্ষিক কর দিতে এবং যুদ্ধ কালে পাঁচ হাজার

পদাতিক সৈন্য ও ২০ খানি রণ পোত দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকার পাইয়া মোগল সুবাদার রাজা তোডরমলের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধির ফলে, রায় নগর মোগল সম্রাটের সামন্ত রাজ্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে সূর্য্যপূর এবং পশ্চিমে সরস্বতী-তীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তারের অধিকার লাভ হওয়ায় বিষ্ণুপুর, জয়নগর, মগরা, বেণীপুর, দেবীপুর প্রভৃতি গ্রাম রায়নগর রাজ্য ভুক্ত হয়।"

"৯৯২ সালের (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের) ১লা মাঘ তারিখে রায়নগরের রাজারা রায়দিঘী ও কঙ্কণদিঘীর প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীপুরের জমীদার স্বর্গীয় হরপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের অধিকৃত সুন্দর বনের ২৪।২৬ নম্বর পরিস্কৃত লাটে এই দুই দীর্ঘিকা আজিও বর্ত্তমান আছে, এবং ইহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রস্তর লিপি চৌধুরী বাবুদের নিকট রক্ষিত আছে।" *

[সুন্দর বনের ২৪নং লাটে রায়-দিঘী আবাদ। * * এই রায়-দিঘীতে প্রাচীন লোকালয়ের যে সকল নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড জলাশয় সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গত বৎসর সেট্‌ল্‌মেণ্টের জরিপে, ইহার পরিমাণ ১১০ বিঘা স্থির হইয়াছে। * * অনেকে এই দিঘীকে রায়দিঘী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা ইহারই নাম হইতে এই লাটের নাম রায়দিঘী হইয়াছে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এই লাটের নাম কেন রায় দিঘী হইয়াছে তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহার মালিক, জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রায় সীতারাম রায় ঐ লাট আবাদ করাইবার সময় জলাভাব দূরীকরণার্থ তথায় আবিস্কৃত ঐ সুবৃহৎ জলাশয়ের বকচরে এখন যে দিঘী দেখা যায় তাহা খনন করাইয়াছিলেন। সে কারণ ঐ খনিত দিঘীটি তাঁহার "রায়" উপাধি হইতে, রায়দিঘী নামে প্রসিদ্ধ হয়। * *। বরদাবাবুর

নিকট আরও অবগত হইয়াছি যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ দিঘীর মধ্য হইতে একটী সংস্কৃত অক্ষর-ক্ষোদিত প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছিল। কালীঘাটের নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেনস্থ, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহা দেখিয়াছিলেন। তাহাতে অরণ্য মধ্যে আবিষ্কৃত উক্ত প্রকাণ্ড দিঘীটির প্রতিষ্ঠার কথা লিখিত ছিল। নকুলেশ্বর বাবু তাঁহার "কুমুদানন্দ নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে উহার উল্লেখ করিয়াছেন: বরদা বাবু উহা খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা পাইয়াছিল, সে উহার অত্যধিক মূল্য চাওয়ায় তিনি উহা খরিদ করেন নাই। এখন ঐ ফলক খানি কোথায় আছে তাহা জানা যায় না।"—"খাঁড়িমণ্ডল" শীর্ষক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত কালীদাস দত্ত—ভারতবর্ষ, আশ্বিন—১৩৩৬]।

* রাজা "দুর্গাদাসের পর রাজা বিভূতিসেখর রায় রায়নগরের রাজা হন। সে সময় দেশের অন্তঃশাসন স্থানীয় জমীদার দিগের উপর ন্যস্ত ছিল। সেকালে তাঁহারাই মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশ রক্ষা করিতেন এবং সেজন্য প্রত্যেকে অল্পাধিক সৈন্য পোষণ করিতেন। এ অঞ্চলের মধ্যে তখন জয়নগরের নীলকণ্ঠ মতিলাল প্রধান জমিদার ছিলেন। তাঁহার চারি হাজার সৈন্য ও দশ খানি রণপোত ছিল। নীলকণ্ঠ উদার-প্রকৃতি ও ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ছিলেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে আগন্তুক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পূজা উপলক্ষে বস্ত্রাদি বিতরণ করিতেন।" * *

* "নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীনাথ মতিলাল পর্টুগীজ জলদস্যু গঞ্জেলোর নিকট জলযুদ্ধ ও রণপোত নির্ম্মাণ শিখিয়া, পরে রায়নগরের রাজা বিভূতি শেখর ও তৎপুত্র রাজা রঙ্গিলারায়র সহকারী নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং বহুবার শিক্ষাদাতা গঞ্জেলো ও অন্য জলদস্যুগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া, রায়নগরের রাজত্ব রক্ষা করেন।" * *

"সুন্দর বনে সমুদ্র-জলোচ্ছাসের বন্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, নীলকণ্ঠ পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে রণক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করেন। মোগল সেনাপতি রাজা শোভাসিংহের সাহায্যে সে যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও, তাহার পরেই বন্যায় জয়নগরের অস্তিত্ব লুপ্ত প্রায় হওয়ায় ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায়, ভবানীনাথ স্বগৃহে ফিরিয়া আইসেন। বন্যার সময়ও তাহার পরবর্ত্তী মহামারীর সময় মতিলালেরা অন্ন ও আশ্রয় দিয়া বহু লোককে মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা করেন।" * * *

* * * ১০০১ সালে (১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে) সুন্দর বন জলপ্লাবিত হয় ও রায়নগর প্রভৃতি জনশূন্য হইয়া জঙ্গলে আবৃত হয়। ঐ প্লাবনের ফলে, ভাগিরথীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হয় এবং রায়দিঘী ও কঙ্কনদিঘীর মধ্যে, বর্ত্তমান মণিনদী সৃষ্ট হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে রাজা রঙ্গিলা রায়, জলপ্লাবিত জঙ্গলাকীর্ণ রাজ্য ছাড়িয়া ই. বি. রেলওয়ের বর্ত্তমান মগরাহাট ষ্টেশনের নিকট রঙ্গিলাবাদ নামে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।"

"জয়নগরের সন্নিহিত বিষ্ণুপুর নিবাসী হরিদেব মিশ্র ও তৎপুত্র কুমুদানন্দ মিশ্র নীলকণ্ঠ ও ভবানীনাথের দীক্ষাগুরু ছিলেন"। * *

মতিলাল বংশ সম্বন্ধীয় এই সকল পুরাবৃত্তের বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ অবলম্বনের অভাব আছে বলিয়া এ সকল ইতিবৃত্ত কেবল মাত্র কাল্পনিক বোধে, একান্ত বর্জ্জন-যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেনা। স্থানে স্থানে অতি রঞ্জিত হইয়া প্রকৃত তথ্য খুব সম্ভবতঃ অতিব্যক্ত বা বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, এ সকল পুরাবৃত্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বহুশতাব্দী পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ বার ভূঁইয়াদের অভ্যুদয় কালে—মতিলালেরা পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে জয়নগর অঞ্চলে আইসেন এবং ৺জয়চণ্ডীর স্থাপনা করিয়া জয়নগরে বসবাস করেন। তাহার পর, সমুদ্রোচ্ছাসে ভাগিরথীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে

সুন্দরবনের বসতি সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে জয়নগরের সন্নিকটস্থ স্থান সকলও অরণ্যে পরিণত হয়। ইহার ফলে মতিলালদের আর্থিক অধোগতি ঘটে। কিন্তু তথাপিও তাঁহারা অন্যত্র না গিয়া, জয়নগরেই বাস করিতে থাকেন। অবশেষে গুণানন্দ মতিলালের সময় হইতে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে এবং তাঁহারা ৺জয়চণ্ডীর পুনরুদ্ধার ও পুনঃস্থাপনা করাইয়া জয়নগরে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত হন।

(১৫)

স্বনামধন্য বিশ্বনাথ মতিলাল সন ১১৮৬ সালে (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) জয়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামবল্লভ তখনকার দিনের উদ্ধতন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিলেন। স্বর্গীয়া পিতামহী ঠাকুরাণী বলিতেন, রামবল্লভ মহাপণ্ডিত ও মনীষী ছিলেন এবং তাঁহার ভূসম্পত্তির অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নে সদাই ব্যাপৃত থাকিতেন এবং সংসারের কিছুই দেখিতেন না। এই অপরিমিত অধ্যয়নের ফলে, তাঁহার চিত্ত ভ্রংশ ও অকাল মৃত্যু ঘটে, এবং অবকাশ পাইয়া, তাঁহার জ্ঞাতিগণ ক্রমে তাঁহার সম্পত্তিগুলি গ্রাস করিতে থাকেন। ইতিপূর্ব্বে, রামবল্লভ জীবিত থাকিতে তাঁহার স্ত্রী সসন্তান বৎসরে দুই একবার ভ্রাতা দুর্গাচরণ পিথুড়ির বহুবাজারাস্থ বাটীতে আসা যাওয়া করিতেন। কিন্তু বিধবা হইবার পর স্বর্গীয় স্বামীর জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্যবহারের প্রতিরোধ কল্পে, পুত্র কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ এবং কন্যা গোকুলমণিকে, লইয়া দুর্গাচরণের নিকট আসিলে, তিনি ভগ্নীর দুঃস্থ ও বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া আর তাঁহাদের জয়নগরে ফিরিতে দেন নাই। দুর্গাচরণের একটী মাত্র কন্যা ভিন্ন, অন্য সন্তানাদি ছিল না। তজ্জন্য তিনি ভাগ্নীনেয়দের পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।

প্রাচীন কালে যে সকল ব্রাহ্মণ পরিবার কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন, পিথুড়িরা তাঁহাদেরই অন্যতম। দুর্গাচরণের আদি বাস পলাবাড়ির (জয়নগরের) সান্নিধ্যে পিথুড়ির—বেড়ু গ্রামে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বানার্জ্জির পূর্ব্বপুরুষ বহুবাজারের লব্ধ প্রতিষ্ঠ হৃদয় রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার মাতুল ছিলেন। অর্থ উপার্জ্জন ব্যপদেশে, দুর্গাচরণ প্রথম কলিকাতায় মাতুলের নিকট আইসেন। তাহার পর বহুবাজারের পঞ্চানন তলা লেনে, তিনি বসত বাটী নির্ম্মাণ করান। কিন্তু পরে, যৌথ পরিবার বলিয়া, জ্ঞাতিরা তাঁহার বাটীর অংশ দাবী করায়, তিনি ঐ বাটী ত্যাগ করেন ও হিদারাম বানার্জ্জি লেনে মাতুলালয়ের পশ্চিমে প্রায় ২॥০ বিঘা জমী লইয়া, দ্বিতীয় বার, ৩।৪ মহাল একখানি ভদ্রাসন প্রস্তুত করেন। শেষে তাঁহার অজ্ঞাতে, ভাগীনেয় বিশ্বনাথ, হিদারাম বানার্জ্জি লেনে বসত বাটী করাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া, তিনি নিজে ঐ জমী লইয়া অট্টালিকা প্রস্তুত করেন এবং অন্যান্য বিশাল সম্পত্তির সহিত ঐ বাটী একমাত্র দুহিতা হরসুন্দরীকে দান করেন এবং নিজ ভদ্রাসন বিশ্বনাথকে দিয়া যান। দুর্গাচরণের পঞ্চাননতলা লেনস্থ আদি নিবাস, এখন কলুটোলার এক ধনী সুবর্ণবণিক পরিবারের বসত বাটী হইয়াছে। পিথুড়ি মহাশয়, তাঁহার সুবর্ণ নির্ম্মিত সিংহবাহিনী বিগ্রহ ও তৎসংক্রান্ত দেবোত্তর জমিদারীও হরসুন্দরীর পুত্রদের দান করেন।

শ্রীযুত এ, কে, রায়, তাঁহার ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রণীত কলিকাতার ইতিহাসে (পৃঃ ১০৪) লিখিয়াছেন যে "দুর্গাচরণ একজন সুপরিচিত ধনী মহাজন ও ঠিকাদার ছিলেন। কলিকাতার নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হয়। কথিত আছে যে, ইহাতেই তিনি প্রভূত ধনশালী হন।"

এসম্বন্ধে, শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "কলিকাতা-একালের ও সেকালের" নামক ইতিহাসে (১৯১৫, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৯৩২) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে "বহুবাজার-কেণ্ডারডাইন লেনের মধ্যে (বর্ত্তমান সেণ্ট্রাল এভেনিউর পূর্ব্ব পার্শ্বে) কয়েকটি শিব মন্দির দেখা যায়। এগুলি পলাশী যুদ্ধের পরে নির্ম্মিত। লর্ড ক্লাইভের আমলে, গড়ের মাঠে যখন নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হয়, সেই সময়ে ত্রিলোকরাম পাকড়াশী এই সব মন্দির ও নবরত্ন নির্ম্মাণ করেন। পাকড়াশী মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ামের দাওয়ান ছিলেন। * * ফোর্ট উইলিয়াম নির্ম্মাণের ভার অনেক বাঙ্গালীর উপর ন্যস্ত হয়। ইঁহারা লোকজন, কুলি মজুর যোগান দিতেন, মালমসলা যোগাইতেন এবং এমারত নির্ম্মাণের তদারকী করিতেন। এই কাজে, সেকালে দুইজন লোক প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন দুর্গাচরণ পিথুড়ি ও অপর ব্যক্তি এই পাকড়াশী দাওয়ানজী।"

হরিসাধন বাবু তাঁহার পুস্তকের অপর একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "দুর্গাচরণ পিথুড়ির লেন-নামক গলিটী, দুর্গাচরণ পিথুড়ির নামে হইয়াছে। পিথুড়িরা কলিকাতার বহুদিনের অধিবাসী। ইঁহাদের আদি নিবাস কোথায়, তাহার পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। তবে, দুর্গাচরণ যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দুর্গাচরণ তেজারতি ও কণ্ট্রাক্টের কাজে প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হন। পলাশী যুদ্ধের পর, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের বা গড়ের মাঠে বর্ত্তমান কেল্লার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। দুর্গাচরণ, এই দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্য কণ্ট্রাক্ট লয়েন। শুনা যায়, এই ব্যাপারেই তিনি প্রচুর বিত্তশালী হন।"

পিথুড়ি মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর, কলিকাতার সে যুগের সংবাদিকেরা যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশ করেন, মাসিক "ভারতবর্ষের" আশ্বিন ১৩৩৮ সংখ্যায় 'সমাচার দর্পণে সেকালের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে, শ্রীযুক্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

বহুবাজারের দুর্গাচরণ পিথুড়ির মৃত্যু—

বর্দ্ধিষ্ণু লোকের মৃত্যু।—মোং বহুবাজার নিবাসী দুর্গাচরণ পিথুড়ি, যিনি একাল পর্য্যন্ত কলিকাতার সরিপ দপ্তরের মুৎসুদ্দী হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, তিনি কাল বশে গত রবিবার কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় করিতেছেন ও তাবৎ বিষয়াংশীও তিনি হইয়াছেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় পাইয়াছেন।—"

[তিমির নাশক। ২রা শ্রাবণ ১২৩২ (১৬ই জুলাই ১৮২৫)]

কলিকাতার ৮ মাইল উত্তরে ; ভাগিরথী তীরে, কামারহাটী গ্রামে দুর্গাচরণের বাগানবাটী, বাঁধাঘাট, ইট খোলা ও সুরখির চাকি ছিল। এখন সে ইটখোলা, সুরকি-চাকি ও বাগানবাটী স্থানীয় জুটমিলের অন্তর্ভুক্ত। এবং পিথুড়ির বাঁধাঘাট তত্রস্থ মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকৃত।

(১৩)

দুর্গাচরণ তাঁহার কন্যা হরসুন্দরীর বল্লভী মেলস্থ স্বভাব কুলীন গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দেন। গৌরীচরণ নিমতলা ষ্ট্রীটের বিখ্যাত শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুল্লতাত ছিলেন। এবং তখনকারদিনের কলিকাতার একজন গণ্যমান্য লোকছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসিক ব্যবসার ফলে তাঁহার গরাণহাটা অঞ্চলের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর গৌরীচরণ, পিথুড়ি মহাশয়ের প্রদত্ত বাটীতে আসিয়া বাস করেন ও তাঁহারই বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। মতিলাল বাবুদের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বহুপুরুষ হইতে বিদ্যমান। নিম্নে গৌরীচরণের বংশতালিকা ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

১। দুর্গাচরণ পিথুড়ি (পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী পরিচয়ছিল)

২। হরসুন্দরী (গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

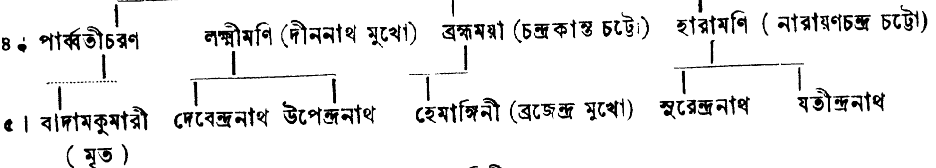
৩। অভয়াচরণ — তারিনীচরণ

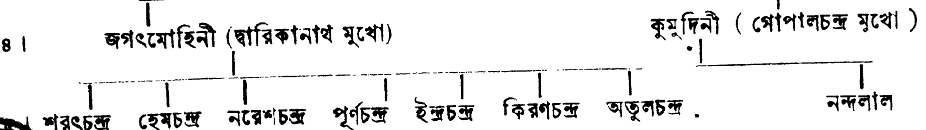
৪। ভগবতীচরণ — পার্ব্বতীচরণ — লক্ষ্মীমণি (দীননাথ মুখো) — ব্রহ্মময়ী (চন্দ্রকান্ত চট্টো) — হারামণি (নারায়ণচন্দ্র চট্টো)

৫। অম্বিকচরণ — রাধিকাচরণ — কালীচরণ — রাজকুমারী) (গোপালচন্দ্র চট্টো) — কুসুমাকুরী (রাখালদাস চট্টো) — শরৎকুমারী (বিনোদবিহারী চট্টো)

৬। বিমলাচরণ — সারদাচরণ — অন্নদাচরণ — সুশীলকৃষ্ণ

৭। কামাখ্যাচরণ — শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ (ইত্যাদি)


৩ । অভয়াচরণ
৪ । পার্ব্বতীচরণ
লক্ষ্মীমণি (দীননাথ মুখো)
ব্রহ্মময়ী (চন্দ্রকান্ত চট্টো)
হারামণি (নারায়ণচন্দ্র চট্টো)
৫ । বাদামকুমারী (মৃত)
দেবেন্দ্রনাথ
উপেন্দ্রনাথ
হেমাঙ্গিনী (ব্রজেন্দ্র মুখো)
সুরেন্দ্রনাথ
যতীন্দ্রনাথ


৩ । তারিনীচরণ
৪ । জগৎমোহিনী (দ্বারিকানাথ মুখো)
কুমুদিনী (গোপালচন্দ্র মুখো)
শরৎচন্দ্র
হেমচন্দ্র
নরেশচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
ইন্দ্রচন্দ্র
কিরণচন্দ্র
অতুলচন্দ্র
নন্দলাল

পিথুড়ি মহাশয়ের প্রথম দৌহিত্র অভয়াচরণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর ঢাকা শান্তিপুর ও চন্দ্রকোণার দেশী কাপড়ের কুঠিতে স্বল্পকালের জন্য (৩।৪ বৎসর) দেওয়ান ছিলেন। তাহাতেই লোকে তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিত এবং সেজন্য তাঁহাদের মাতামহ-দত্ত ভদ্রাসনের নাম "দেওয়ানজী বাড়ী" হয়। কিন্তু ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেই তিনি নিজে ঐ সকল পণ্যের ব্যবসা স্বতন্ত্রভাবে আরম্ভ করেন ও তাহাতে তাঁহার উদ্ধতন কর্ম্মচারীগণের সহিত বিবাদ ঘটায়, চাকুরী ছাড়িয়া দেন। তাহার পর তিনি এই ব্যবসাতেই বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন ও অবশেষে দেউলিয়া (Insolvent) হইতে বাধ্য হন ; এবং এই উপলক্ষে তাঁহার মাতামহ প্রদত্ত সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধাংশ বিক্রয় হইয়া যায়।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারিণীচরণ ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও আইনজ্ঞ ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ ৪।৫ বৎসর ডেপুটী কালেক্টর থাকিবার পর, কর্ম্ম-ত্যাগ করেন ও তাহার পর আইন ব্যবসায় করিতে থাকেন। ওকালতিতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়। তারিণীচরণ অতি উদার প্রকৃতি, মহানুভব ও ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায়, তিনি নিজ সম্পত্তির কিয়দংশ তাঁহাকে দান করেন। ১৮৫২ অব্দে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন (১০ আইন) প্রবর্ত্তিত হইলে, যে চারিজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হন, তারিণীচরণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন এবং সেকার্য্যে সুখ্যাতির সহিত নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে এখন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়েরা ভদ্রাসনচ্যুত। "দেওয়ানজী বাটী" বর্ত্তমানে তারিণী চরণের কন্যা জগৎমোহিনী ও কুমুদিনীর পুত্রগণের অধিকারভুক্ত।

(১৭)

"আনুমানিক ১৭৮৯।৯০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার প্যানচিকো (Mr. Fanco, but called Panchico) এবং মিষ্টার পিট্রাস (Aratoon Pitrus) দুইটা ইংরাজী পাঠশালা স্থাপন করেন। সে সময় উচ্চ শ্রেণীর সকল সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান এই দুই জনের কাহারও না কাহারও ছাত্র হন"। (Ram camal sen's Dictionary 1834, Preface, page 17) বিশ্বনাথ ইহাদের উভয়েরই নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। দুর্গাচরণ পিথুড়ির দৌহিত্র অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যয়কে লেখা, বিশ্বনাথের একখানি বৈষয়িক ইংরাজী পত্র, পিতামহের হস্তলিপি বলিয়া, তাঁহার অন্যতম পৌত্র ব্রজ-গোপাল কাষ্ঠ বেষ্টনীর মধ্যে স্ফটিকা বরণে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রজগোপালের ৺ কাশী প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার দৌহিত্র সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ পত্রখানি, বিশ্বনাথের অন্যতম বৃদ্ধ প্রপৌত্র ননীগোপালকে উপহার দেন। কিন্তু তাহার পর ননীগোপাল অকস্মাৎ দেশ ছাড়িয়া ৺ কাশীবাস করায়, বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহে রক্ষিত পূর্ব্ব পুরুষদের সংগৃহীত প্রায় সকল জিনিষই ছন্ন ভন্ন হয় ; আর সেই সঙ্গে এই হস্তলিপি খানিরও অস্তিত্ব লোপ হয়। উচ্চ অঙ্গের ইংরাজীতে রচিত, এই পত্রখানি অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সে হস্তলিপি এখানে উদ্ধৃত করা এখন অসম্ভব।

বিশ্বনাথের বিদ্যানুরাগের জাজ্জ্বল্য নিদর্শন ছিল, তাঁহার স্থাপিত গ্রন্থাগার (Library)। এই গ্রন্থাগারের পুস্তকরাজি বিশ্বনাথের হিদারাম ব্যানার্জ্জির লেনস্থ বসত বাটীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, উপরের একটা বৃহদায়তন গৃহে, রক্ষিত ছিল এবং যতদূর স্মরণ হয়, এই লাইব্রেরী

দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী কাব্য, ইতিহাস, দর্শন ও ভ্রমণ কাহিণীতে এবং নানা সংস্কৃত সংহিতা, পুরাণ ও ধর্ম্ম গ্রন্থে পূর্ণ ছিল। বিশ্বনাথের পর, অবশ্য, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রেরাও এই পুস্তকাগারের কলেবর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। কিন্তু তাহার পর, ১৮৬৮।৬৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথের সম্পত্তি বিভাগ কালে, তাঁহার অন্যতম পৌত্র ব্রজগোপাল এই লাইব্রেরী দুর্গা পিথুড়ি লেনস্থ নিজ আবাস বাটীতে লইয়া আইসেন এবং সযত্নে পুস্তকগুলি বহুকাল ধরিয়া রক্ষা করেন। দুঃখের বিষয় শেষ দশায় তিনি ৺কাশীবাস করিবার সময় বহুবাজারের বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা আঢ্য কোংর (S. C. Addy & Co); নিকট যৎসামান্য মূল্যে এই দুর্লভ গ্রন্থ নিচয় হস্তান্তরিত করিয়া দেন।

বিশ্বনাথের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দলালের প্রথমা কন্যা বিন্দুবাসিনীর স্বামী বেহালা নিবাসী স্বর্গীয় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ করেন। এবং তাঁহার কন্যা ব্রহ্মময়ীর কনিষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শেষে ৮৭ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। ইঁহারা উভয়েই বলিতেন যে বিশ্বনাথ মাতুল-প্রদত্ত বহুবাজারের বাটীতে স্থায়ী হইবার পর, তাঁহার জয়নগরস্থ পৈত্রিক বসত বাটীর এবং তৎসংলগ্ন উদ্যান ও পুষ্করিণী প্রভৃতির কিয়দংশ, তথাকার ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতা রামলালকে দান করেন। এই রামলাল, বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ কাশীনাথের অনুগত ছিলেন। কাশীনাথ বাটীতে থাকিয়া ভ্রাতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা ও সংসার পরিদর্শন ভিন্ন বিশেষ কিছু করিতেন না বলিয়া, রামলাল তাঁহারই পার্শ্বচররূপে, প্রায়ই বহু-বাজারের বাটীতে আসিয়া থাকিতেন। এই সৌহৃদ্যতা সূত্রে, পৈত্রিক বসতবাটী ইত্যাদি দান করা ভিন্ন, বিশ্বনাথ রামলালকে তখনকার

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর খড় ও বিচালী সরবরাহ করার ঠিকাদারী করাইয়া দেন।

এতভিন্ন স্বর্গীয়া পিতামহী ঠাকুরাণীও বলিতেন যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, বিশ্বনাথ কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস, আরম্ভ করিবার পর, তখনকার দিনে ভদ্রাসন ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণী, ইত্যাদি সম্পত্তি, অবিক্রেয় ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কাশীনাথ তাঁহাদের জয়নগরস্থ ভদ্রাসন, ব্রহ্মোত্তর ও অপর ভূসম্পত্তির অবশিষ্টাংশ, মতিলালদের বর্ত্তমান দীক্ষাগুরু শ্রীযুত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের প্রপিতামহ স্বর্গীয় হরিহর তর্কভূষণকে ও পুরোহিত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণকে নিঃস্বার্থে দান করেন। মতিলাল বাবুদের কুলগুরু মহাশয় বলেন যে, এ পর্য্যন্ত সরকারী দলিল-দস্তাবেজে (Record of rights এ) বিশ্বনাথের পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেবলরাম মতিলালের নাম বর্ত্তমান আছে। আর কাশীনাথ ও বিশ্বনাথের পরিবর্ত্তে, গুরু ও পুরোহিত বংশীয়েরা আজিও "সরবরাহকার" বলিয়া এ সকল জমী জমা উপভোগ করিতেছেন। মতিলালদের বাগান ও মতিলাল-গঙ্গা এখনও ইহাদেরই দখলে আছে। পদ্ম-গঙ্গাও মতিলালদের ছিল। কিন্তু এখন ইহা স্থানীয় জমিদার দত্ত বাবুদের অধিকৃত সম্পত্তি।

(১৮)

সরকারী ও বেসরকারী কাগজপত্রে বিশ্বনাথের নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও ইতিহাসাদি প্রকাশিত হইয়াছে। "বিশ্বনাথ মতিলাল লেন—বিশ্বনাথ মতিলাল বহুবাজারের মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এক লবণের গোলায় মাসিক ৮৲ টাকায় মুহুরী হইয়া, তিনি

জীবিকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন ; এবং অবশেষে ১৫ লক্ষ টাকা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে বহুবাজারের ক্রমোন্নতি শীল বাজার তিনিই সংস্থাপন করেন। নদীয়ার উপস্থিত মহারাজার পিতা ও ভাওয়ালের ভূতপূর্ব্ব রাজকুমার ইহার বংশে বিবাহ করেন।" (calcutta census report, 1901, p 104)

এ সম্বন্ধে বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতা—"একালের ও সেকালের" (১৯১৫)—নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"বিশ্বনাথ মতিলালের লেন—বহু বাজারের সান্নিধ্য হইতে, এই পুরাতন গলি আরম্ভ হইয়া বরাবর বিশ্বনাথ মতিলালের বাটীর দিকে গিয়াছে। মতিলালেরা শুদ্ধ শ্রোত্রীয়। চারি মেল ইঁহাদের ঘরে বাঁধা। বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় এই মতিলাল বংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা আজও এই গলিতে বর্ত্তমান। বিশ্বনাথ মতিলাল, মাসিক আট টাকা বেতনে কোম্পানীর নূনের গোলায় চাকরী আরম্ভ করেন এবং মৃত্যু সময়ে কমবেশ পনের লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। এই মতিলাল বংশীয় এক কন্যাকে সুপ্রসিদ্ধ এক ব্যারিষ্টার ডব্‌লুইউ, সি, বনার্জ্জি বিবাহ করেন। মিসেস বনার্জ্জির গর্ভজাত সেলি বনার্জ্জি (Mr. Shelly Bonerji) এখন হাইকোর্টের এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অপর পুত্র রতন (Mr. R. C. Bonerji) একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার।

সম্প্রতি "পঞ্চপুষ্প" নামক মাসিক পত্রিকায়, (বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ১০ মন্মথ নাথ ঘোষ এম, এ, এফ,এস, এফ, আর, ই, এস বিরচিত) "গ্রাণ্টের রেখাচিত্রে সেকালের লোক" শীর্ষক প্রবন্ধ, বিশ্বনাথের প্রতিকৃতির তলদেশে তাঁহার বাংলা স্বাক্ষর সম্বলিত ছায়াচিত্র এবং তৎসঙ্গে যৎসামান্য জীবনী প্রকাশিত হয়। তাহাও এখানে দেওয়া হইল :—

"বিশ্বনাথ মতিলাল (১৭৭৯—১৮৪৪) রামদুলাল সরকার, মতিলাল শীল, রাম কমল সেন প্রভৃতির ন্যায়, ইনি অধ্যবসায় ও সাধুতার গুণে সামান্য অবস্থা হইতে অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় আট টাকা মাসিক বেতনে, তাঁহার কর্ম্ম জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে তিনি নিমকের দেওয়ান হন এবং মৃত্যুকালে কলিকাতায় প্রাসাদোপম আবাস ভবন এবং বহুলক্ষ মুদ্রার বিষয় রাখিয়া যান। বহুবাজার নামক প্রসিদ্ধ বাজারটি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর বাজারটী তাঁহার এক পুত্রবধুর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে এবং সেই সময় হইতে বাজারটী বহুবাজার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবারেই এক কন্যা হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। নদীয়া ও ভাওয়ালের রাজপরিবারও, বিবাহ সূত্রে এই পরিবারের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রিকায় (মাঘ—১৩৩৮ পৃ ২৮২ ও ২৮৫) শ্রীহরিহর শেঠ প্রণীত "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বনাথের একখানি আলেখ্যসহ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বিশ্বনাথ মতিলাল—মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ মতিলাল কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীগণের অন্যতম ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গীয় সমাজে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় মাসিক ৮৲ বেতনে চাকুরীতে ঢুকিয়া, শেষে তথাকার দেওয়ান হন। বৌবাজার নামক বাজারটী তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মৃতুর পরে, তাঁহার এক পুত্রবধূ তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের এক অংশ প্রাপ্ত হন এবং তাহা হইতেই বৌবাজার নাম হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী এই বংশে বিবাহ

করেন। ভাওয়াল ও নদীয়ায় রাজবংশের সহিত এই বংশ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ।"

পিতামহী বলিতেন যে, বিশ্বনাথ গল্প করিতেন যে, বাল্যাবস্থায় ও পঠদ্দশায় তিনি অতি শান্ত-স্বভাব ছিলেন এবং সে সময়েও তিনি কখনও অর্থের অপব্যয় করেন নাই। তাহারপর, শিক্ষা সাঙ্গ হইলে, তিনি কিছুদিন বড়বাজারের প্রসিদ্ধ মল্লিক বংশীয় রামমোহন মল্লিকের সহিত কলিঙ্গাদের লইয়া লবণের ব্যবসায় করেন। কিন্তু তাহাতে তিনি কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(এই রামমোহন মল্লিক মহাশয় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথের সহিত একই বৎসরে) জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি বিশ্বনাথের সহপাঠী ছিলেন। লবণের ব্যবসায়ে প্রথমটা সামান্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পরে তিনি যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন ও অনেক বড় বড় জমীদারি কিনেন (কলিকাতা একালের সেকালের ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ, ১৯১৫, পৃ ৮৩৬)]

এই স্বল্প ক্ষতিতেই, বিশ্বনাথ আর স্বাধীন ভাবে লবণের ব্যবসায় না করিয়া সরকারী শালকিয়াস্থ লবণের গোলায় সামান্য বেতনে মুহুরির কার্য্য গ্রহণ করেন। পিতামহী ভিন্ন, বিশ্বনাথের দৌহিত্রী জামাতা গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিতেন যে, বিশ্বনাথ তাহার পর নিজের অধ্যবসায় ও কৃতিত্বে, ক্রমে ক্রমে শালকিয়ার নিমক মহালের দেওয়ান হন।

এখনকার মত তখনও লবণের বেসাতি সরকার বাহাদুরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু লবণের ব্যবসায়ে বহু উপায়ে, অনেকে সে সময়ে, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইতেন।

(১৯)

পাদরী ব্লকম্যান তাঁহার "গত শতাব্দীতে কলিকাতা" (পৃ ১৯—২১) নামক পুস্তিকা [Calcutta during last Century, by H. Blochman M. A.] লবণের ব্যবসায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "কলিকাতার মকররি উপনিবেশে, স্থানীয় কারখানার কুঠী অত্যল্পই বিদ্যমান আছে। কারণ, এখানে কর্ত্তৃপক্ষ অল্লাধিক স্বেচ্ছাচারী বলিয়া, জন সাধারণের উদ্ভাবনী শক্তির ও কৃষি-শিল্পাদির অনুরাগ, উৎসাহ লাভ করিতে পায় না। অন্তর্জাত কোনও ব্যক্তি দৈবক্রমেও, যে কোনও উপরিতন কুঠীর ইচ্ছার প্রতিকূলে, কিছু করিলেই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর অব্যাহত প্রভুশক্তির গুরুত্ব তাহাদের অনুভব করিতে হয় ও যথেচ্ছ পরিমাণে দণ্ডার্হ হইতে হয়। আর সে শাস্তি, কখনও অর্থদণ্ড, কখনও কারাদণ্ড, আর কখনও বা কায়দণ্ড বা শারীরিক নির্ব্বেদে রূপান্তরিত হয়। (Inotation from Hamilton, page 819)। সে কালে, অবশ্য, এরূপ অনেক ইংরাজও ছিলেন, যাঁহারা দেশীয়গণের সর্ব্ব কার্য্যে, ইংরাজদের হস্তক্ষেপ করার ও প্রতিবন্ধক হওয়ার প্রবণতা আদৌ অনুমোদন করিতেন না। তাঁহাদের একটা আন্তরিক অনুভূতি ছিল যে, মুসলমান শাসনে অন্তর্জাতিয়েরা, অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত।

* * * ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ক্লাইভ প্রমুখ মাননীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোংর কলিকাতার কর্ম্মচারীগণের মধ্যে, লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে, একটা ব্যক্তিগত প্রচ্ছন্ন বাণিজ্যিক সম্প্রদায় গঠিত হয়। কার্য্য নির্দ্দেশকেরা (Directors) এখন ইহার প্রতিরোধ করিয়াছেন। কিন্তু যে দুই বৎসর মাত্র এই কারবার চলিয়াছিল, তন্মধ্যেই ইহার অংশীদারেরা সরঞ্জামী বারবরদারি

ও অন্য খরচ বাদে ১০,৭৪,০০২৲ টাকা লাভ করিয়াছিল। এই ব্যবসায় স্থাপিত হইবার পরই, যে সকল ব্যবসায়ীরা অংশীদারগণের নির্দ্ধারিত মূল্য ভিন্ন, অপর দরে লবণ বেচিয়াছে দেখা যাইত, তাহাদের উপর অর্থদণ্ড চাপান হইত। এই কারণে, প্রসিদ্ধ-নামা কলুটোলার শোভারাম বসাক ও বহুবাজারের মদন দত্তকে ৪০০০০৲ মুদ্রা অর্থ-দণ্ড দিতে হইয়াছিল। তৎকালে এরূপ ব্যবসায়ে যে কেবল ইংরাজেরাই সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে। দেশীয় অনেক লোকেও ইহাতে ধনবান হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হেথায় দেওয়ান রামচাঁদ ও ক্লাইভের মুন্সি নবকৃষ্ণের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা উভয়েই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মাসিক ৬০৲ মাত্র বেতন পাইতেন। কিন্তু ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যুকালে দেওয়ান রামচাঁদ সওয়া কোটী টাকা রাখিয়া যান। আর নবকৃষ্ণ তাঁহার মাতার পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে মুক্তহস্তে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। * * * ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং কলিকাতায় ভূমির রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের স্থাপিত, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের ২টী রাজস্ব-সভার Board of Reveneue) মূলচ্ছেদ করিয়া, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মুখ্য রাজস্ব সভার (Supreme Board of Revenue) নিয়োগ হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে, ইহা তখন "নায়া কেল্লা" নামে অভিহিত হয় এবং ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে গভর্ণরেরা স্থায়ী ভাবে বাস আরম্ভ করেন।"

"সেকালের ইংরাজেরা * * ক্রীতদাসও রাখিতেন। তখনকার াধারণ সংবাদ ।ত্রে ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়ের অনেক রহস্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন াছে। * * নিগ্রো (কাফ্রি) ভিন্ন, দেশীয় নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও নেক ক্রীতদাস পাওয়া যাইত। * * * ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ক্রীতদাস

ক্রয় বিক্রয় নিষেধ সম্বন্ধে আইন প্রচলিত হয়।" (কলিকাতা একালের সেকালের, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ, ১৯১৫ পৃঃ ৫৮৯—৫৯০)। ক্রীতদাস মিলিত বলিয়া, তখন মজুরদিগের পারিশ্রমিক স্বল্প ছিল এবং অন্য পণ্যদ্রব্যের মত লবণও সুলভে উৎপন্ন হইত।

শুনা যায় যে, ক্লাইভ প্রমুখ সরকারী কর্মচারীগণের ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রচ্ছন্ন লবণের ব্যবসা উঠাইয়া দিবার পর খাস কোম্পানি বাহাদুর লবণের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। সে সময় নিমক-মহালের উদ্ধতন কর্মচারীরা কখনও একক থাকিয়া কখনও দলবদ্ধ হইয়া আর কখনও বা বাহিরের ধনী ও মহাজন দিগের সহিত যোগ দিয়া, সরকারের গোলার সকলে সুযোগ মত লবণ ক্রয় করিয়া লইতেন। এবং সুবিধা বুঝিয়া, পরে চড়াদামে ঐ লবণ বাজারে ছাড়িতেন। এইরূপে সেকালে বহু লোক লবণের ব্যবসাতেই সঙ্গতিপন্ন হন। জীবনযাত্রা তখন স্বপ্রতীত সুলভ থাকিলেও, কেবল সরকারী চাকুরীতে, এখনকার মত তখনও প্রচুর ধনসঞ্চয় হইত না। লবণের ব্যবসায়ে বা গোলার কাজে, সে সময়ে যাহারা প্রভূত ধনশালী হন, তাঁহাদের মধ্যে গোকুল মিত্র (বাগবাজার—ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক), রামমোহন মল্লিক (বড়বাজার), শোভারাম বসাক (কলুটোলা), দ্বারিকানাথ ঠাকুর (জোড়াসাঁকো) ও মদন দত্তের (বহুবাজার) নাম উল্লেখযোগ্য।

পিতামহী বলিতেন যে, শেষ জীবনে পাঞ্জাবী লবণের বিকাদারদিগের চক্রান্তে, বিশ্বনাথ শালকিয়াস্থ নিমক মহালের দাওয়ানের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সম্ভবতঃ তাহাই সত্য। কেননা সরকারী কাগজ পত্রে পাওয়া যায় যে "১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টা পরিখা (বেলেঘাটা খাল) খনন হয়। শিখ ক্রোরপতি উমিচাঁদ, এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর লবণের দালাল ছিল।" (Calcutta census Report

১৯০১, পৃঃ ৪১)। এই ইতিহাস—বিশ্রুত উমিচাঁদ নানা অযথা উপায়ে, যতদূর সম্ভব পুরাতন কর্ম্মচারীদের বিদায় করাইয়া, স্বজনগণকে লবণ বিভাগে নিযুক্ত করাইয়াছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ দেহরক্ষা করেন; আর তাহার স্বল্পকাল পূর্ব্বেই, তিনি কর্ম্মে ইস্তফা দেন।

স্কচ্ পাদরি মাকলিয়ড (Rev. Norman Macleod) ১৮৪০-৪৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত ভারতবর্ষে আইসেন এবং ১৮৬৭-৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। তাঁহার (Peeps at the Far East-A familar account of a visit to India নামক) পুস্তকে "প্রকৃতি নির্দ্দেশক বাঙ্গালীর ছবি" (characteristic Bengalee portraits) অভিহিত যে চারিখানি ছায়াচিত্র (পৃঃ ২০৪ ও পৃঃ ২০৫ এর মধ্যে দেওয়া আছে,) তন্মধ্যে বিশ্বনাথের ললাট দেশে চশমা-শোভিত উত্তরার্দ্ধের প্রতিকৃতি আছে। এ গ্রন্থে বিশ্বনাথের কোনও ইতিহাস নাই। তবে সেফার্ড এণ্ড বোর্ন কোংর নিকট হইতে এই ছায়াচিত্র সংগৃহীত বলিয়া, গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎকালীন বাঙ্গালীর প্রকৃতি সম্বন্ধে, পাদরি সাহেব লিখিয়াছেন যে—"বাঙ্গালীর প্রতিভাশক্তি সম্বন্ধে, আমি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করি নাই। অথবা মেধার যে শ্রেষ্ঠতা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া দাবী করা হয়, তাহাদের সে শ্রেষ্ঠতার কোনও গুরু পরিবোধনীয় প্রমাণ আমার গোচরে আইসে নাই। তাহাদের মানসিক বৃত্তির উন্নতি দ্রুত প্রসারিত হয় এবং বাল্যাবস্থায় তাহারা প্রখর বুদ্ধিশালী থাকে। কিন্তু এ প্রসার শীঘ্রই খর্ব্বীকৃত হয়। আর তখন তাহারা সাধারণ শিক্ষিত ইউরোপীয়দের স্তরে থিতাইয়া যায়। তাহারা গ্রহণে সক্ষম, কিন্তু অর্জ্জনে অক্ষম। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকৃত তথ্য দৃঢ় গ্রাহকরা ও তাহা আয়ত্ত করা অপেক্ষা, তমসাচ্ছন্ন পূর্ব্ব ও প্রতিপক্ষের গূঢ় তত্ত্ব লইয়া, শীলশীল হইতে তাহারা

অধিক প্রবণ। নব্য বঙ্গ, তাহাদের নিজ সত্বার স্থান অত্যুচ্চে নির্দ্দেশ করিলেও, তাহারা মোটেই উদ্ভাবনশীল নহে। বরং পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতি, দর্শন, খৃষ্টান পদ্ধতি, বা নাস্তিকতা, তাহাদের সত্বায় প্রতিফলিত স্পষ্ট বোধ হয়। (পৃ-২২০)

ইহার পর প্রায় শতবর্ষ অতীত হইতে চলিল। কিন্তু এতকাল পরেও, আমাদের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখনও আমরা অনুকরণে অদ্বিতীয়। এখনও আমরা কার্য্য করিয়া, পরীক্ষা করিতে পারি না। এখনও অগ্রে ফল না পাইলে, আমরা আপ্ত বাক্যেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিনা। এখনও কোনও শ্বেতাঙ্গ বৈজ্ঞানিক কোন বিষয়ে আমাদের ঋষি বাক্যের পুনরুল্লেখ করিলে, তখন আমরা সে সব আমাদেরই ঋষি বাক্য বলিয়া বড়াই করি। কিন্তু তাহার আগে, আমাদের চক্ষু ফুটে না। তাই বুঝি আজও আমাদের এই দুর্দ্দশা।

(১৯)

উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষা করিলেও, বিশ্বনাথ সাতিশয় স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। পিতামহী ঠাকুরাণী বলিতেন যে, তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং এবং এককালে আড়ম্বরশূন্য ছিলেন। তিনি সকল পূজাপার্ব্বণ করিতেন ও যাজ্জীবন সকল ক্রিয়াকলাপ সমভাবে বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রতিপদাদি কল্প হইতে, মহা নবমী পর্য্যন্ত নয়দিন ব্যাপিয়া, বিশ্বনাথ নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, জয়নগরাদি স্থান হইতে আগত অধ্যাপকমণ্ডলীকে কৌবেয় জোড় ও অন্ন বস্ত্রাদি এবং নগদ অর্থাদি দিয়া বিদায় করিতেন। নগদ টাকায় পূর্ণ রৌপ্যের একখানি বৃহদায়ন থালী হইতে মুষ্টিভিক্ষার মত এক, দুই বা ততোধিক মুষ্টি রৌপ্য মুদ্রা প্রত্যেক অধ্যাপক তাঁহার মর্য্যাদা ও সম্মানানুযায়ী বিশ্বনাথের নিকট প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার সদর নায়েব সিমহাট নিবাসী স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর মুখো-

পাধ্যায়ের উপর তাঁহার অবারিত আদেশ ছিল যে মুষ্টি তুলিতে যেন অল্পাধিক করিয়া তারতম্য না করা হয়। তদ্ভিন্ন ৺ দুর্গাষ্টমী ও ৺ জগদ্ধাত্রী পূজায়, তাঁহার সময়ে সওয়া মণ চাউলের ও সওয়া মণ চিনির অতিকায় অন্নস্থালীতে কয়েক খানি করিয়া নৈবেদ্য হইত এবং তাহার উপরে ৫।৭ সের ওজনের এক একটা আগমণ্ডা দিয়া নৈবেদ্যগুলি ব্রাহ্মণদের বিতরিত হইত। ৺ পূজার সময়, তিনি অকাতরে দীন, দরিদ্র ও সাধারণ যাচকগণকেও বস্ত্রাদি বিতরণ করিতেন এবং কোনও কালেই, তাঁহার বাটী হইতে কেহ অভুক্ত ফিরিত না। অথচ সামান্য একটা মলমলের পাগড়ী ও একটা শাদা আচকান ও একটা উড়ানি মাত্র তাঁহার কুঠীর সজ্জা ছিল। বাটীতে তিনি থাট কাপড় পরিতেন ও শীতকালে বনাত মাত্র ব্যবহার করিতেন। আবশ্যক হইলে, তখনকার দিনের সাধারণ বোতাম-বিহীন মেরজাই ভিন্ন অন্য জামা গায়ে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার পরিষদবর্গ, তাহারই প্রদত্ত মূল্যবান কাশ্মিরী শাল ও আলোয়ানাদি গায়ে দিয়া, তাঁহার সহিত নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। নিত্য গঙ্গাস্নান ভিন্ন, বিশ্বনাথ নিত্য হোম করিতেন সেকালের চলিত প্রথানুযায়ী তাহার তান্ত্রিক পূজা ও ক্রিয়াদিও কিছু পরিমাণ ছিল।

বর্ত্তমান যুগে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও পূজাদির তেমন আদর নাই। কিন্তু তখনকার দিনে, এ সকল ক্রিয়ার বহুল বিস্তার হইয়াছিল। শ্রীযুত এ. কে. রায় তাঁহার "কলিকাতার ইতিহাসে" (১৯০১, পৃঃ৯) একস্থানে বলিয়াছেন "আনুমানিক ১৪৯০ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত বিপ্রদাসের 'মনসায়', মুকুন্দ রায় চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডীকাব্যে" ও ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে কালীকা দেবীর সামান্য মাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে লিখিত "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে" কালীঘাট অপূর্ব্ব স্থান ও সেথায় ব্রাহ্মণদের স্তোত্র পাঠ, দেবীর হোম, যাগ, বলি প্রভৃতি আড়ম্বরের সহিত হইত,

এইরূপ বর্ণিত আছে। সেজন্য মোটামুটি ধারণা হয় যে, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে কালীঘাট তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত থাকিলেও, ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় নাই; আর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের পূর্ব্বে ইহার খ্যাতি সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হয় নাই"। * মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুগৌরব তাহার অনুপস্থিতির দ্বারাই স্বপ্রকাশ ছিল। ১৫৮০ হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্রাট আকবরের হিন্দু রাজস্ব-সচিব রাজা টোডরমল বঙ্গদেশ পরিদর্শন করেন। তৎপরে রাজা মানসিংহ সত্বরই তাঁহার অনুসরণ করেন। কিন্তু তিনি ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই। এরূপে আফগান শাসন কর্ত্তাদের দারুণ প্রতিবন্ধের পর, হিন্দুর প্রাধান্য একাদিক্রমে প্রায় ২৫ বৎসর অঙ্কুররূপে বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের পুনরভ্যুদয় হয় এবং সরকার-সাতগাঁওয়ের (বর্ত্তমানের কলিকাতা ও কালীঘাট এই সাতগাঁওয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল)— মধ্যে তিনজন প্রধান তান্ত্রিক হিন্দুর প্রাদুর্ভাব হয়। এই তিন জন— নদীয়া রাজের প্রতিষ্ঠাতা ভাবানন্দ, সাবর্ণ চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ও বাঁশবেড়িয়া রাজের সংস্থাপক জয়ানন্দ। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তখনকার উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণের মধ্যে মর্য্যাদা লাভ করে ও চলিত প্রথা হইয়া দাঁড়ায়।" *

বিশ্বনাথের সঙ্গীত শাস্ত্রেও বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। তখনকার দিনের কলিকাতার প্রায় সকল পাঁচালী, কবি, তর্জ্জা, যাত্রা প্রভৃতিতে বিশ্বনাথ যোগ দিতেন ও প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। প্রসিদ্ধ যাত্রাওলা "গোপালে উড়ের" তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সম্বন্ধে "অনু-সন্ধান" নামক মাসিক পত্রিকার ১৭শ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩১০, ২য় সংখ্যা হইতে—"গোপালে উড়ে" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ মাত্র উদ্ধৃত

হইল :—"কলিকাতা—বহুবাজারের রাধামোহন সরকার প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। * * বর্দ্ধমানের রাজ সরকার হইতে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইনি কলিকাতায় আসেন ও পরে "বিদ্যাসুন্দরের" একটা যাত্রা স্থাপন করেন। এই "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রাই কলিকাতার বা বাংলা দেশের প্রথম সখের যাত্রা। সরকারদিগের বিস্তীর্ণ ঠাকুর দালানে যাত্রার আখড়া বসিত। * * বহুবাজারের সকল ধনী ও নির্ধনের সন্তানদিগকে লইয়া এই মহা বৈঠক হইত। * * বহুবাজারের মতিলাল গোষ্ঠী, (হৃদয়রাম) বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী সকলেই এই যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফিরিওয়ালা "চাঁপাকলা" বলিয়া পথে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার বৈঠকখানায় বাবুদের কর্ণে আসিল। বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন —"ওরে কে আছিস রে, গান্ধার বলেছে, চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরে আন্"। লোকজন গিয়া চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরিয়া আনিল। এই চাঁপাকলাওয়ালাই গোপালে উড়ে; * * গোপাল বাবুদের প্রশ্নাদির যথাযথ উত্তর দিলে, তাঁহাদের অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ তাহার ফিরিওয়ালাগিরি ঘুচিল ও তাহার দশটাকা বেতন ধার্য্য হইল। * * বাবুদের ওস্তাদজী হরকিষণ মিত্রের নিকট গোপাল গান শিক্ষা করিতে লাগিল। * * ও এক বৎসরের মধ্যে দলের সকল ছোকরা অপেক্ষা অধিকতর গুণী হইয়া উঠিল। * দুই বৎসর আখড়াইয়ের পর এই যাত্রা খোলা হয়। * এবং প্রথমবার রাজা নবকৃষ্ণের বাটিতে, ২য় বার হাট খোলার দত্তবাবুদের বাটীতে ও ৩য় বার সিমুলিয়ার ছাতুবাবুর বাটীতে ইঁহাদের যাত্রার আসর হয়। * তাহার পর একাধিক্রমে ১০।১১ বৎসর এই যাত্রা-সমিতি বজায় ছিল এবং এই যাত্রা ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপারে

লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। * কথিত আছে [হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়] "টেলিমেকাস" অনুবাদক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ যাত্রায় সখী সাজিতেন। *

বিশ্বনাথকে যেমন তাঁহার মাতুল দুর্গাচরণ পিগুড়ি মহাশয় কলিকাতায় রাখিয়া পালন করেন, সেইরূপ দুর্গাচরণের মাতুল হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীয় ভাগিনেয়কে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা কোথা হইতে বা কোন সময়ে কলিকাতায় আইসেন, তাহার কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। শ্রদ্ধেয় পিতামহী ঠাকুরাণী বলিতেন যে, তিনি শুনিয়াছেন যে, ইহাদের জয়নগরের সন্নিকটস্থ মথুরাপুরে আদি নিবাস ছিল এবং হৃদয়রামের পিতা বাল্যকালে চাকুরী উপলক্ষে দেশ ছাড়িয়া আসিয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কলিকাতার তৎকালীন পরিস্থিতির সম্বন্ধে সরকারী, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার আদমসুমারীর (Census Report) বিবরণীতে দেখা যায় যে—১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা সুতানটীর অব্যবহিত সান্নিধ্যে ২।৩টী জনপদ, জায়গীরদারের নিকট ইজারা লইয়া, আপনাদের উপনিবেশে স্থায়ী দখলি-সত্ত্ব অর্জ্জনের চেষ্টা পান। কিন্তু পর বৎসর শুভাসিংহের বিদ্রোহের ফলে, হুগলীতটস্থ জমীদারবর্গকে, ইংরাজ, ডাচ্ ও ফরাসী অর্ণব পোতের আশ্রয় অন্বেষণ করিতে হয়। যে সুযোগ এতদিন ইংরাজেরা খুঁজিতেছিলেন, তাহা এখন পাইয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া, তাঁহারা কলিকাতার দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। উত্তরকালে, এই দুর্গের হিন্দুস্থানের নিয়তি-লীলা নিহিত।

(পৃষ্ঠা ২৬) "কিন্তু তাহা হইলেও, অন্য সুযোগে ইংরাজদের আপন জমীদারী টুকুর বৈধসত্ব প্রাপ্তির জন্য বরাবরই চেষ্টার শিথিলতা ছিল না। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে, ভাস্কর পণ্ডিত ও তদীয় সহচর মিরহাবিবের চালিত

মারহাট্টা—আততায়ীদের উৎপাতে, ইংরাজদের উপনিবেশে আকস্মিক জন-সংখ্যার অন্তঃপ্রবাহ হইতে থাকে। এবং এই সূত্রে, ইংরাজদের কলিকাতায় একটা স্থায়ী সত্ত্ব-লাভের উদ্দীপনা জন্মে। প্রাচীন উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্জাতীয় অধিবাসীগণ, এই বর্গার অত্যাচারই, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কলিকাতায় বাসের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(পৃঃ ৪৮):—১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে এক প্রবল ঝটিকা কলিকাতাকে বিধ্বস্ত করে, এবং তাহাতে বহুরণপোত, দেশীয় ও বিদেশীয় বহু বণিকপোত এবং অট্টালিকা ও গৃহাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের বর্গীর হাঙ্গামায়. ইংরাজ-রক্ষিত কলিকাতা সহরের চতুঃপার্শ্বস্থ ব্যবহার উপযোগী সীমার মধ্যে, বাসের উদ্দেশে বহুলোক সমাগত হয়। আর এই উপলক্ষে তাহারা হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া যেখানে সেখানে জঙ্গল কাটাইয়া বসবাস আরম্ভ করে। তাহাতেই মৌজা ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়া, কলিকাতা সহর তলীর পরিসর বৃদ্ধি হয়।.........১৭৪২ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মারহাট্টা খাতের অন্তর্গত সহরের পশ্চিম প্রান্তভাগে, অন্তর্জাত ভারতবাসীদের অধিকাংশ কাঁচা ও স্বল্পাংশ পাকা ইমারত নির্ম্মিত হইয়া, কলিকাতার বিকাশ হইতে থাকে।

(পৃঃ ৫০) "আপজনের (Upjohn) ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার মানচিত্রে দেখা যায় যে, তখন দুর্গবেষ্টনীর মধ্যে ৯০ (নব্বই) খানি ইষ্টক রচিত বাস-ভবন ছিল। তদ্ভিন্ন তাহার দক্ষিণে চারিখানি এবং উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে সহরে প্রবেশ বীথিকার (বর্ত্তমান বহুবাজার ষ্ট্রীট) ও পূর্ব্ব-দক্ষিণে মারহাট্টা খাতের সীমার মধ্যে নয় খানি পাকা ইমারত ছিল। শেষোক্ত নয় খানির মধ্যে, ছয়খানি বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের মধ্যস্থ বর্ত্তমান ১১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ছিল।......কর্ণেল কলের (Col.

Call) ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে, আপজনের ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে প্রদর্শিত সকল স্থানই আছে।...কলিকাতার সীমা নির্দ্দেশের সরকারী ঘোষণাপত্র প্রকৃত পক্ষে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইলেও, কর্ণেল বেলীর (Col. Ballie) ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কলিকাতার ১৮টী ওয়ার্ড দেখান আছে।

(পৃঃ ৫২)—"তাহার পর, শ্যালসের (Schaleh) ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে, কলিকাতা জন-বহুল অনুমিত হয় এবং কলুটোলা ও বহুবাজার ওয়ার্ডে বহু অট্টালিকা ও অত্যধিক পরিমাণে জলাশয় সমূহ পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার রাস্তা ঘাটের ও ঘর বাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি, ১৮২৫ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিশিষ্টরূপে ঘটে।"

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "কলিকাতা একালের ও সেকালের" নামক গ্রন্থে (১৯১৫) লিখিয়াছেন যে, "হিদেরাম বা হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের কলিকাতায় একজন গণনীয় লোক ছিলেন। তাঁহার নামেই বর্ত্তমান গলিটীর (হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেনের) নামকরণ হইয়াছে। সেকালে বহুবাজার অঞ্চলে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বসবাস হইয়াছিল। তাঁহারা কোম্পানীর আমলে, ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরী দ্বারা প্রচুর বিত্ত-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। হৃদয়রাম একজন ক্রিয়াবান লোক ছিলেন। দোল, দুর্গোৎসবে তিনি অনেক ব্যয় করিতেন।

প্রচলিত প্রবাদাদি ভিন্ন এ সকল লেখার ভিত্তি বিশেষ কিছুই নাই বোধ হয়। তবে মোটের উপর অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ বর্গীর হাঙ্গামার সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্বে, বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লন, আর তাহার পর কর্ম্মস্থান বলিয়া, ক্রমে এই স্থানেই বসবাস করেন। হৃদয়রামের আদি বসত বাটীর গঠন প্রণালী ও বর্ত্তমান অবস্থা

দেখিয়া এ ধারণা আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়। পাশাপাশি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দুর্গাচরণ পিথুড়ির বসত বাটীর অপেক্ষা হৃদয়রামের আদি বাস ভবন অনেক অধিক প্রাচীন।

(২০)

বিশ্বনাথ যেমন স্বধর্ম্মানুরাগী ও সদাচাররত ছিলেন তেমনিই দানশীল, বন্ধুবৎসল, মিষ্টভাষী, গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী ও সামাজিক লোক ছিলেন। পিতামহী বলিতেন বিশ্বনাথ কখনও কাহাকেও অন্ন দিতে কাতর হইতেন না। এবং কোনও যাচক কখনও তাঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিত না। তাঁহার দানাদির সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদ পত্রাদিতে যে সকল উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে কয়েকটী সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল :—

(শিক্ষা) ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে "গৌড়ীয় সমাজ নামে এক সভা স্থাপিত হয়। পাথুরিয়া ঘাটা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশীয় কয়েকজন, শোভাবাজারের রাজ-বাটীর কতিপয় ব্যক্তি, নিমতলার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবারের দুই একটী লোক এবং রামকমল সেন প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহীরা এই সমাজের সভ্য হন। হিন্দু কলেজ ভবনে এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও কালীশঙ্কর ঘোষাল প্রমুখ মহোদয়গণের বাটীতে ইহার অধিবেশন হইত। বিশ্বনাথ এই সভার সভ্য ছিলেন ; এবং সকৃৎ দান ভিন্ন, তিনি ইহার জন্য ত্রৈমাসিক অর্থ সঞ্চয় করিতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত— "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"—১ম খণ্ড পৃ১২-১৪)

(শিক্ষা) "১৮৩১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হিন্দু ফ্রি স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, তৎপর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে কর্তৃপক্ষ, স্বদেশীয় বিদ্যোৎসাহীগণের নিকট

আনুকূল্য প্রার্থনা করেন। বিশ্বনাথ এখানেও অর্থসাহায্য করেন। "(ঐ ঐ ঐ—২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩) (শিক্ষা) "১৮৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে বহুবাজারের মলঙ্গা পল্লীতে, পণ্ডিত শ্রীধর শিরোমণি এক চতুষ্পাঠী করেন। অধ্যাপনারম্ভ দিনে, বহু অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হন এবং মুদ্রাদি বিদায় পান। বিশ্বনাথ ঐ চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণাদির তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করেন এবং পরেও আবশ্যকমত করিবেন প্রতিশ্রুতি দেন।" (ঐ ঐ ঐ ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৬)

(দান) "১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রচণ্ড বাত্যায় কটক অঞ্চলের বহু ক্ষতি হয়। বিপন্নগণের সাহায্যার্থে কলিকাতায় তখন যে ধনভাণ্ডার সৃষ্ট হয় বিশ্বনাথ তাহাতে অর্থ সাহায্য করেন। (ঐ ঐ ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩—৩৪)

(দান) "১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রগণের উপকারার্থ পুরাতন গির্জ্জাঘরে বৈঠক হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটীর এক শাখা-সমিতি (সাব-কমিটি) সৃষ্ট হয়। এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শ মত কলিকাতাকে দশটী পল্লীতে বিভক্ত করিয়া কুড়িজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই বিংশ জনের মধ্যে বহুবাজার অঞ্চলের নিমিত্ত, বিশ্বনাথ এই সভাদ্বারা মনোনিত হন। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই সভার দ্বারা ৩৯৩৭৫৲ টাকা বিতরিত হয় এবং শত শত বৃদ্ধ ও জীর্ণ হিন্দু ও মুসলমান উপকারপ্রাপ্ত হন।" (ঐ ঐ ঐ, ২য় পৃঃ ২২৩-২২৭)

(সমাজ) "১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে "নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফাণ্ড" (বাষ্পীয় পোত ধনভাণ্ডার) প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার কলিকাতার দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীগণের সহিত বিশ্বনাথও ইহার সভাসমিতিতে যোগ দেন ও এককালীন অর্থাদি দান করেন। (ঐ ঐ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৭-২৪৮)

(সমাজ) "হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র নীলকমল, তখনকার দিনের মলঙ্গা পূর্ব্বের নাম—মলঙ্গ-গ্রাম)

ডিঙ্গাডাঙ্গা জানবাজার বহুবাজার, নেবুতলা ও শাখারিটোলা অঞ্চলস্থ সমাজের দলপতি ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে তিলকরাম পাকড়াশি ও কালীচরণ হালদার এই সমাজের নেতা ছিলেন। বিশ্বনাথ এই সমাজের দলপতি হন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির "এক-ঘরে' অপবাদ মোচন করাইয়া তাহাদিগকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। "(ঐ ঐ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০০—২০১)

বিশ্বনাথের নিকট যে সকল পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইত তন্মধ্যে জয়নগরের বিখ্যাত বৈদান্তিক স্বর্গীয় রামগোপাল তর্কালঙ্কারের নামই উল্লেখযোগ্য। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের পার্শ্বচর ছিলেন এবং পরে বিখ্যাত ছাতুবাবু লাটুবাবুদের সভাপণ্ডিত হন। বিশ্বনাথের মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরামর্শ ব্যতীত, বিশ্বনাথ কোনও ক্রিয়াকলাপ বা সামাজিক কাজে হাত দিতেন না। জগৎবিখ্যাত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এই প্রিন্স দ্বারিকানাথ এবং রাজা রামমোহন রায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস (মাড়) প্রভৃতি মিত্রগণের সহযোগে, বিশ্বনাথ, নিমতলার ঘাট নির্ম্মানকল্পে ও তৎকালীন ৺ কালীঘাটের মন্দির সংস্কার উপলক্ষে অনেক অর্থ দান করেন।

এরূপ ব্যক্তিগত ও জন-হিতকর দান ভিন্ন, বিশ্বনাথ লৌকিক ও সামাজিক নানা কার্য্যে উৎসাহ দিতেন এবং নিজেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে সকলে যোগদান করিয়া সাধ্যমত কায়িক ও আর্থিক সাহায্য করিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করিলে কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে তখনকার দিনের সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি সার জনপীটারগ্রাণ্টের নেতৃত্বে এক সভা হয়। "বিচিত্রা" নাম্নী মাসিক পত্রিকার পৌষ ১৩৩৭ সংখ্যায় (পৃঃ ৪৮।৪৯) শ্রীযুত

মন্মথ নাথ ঘোষ এম, এ ; এফ, এস, এস ; এফ, আর ই, এস ; মহাশয়ের লিখিত বিশ্বনাথের ছায়াচিত্র সম্বলিত প্রবন্ধে, এই সভায় বিশ্বনাথের সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

*। "বেঙ্গল হরকরা"র সম্পাদক, সুপণ্ডিত ও সুলেখক জেমস্ সাদারল্যাণ্ড তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। যথা :—"এস্থলে উপস্থিত নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চাঁদার টাকা সংগ্রহার্থে এক কমিটি করিবেন এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে ঐ টাকা আদায় হইলে, কিছুকাল পরে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদিগকে ঐ সভায় আহ্বান করা যাইবেক :— সার জে, পি, গ্রাণ্ট, মিষ্টার টি, এইচ, টারটন, মিষ্টার এল, ক্লার্ক, মিষ্টার ডব্লিউ, এইচ্, স্মোণ্ট, মিষ্টার রস্তমজি কাওয়াসজি, বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, মিষ্টার জে সাদসাদারল্যাণ্ড, বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল, ও জে, জি গার্ডন। *

"প্রস্তাবটা সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং প্রায় ছয় সহস্র টাকা সভাস্থলেই সংগৃহীত হয়।"

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, রামমোহন রায়ের স্মৃতি-রক্ষা সমিতিতে ছয়জন য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও একজন কোটিপতি পার্শী সদাগর ছিলেন। তাহাতে, মাত্র দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন যথা—রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ও বিশ্বনাথ মতিলাল। কিন্তু ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, সে সময়ে দেশ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল এবং রাজার বিপক্ষ দল বিশেষতঃ রাজা রাধাকান্ত প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দুনেতা পরিপোষিত "ধর্ম্মসভা" তৎকালে প্রবল প্রতাপে সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রামমোহন রায়ের প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। রামমোহনের গুণমুগ্ধ ভক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম সমিতির সদস্যগণের মধ্যে না থাকা, কিন্তু, অতীব বিস্ময়কর। স্মৃতি সভায় কেন যে তিনি তাঁহার ভক্তিভাজন বন্ধু ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হন নাই, তাহার

কারণ জানিতে কৌতূহল হয়। স্মৃতি সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষা সমিতিতে যাঁহারা সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। + +

ইহার পর, "১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে, টাউন হলে রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতেও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও ও বিশ্বনাথ মতিলাল ভিন্ন মথুরানাথ মল্লিক ও দ্বারিকানাথ ঠাকুর যোগ দান করেন। এতদুপলক্ষে ৮০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।" (শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬০-৩৬৩)

বিশ্বনাথ নিজে গোঁড়া হিন্দু হইলেও যে তাঁহার কুসংস্কার কিছুমাত্র ছিল না এবং অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যে তিনি অতি উদারচেতা ছিলেন, এইসকল সাধারণ সভায় তাঁহার নির্ভীক উপস্থিতি ও সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

বিশ্বনাথের একদিকে রাজ-ভক্তি এবং অপরদিকে দেশ-হিতৈষিতা ও স্বদেশানুরাগও উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ, ১২৩৮ সনের চৈত্র সংখ্যার মাসিক "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "রুস্তমজী" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে, নিম্নলিখিত অংশটী গৃহীত হইল :—

"১৮২৩ সনের মার্চ্চমাসে সরকার আইন করিয়া, ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে, ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাট স্যার চার্লস্ মেটকাফ এই আইন রহিত করিয়া দেন। কলিকাতার গণ্যমান্য পঁচাশীজন লোক, সুকৃতির জন্য মেটকাফ্ মহোদয়কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে, অবিলম্বে কলিকাতা টাউন হলে, জন সভা আহ্বান করিতে, ১৮৩৫ সনের ১৮ই মে তারিখে শেরিফকে অনুরোধ জানান (The Calcutta courier.

June 1. 1835) তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নাম, লেখক উল্লেখ করিয়াছেন :—

"রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, রসময় দত্ত, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাজচন্দ্র দাস, আগাকুরাবালি মখোম, মথুরানাথ মল্লিক, রাজা রাজনারায়ণ রায়, মহম্মদ মাহাদি মাস্‌কি, মতীলাল শীল, বিশ্বনাথ মতিলাল, দ্বারকা নাথ ঠাকুর"।

ইহার পর, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আফগান যুদ্ধ জয় হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, হিন্দু কলেজে মান্যগণ্য ধনী মহোদয়গণের এক বৈঠক হয়। এই সভায় বিশ্বনাথও আহূত হন। (শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২)

বিশ্বনাথ ও তাঁহার প্রথম দুই পুত্রের তখনকার দিনের কলিকাতার প্রায় সকল মান্যগণ্য লোকের সহিত সৌহৃদ্য ছিল। এবং ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত তাঁহাদের পূজাপার্ব্বণেও সামাজিক ব্যাপারে নিমন্ত্রণাদির বিনিময়ও চলিত। রাজা রামমোহন রায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজা গোপীমোহন দেব (নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র) মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কান্তবাবু কাশিম বাজার), রাণী রাসমনির স্বামী) রামচন্দ্র দাস (মাড়), রাজা দিগম্বর মিত্র, ব্রজমোহন সিংহ, দেওয়ান রাজা উদমন্ত সিংহ (নাসিপুর, মুর্শিদাবাদ) রাম কমল সেন, দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু দেওয়ান মাধবচন্দ্র সেন (তখনকার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান), দেওয়ান রামলোচন ঘোষ (পাথুড়িয়া ঘাটা), দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক (জাজ্ঞান্বেষণ নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক) ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামদুলাল

সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, প্যারীচরণ সরকার রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্রুর দত্ত, মতিলাল রায় (শান্তিপুর), বৈষ্ণব চরণ শেঠ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মতিলাল শীল (কলুটোলা), রামচাঁদ শীল (চোরবাগান), রামমোহন মল্লিক প্রভৃতি মহোদয়গণ, তখনকার বহুবাজারের মতিলালদের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বিশ্বনাথ নগদ অর্থ, মণিমাণিক্য, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও তৈজসাদি এবং অন্যান্য অস্থাবর গৃহ-সামগ্রী ব্যতীত যে সকল স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যান, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল ঃ—

(১) নং ১৫,—ওয়াটারলু ষ্ট্রীট (ভূতপূর্ব্ব পুলিশ থানার বাটী)।

(২) ,, ৩১৬।১৭—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট (ময়রাপটী ও মেথরপটী—বর্ত্তমান ২ হইতে ৯নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও ৮০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট)।

(৩) নং ৮ ও ১৫—গোপী বোস লেন (বর্ত্তমান সেণ্ট জোসেফ্ স্কুলের অন্তর্ভূক্ত স্থান এবং ২১, ২২ ও ২২।১ গোপীবোস লেন)।

(৪) নং ২৪৪—চাঁপাতলা ষ্ট্রীট (নং অনির্দ্দিষ্ট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট)।

(৫) ,, ২৬—জেলেপাড়া লেন।

(৬) —ট্যাংরা বাগানবাটী ১খানি (বর্ত্তমান কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল রেলের অন্তর্ভূক্ত)।

(৭) নং ৯ ও ১০—দুর্গাচরণ পিথুড়ি লেন (বর্ত্তমান ১।১এ, ১।৬এ, ১বি, ১।১।১, ১।২, ১।২বি, ১৮বি, ১৯ ও ১৯।১), দুর্গাপিথুড়ি লেন।

(৮) —পরগণা পাইকহাটি, থানা ভাঙ্গড়, জেলা ২৪পরগণা—তালুক মহল।

(৯) নং ১৩—মদন দত্ত লেন (বস্তি—ভরতদাসের মাঠের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা)।

(১০) নং ৩৭—বড়বাজার, কাঁসারী পটী (বর্ত্তমানে ক্লাইভষ্ট্রীটের অন্তর্ভূ‌ক্ত)।

(১১) নং ১৩—বড়বাজার, ক্রশরোড় (বর্ত্তমান ক্রশ ষ্ট্রীট)।

(১২) ,, ৭২ ও ৭৩—বহুবাজার ষ্ট্রীট (বর্ত্তমান ইসলামিয়া হোটেল পূর্ব্বে গয়লা পটী), বহুবাজারের বাজার ও তৎপূর্ব্ব পার্শ্বস্থ ভূতপূর্ব্ব বঙ্গ বিদ্যালয় বাটী)।

(১৩) নং ৭৪—বহুবাজার ষ্ট্রীট (বর্ত্তমান চোর-বাজার)।

(১৪) ,, ১৩৩, ১৩৩।১ ও ১৩৪।২—বহুবাজার ষ্ট্রীট (বর্ত্তমান মেডিক্যালকলেজের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গের ৫তলা আবাসবাটী, কলেজ ষ্ট্রীটের ছানাপটী এবং গিরিবাবুর লেনে ২খানি বাটী),

(১৫) নং ১৬২।৫—বহুবাজার ষ্ট্রীট (বস্তি—ভরতদাস মাঠের উত্তর পশ্চিমাংশ)।

(১৬) নং ৯০।২—বিশ্বনাথ মতিলাল লেন [বিশ্বনাথ তাঁহার আশ্রিত রঘুনাথ দে নামক জনৈক সুবর্ণ বণিককে ৺জগন্নাথ দেবের ঠাকুর-বাটী করিবার জন্য এই বাটী নিঃস্বার্থে দান করেন]।

(১৭) নং ১৬ রাণী মুদি লেন (গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল উইলসন্ হোটেলের পূর্ব্বদিকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটস্থ সুবৃহৎ বাংলা)।

(১৮)—শালকিয়া—বাটী ২খানি (পূর্ব্বে বিশ্বনাথের বাগানবাটী ও অফিস বাটী ছিল)।

(১৯)—শালকিয়া—গুদামবাটী ১খানি (পূর্ব্বে বিশ্বনাথের লবণের গুদাম ছিল)।

(২০)—শিয়ালদহ—বাগান বাটী ৩ খানি (বর্ত্তমান বেলিয়াঘাটা মেন রোডের দক্ষিণ দিকে সুবৃহৎ বাগানবাটীদ্বয়)।

(২১) নং ৬৭।১—সার্‌পেনটাইন লেন (বর্ত্তমান নং অনির্দ্দিষ্ট)।

(২২) নং ৮৩—সারপেনটাইল লেন (বস্তি—কেরানিবাগান, বর্ত্তমান পার্ক)।

(২৩)———খুঁড়া, বেলেঘাটা, বাগানবাটী ১খানি।

(২৪) নং ৪৪—হাড়কাটা লেন (বর্ত্তমান ১ ও ১।১ বানার্জ্জি লেন)।

(২৫) ,, ১২—হিদারাম বানার্জ্জি লেন, (বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা বাটী ও নহবৎ খানা)।

(২৬) নং ১৩—হিদারাম বানার্জ্জি লেন, (বিশ্বনাথের আস্তাবল বাটী, পাল্কিঘর এবং বেহারা ও অন্য ভৃত্যাদির বাসগৃহ)।

(২৭) নং ৫০—হিদারাম বানার্জ্জি লেন, (বিশ্বনাথের ভদ্রাসন)।

সম্পত্তির প্রাচুর্য্য থাকিলেও কিন্তু তখনকার দিনে. এখনকার পরিমাণের আয় ছিল না। সেকালে জীবনযাত্রা অতি সুলভ ছিল। আর সেই অনুপাতে সম্পত্তির আয়ও নির্দ্ধারিত ছিল। বর্ত্তমানে যে সম্পত্তি হইতে মাসিক ৫০।৬০ টাকা সাধারণতঃ আয় হয়, তখন সেই সম্পত্তি হইতে ২।১০ টাকাও মাসিক আয় হইত না। কলিকাতার অবস্থাও, তখন প্রায় বর্ত্তমান সহরতলীর প্রান্তের পল্লীগ্রামের অবস্থার মতই ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার আদমসুমারির বিবরণ (Census of India, 1901 Vol. VII, Calcutta, Town and Suburbs) হইতে তাহা স্পষ্ট অনুমোদিত হয়। নিম্নে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার কতকগুলি প্রাসঙ্গিক অংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল।—

(পৃঃ ৫৩)—"১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরুণ, অপচয়াদির ক্ষতিপুরণ বাবদ, নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং নগদ এককোটী সত্তরলক্ষ টাকা এবং কলিকাতা সহরের ও ইহার উপকণ্ঠের নিষ্কর ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইবার পর, প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার পুণর্গঠন আরম্ভ হয়। এ সকল সম্পত্তির সত্বাধিকার লাভের পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং'র

প্রথমতঃ সহরের সীমাবৃদ্ধির জন্য কলিকাতার সন্নিকটস্থ ২৪ পরগণার বহুতর প্রদেশ, ইহার সহিত যোগ করেন (Holwell)। কলিকাতা-ভুক্ত এই সকল পল্লীতে তখন ১৫টী ডিহি বা বাস্তুভূমি ছিল, এবং ইহা ৫৫টী মৌজা বা গ্রামে বিভক্ত থাকায়, "পঞ্চান্নগ্রাম" নামে অভিহিত হইত। এই ৫৫গ্রামের মধ্যে একটী মোলঙ্গা নামে পরিচিত ছিল এবং বহুবাজার অঞ্চল এই মোলঙ্গার অন্তর্ভূত ছিল।"

(পৃঃ ৬৭)—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর পতিত জমীর যে কোনও অংশে ও যে কোনও অঞ্চলে, সুতানটীর অধিবাসীগণ বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, এরূপ অনুমতি দিয়া, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে চার্নক (Job charnock) এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। কিন্তু তাহাতে ইংরাজ উপনিবেশে জন সমাগম হয় নাই; বা এ সকল অস্বাস্থকর অঞ্চল, তখন কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ইহার পর ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ব্যবস্থা করা হয় যে দেশীয় (কালা) অধিবাসীগণের নিকট যে অর্থদণ্ড আদায় হইবে, তাহার সমস্তই মলদূষিত খাত ও পয়নালা ভরাটের কাজে ব্যয় করা হইবে। আর এই বৎসরই ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আদেশ জারি হয় যে, একজন সর্দ্দার পেয়াদা, ৪৫ জন সাধারণ পেয়াদা, ২জন চোবদার ও ২২জন গোয়ালা মাহিনা দিয়া রাখা হইবে। ইহাই কলিকাতা পুলিশের উৎপত্তির মূল। কিন্তু এই বল-প্রতিষ্ঠান পর্য্যাপ্ত না হওয়ায়, পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে, এক জন নায়েক (corporal), ৬জন পদাতিক ও ৩১জন পাইক, অধিকন্তু নিযুক্ত করিয়া শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। * * ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে একজন নগরাধ্যক্ষ (Mayor), ৬ জন নগরপাল (Aldermen) ও তাঁহাদের একটী সভা (court) মনোনীত হইয়া, প্রথম নাগরিক কার্য্যকরী সমিতি (corporation) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইতিহাস বিশ্রুত জমিদার হলওয়েল (Holwell) এই সভার সভাপতি হন।"

(পৃঃ ৬৮)—“১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শান্তিরক্ষকগণের (Justices of the Peace) নিয়োগ হয়। ইঁহাদের নিয়োগ কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, স্বাস্থ্য-হিতকর (Sanitary) কার্য্যাদি প্রকৃত পক্ষে আরব্ধ হয় নাই; এবং লটারি-কমিটির সৃষ্টি না হওয়া অবধি, কোনও প্রকার নাগরিক কার্য্যভার নাগরিক-সভার দ্বারা গৃহিত হয় নাই। * * ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উপনিবেশে, দারুণ মহামারীর প্রকোপ হয়। এই বৎসরে গৃহশুল্ক (House-tax) বসান হয়; কিন্তু তাহা আদায়ের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। * * পূর্ব্বসংগৃহীত পুলিশ বা চৌকিদারি কর হইতে, এই সময় কয়েকজন থানাদার ও অল্প সংখ্যক পেয়াদা লইয়া, একটা অশিক্ষিত পদাতিক বাহিণী (পল্টন) সৃষ্টি করা হয়। ইহারাই তখন রাত্রিকালে প্রহরীর কার্য্য করিত। এবং প্রকৃতপক্ষে ইহারাই সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত নগর রক্ষক ছিল। (Beverley's Census Report, 1876)।”

(২১)

(পৃঃ ৬৯)—“১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সাধারণ শ্বেতাঙ্গগণ চৌরঙ্গীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। কিন্তু উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তখন দমদমা, দক্ষিণেশ্বর, খিদিরপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে নদীতটস্থ বাগান বাটীতে বাস করিতেন।”

[“পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পরে, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়! এবং ইহার আট বৎসর পরে বঙ্গদেশব্যাপী মহাদুর্ভিক্ষ ও তৎসঙ্গে পুনরায় মহামারী হয়।” (কলিকাতা একালের ও সেকালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ১৯১৫, পৃঃ ৫৭৮)]

(পৃঃ ৭০)—“১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ইহাতে অধিবাসীগণের এক তৃতিয়াংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেবল

পথিঃপার্শ্বেই ৭৬,০০০হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। * * ১৭৮০ খৃষ্টাব্দেও কলিকাতা, পুতিগন্ধময় ও জ্বরদূষিত—বাষ্পপূর্ণ অরণ্যভাগের সামীপ্যে, একটা পয়ঃপ্রণালীহীন জলাভূমি মাত্র ছিল। তখন ইহার বেষ্টনীপরিখা ও নদীতট, মনুষ্যের মৃতদেহ-পূর্ণ ও জীবজন্তুর কঙ্কাল-বিকীর্ণ হইয়া থাকিত (Echoes from old Calcutta)।"

(পৃঃ ৭১)—"১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে, কলিকাতা সহরের আবর্জ্জনা-বাহী মেথর ও ঝাড়ুদারবর্গের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রথার বহুতর পরিবর্ত্তন করিয়া, তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাহার ফলে, কলিকাতা ৩১ অংশে (থানায়) বিভক্ত হয় এবং বহুবাজার, ২১নং বিভাগে পদ্মপুকুরিয়া (পদ্মপুকুর) থানার সীমাভুক্ত হয়।"

(পৃঃ ৭২)—"কাঁচা হইতে পাকা রাস্তা করার প্রথা, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হয় (Calcutta Gazette, dated 24th Oct. 1799) এবং কলিকাতায়, সর্ব্বপ্রথম সার্কুলার রোড্" পাকা করা হয়। তখন সার্কুলার রোড্, "বৈঠকখানা রোড্ নামে অভিহিত ছিল এবং চৌরঙ্গীর কোণে রসাপাগলা রোড হইতে চিৎপুরের খাল অবধি ইহার বিস্তৃতি ছিল। * * কলিকাতা সহরের অন্তর্ভূত রাজপথ ও পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখার জন্য ৮৫ জোড়া বলদ ও তাহার যোগ্য সংখ্যক আবর্জ্জনাবাহী শকট-চালক সম্ভারের জন্য, শান্তিরক্ষকেরা (Justices of the Peace) ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে সর্ব্ব নিম্নহারের তালিকা তলব করেন।"

(পৃঃ ৭৩)—"কিন্তু এই শান্তিরক্ষক সঙ্ঘের দ্বারা বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই। সেজন্য ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতার উন্নতি কল্পে অনুসন্ধানাদি করিবার জন্য, এক নাগরিক উৎকর্ষ-সমিতি

গঠন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আরও দুই বৎসর পরে, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে, ৩০ জন সভ্য মনোনীত হইয়া এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। * * কিন্তু এই সমিতি গঠিত হইলেও আবর্জ্জনাদি পরিষ্কারের ভার (Conservancy) সেকালের ফৌজদারী হাকিমের অধীনে ছিল। আর মিউনিসিপ্যালিটির অপর সকল কার্য্যকলাপ, তখনকার সুরতি-সভার (Lottery-Committee) বন্দোবস্তে ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই সুরতি সভা সরকারী আনুগত্য লাভ করে এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ অবধি, এই সভা বিদ্যমান ছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রাস্তায় জল সেচনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এবং এই সময়েই কলেজষ্ট্রীট ও ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট প্রমুখ কয়েকটা রাজমার্গ ও তৎপার্শ্বস্থ সুলোভন উদ্যানগুলি প্রস্তুত হয়।”

(পৃঃ ৭৪)—“১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের বাসগৃহের মোট বাৎসরিক মূল্যের বা আয়ের অনুপাতে শুল্ক (Tax) নির্দ্ধারণ করা আরম্ভ হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, ল্যাপ্রিম্যাণ্ডি (Laprimandye) নামে কোম্পানির জনৈক কর্ম্মচারী আবার নূতন করিয়া বাসগৃহের মূল্য নির্দ্ধারিত করেন এবং তাহার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির আয় অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।”

(পৃঃ ৭৫)—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, বহুবাজারে ৭৬০ খানি খোড়ো বাড়ী অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়।”

(পৃঃ ৭৬)—“১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগরিক সায়ত্ত-শাসনের আদি কার্য্যবিধির ব্যবস্থা, কলিকাতার প্রধান ফৌজদার ম্যাকফার্লেনের (Chief Magistrate—D. M.'farlan) দ্বারা সরকার বাহাদুরের নিকট বিবেচনার্থ পেশ কয়া হয়। এই কার্য্যবিধি, সরকার অনুমোদন করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। * *

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৪ আইনও আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই। ইহার পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ আইন জারি হয় ও তাহার নির্দ্দেশমত, ৭ জন

কমিশনারের এক সভা (Board) গঠিত হয়। কলিকাতায় রাজমার্গাদি নির্ম্মাণের মূল ধারা সমূহ এই আইনে ছিল। তাহার পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২ আইনে, কলিকাতায় নির্ম্মল পানীয়জল আনয়নের প্রথম অনুভূতি হইয়াছিল, দেখা যায়।”

(পৃঃ ৭৭)—“১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রতিষ্ঠিত পুলিশের বিভাগ ও বন্দোবস্ত ৬০ বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পুলিশের দৃষ্টান্তানুসারে কলিকাতা-পুলিশ পুনর্গঠিত হয়। ইহাতে পূর্ব্বতন ৩১টা থানা ও ২১টা ফাঁড়ির অস্তিত্ব লোপ হয়। কলিকাতাকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত করা হয়; এবং প্রাচীন সহরের ১৮টা পল্লীতে, ১৮টা পুলিশ থানা স্থাপিত হয়।

* * ইহার পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১০ আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, কমিশনারগণের সংখ্যা কমাইয়া চারিজন করা হয়। এবং তন্মধ্যে দুইজন সরকারের দ্বারা মনোনীত ও অপর দুই জন সহরের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। এই বৎসরে S. Wouchope, Major (পরে Colonel) Thullier, দীনবন্ধু দে ও তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনর ছিলেন।” [এই তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য দুর্গাচরণ পিথুড়ির দৌহিত্র ছিলেন]

(পৃঃ ৭৮)—“কলিকাতায় প্রথম ফুট-পাথ, চৌরঙ্গী রোডের পূর্ব্ব পার্শ্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। * * * কলিকাতার ভূগর্ভে নিহিত, পয়ঃপ্রণালীর (Drain) কল্পনা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সরকার হইতে অনুমোদিত হয় এবং পর বৎসর এ ব্যবস্থা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষিত হয়। তাহার পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ড্রেণ নির্ম্মানের কার্য্য প্রকৃত পক্ষে আরব্ধ হয় এবং ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দে, ইহা আংশিক সম্পূর্ণ হয়”।

(পৃঃ ৭৯।পৃঃ ৮১)—“কলিকাতায় ও সহর তলীতে নির্ম্মল পানীয়

জল সরবরাহের ব্যবস্থা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর অনুমোদন করেন এবং সেই বৎসরেই কার্য্য আরব্ধ ও সম্পূর্ণ হয়। * * ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জ্জনা-বাহী রেলওয়ে ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার ভাসমান সেতু নির্ম্মিত হয়। * * ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোংর প্রথম বর্ত্ম বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়। তখন ট্রাম ঘোড়ায় টানিত।

(২২)

(পৃঃ ৮৮)—"সামান্য জলপ্লাবনেই নিমজ্জিত হইত বলিয়া, পুরাকালে কলিকাতা "বুড়ানোর দেশ" নামে অভিহিত ছিল। ইহার অন্তর্গত "বেলেঘাটার" এইরূপেই নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে এইখান দিয়াই আদিগঙ্গা প্রবাহিত ছিল এবং তাহারই বালির পলিতে খাত বুজিয়া, এই পল্লীর উৎপত্তি ঘটে। * * কলিকাতার উন্নতির দ্বিতীয় ক্রমের সময় দেবী কালী হইতে, এস্থান কালীক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। এবং তাহারই কদুক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে, কলিকাতা বা *"ক্যালকাট্টা" নাম হয়। * * আদিগঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনের পর, ৺কালী প্রতিমা কালীঘাটে অপসারিত হইলে, কলিকাতার পল্লীগুলি প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক পদার্থের নামে অভিহিত হইতে থাকে। চাঁপাতলা, বড়তলা, আমড়াতলা, তালতলা, নিমতলা, নেবুতলা, ইটালি (আদিনাম "হেঁতাল" হইতে "হেন্তালি" ছিল), গোলপুকুর (গোলপাতা হইতে—পূর্ব্বে হেষ্টিংস ষ্ট্রীট হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ক্রীক রো অবধি ভাগিরথী

* কিন্তু কেহ কেহ বলেন বর্গির হাঙ্গামার সময় সহরের প্রান্তে খাল কাটা হওয়ায় প্রথমে ইহার নাম "খাল কাটা" হয় এবং তাহারই অপভ্রংশ "কালকাটা।"

নদীর "গোবিন্দপুরের" খাঁড়ি বিলম্বিত ছিল এবং এই খাঁড়ির গর্ভে স্বল্পমাত্র জল থাকায় প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা জন্মিত) প্রভৃতি পল্লীর এইরূপে নামকরণ হয়।"

(পৃঃ ৮৯)—"কলিকাতায় উন্নতির পরবর্ত্তী ক্রমের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীগণের কৃষিশিল্পাদি ও অন্যান্য বৃত্তির নাম হইতে বিভিন্ন পল্লীর নামকরণ হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ নিকারি পাড়া, জেলেপাড়া, জেলেটোলা, শিকদার পাড়া (শিকদার ভারবাহী বলদ পৃষ্ঠে মনিহারী ফেরিওয়ালা), ছুতোরপাড়া, আর্ম্মানিটোলা, কলুটোলা, ডোমপাড়া, কুমারটুলি, মলঙ্গা (Salt-works—লবণের কারখানা), কলিঙ্গা (salt-workers—লবণ কর্ম্মীগণ), মুর্গিহাটা প্রভৃতি পল্লীর নাম করা যাইতে পারে। * * এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর নির্দ্দেশক পরিষদ (Court of Directors) এই সময়ে বিধান দেন যে, কোম্পানির ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক শ্রেণীকে বাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাকলা বিলি করা হইবে। এবং এই আদেশ মত তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট—কালেক্টার—জমীদার হলওয়েল, অধিবাসীগণকে পেশা ও বৃত্তি অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধ করেন; এবং প্রত্যেক সংহতিকে তাহাদের বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট পল্লী নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।"

(পৃঃ ৯০)পাদটীকা—"বিশ্বনাথ মতিলালের পরিজনবর্গের কোন্ "বউ" বা পুত্রবধূর অংশে বাজার পড়িয়াছিল এবং তাহার জন্য পল্লীর নাম "বহুবাজার" হয়, তাহা আমরা সন্ধান করিতে পারি নাই। * * সম্ভবতঃ এখানে পূর্ব্বে অনেকগুলি ছোট ছোট বাজার বসিত এবং সেজন্য এ পল্লীর "বহুবাজার" আখ্যা ছিল। 'বউ বাজার' বহুবাজারের অপভ্রংশ।

[শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতা সেকালের ও

সেকালের" (১৯১৫) নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"বহুবাজার নাম—স্বনাম প্রসিদ্ধ এই "বউবাজার" বাজার হইতেই হইয়াছে। বহুবাজারের প্রসিদ্ধ মতিলাল বংশের আদিপুরুষ বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয়, তাঁহার এক পুত্রবধূকে এই বাজারটা দান করেন। "বধূবাজার" এই কথা হইতে "বহুবাজার" ও ক্রমশঃ তদপভ্রংশ "বৌবাজার" নামকরণ হইয়াছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ম্যাপে লালবাজার হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত এই সমস্ত পথটা বৈঠকখানা রোড বলিয়া চিহ্নিত ছিল (Upjohn's Map)।

বিশ্বনাথ মতিলাল লেন—* * * বর্ত্তমান বহুবাজার তাঁহারই (বিশ্বনাথের) স্থাপিত। তাঁহার পুত্রবধূর নামে এই সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া ইহা "বহুবাজার" বা "বৌবাজার" আখ্যা পাইয়াছে।"]

[এই দুই অভিমতই, ভিত্তিহীন অনুমান মাত্র। আর দুইটাই ভ্রম-সঙ্কুলও বটে। বিশ্বনাথ তাঁহার কোন পুত্র বধূকে বাজার দেন নাই বা সেজন্য "বউবাজার" নাম হয় নাই।

তখনকার দিনে গাড়ী ঘোড়ার বড় রেওয়াজ ছিল না। দুই দশজন ধনকুবের মাত্র ঘোড়ার গাড়ী রাখিতেন। দেশীয় জনসাধারণ ধনী লোক এবং ইংরাজ কর্ম্মচারীরা সকলেই তখন পাল্কী শিবিকা, বা তঞ্জাম চড়িতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য বেতন-ভোগী পাল্কীর বেহারা রাখিতেন। কিন্তু সাধারণ লোকে তখন পাল্কি বহিবার জন্য, আবশ্যক মত বেহারা তলব করিতেন। তদ্ভিন্ন পানের জন্য প্রায় সকলেরই গঙ্গা বা লহরের জল সরবরাহের হেতু বেহারার প্রয়োজন হইত। সে কারণে পাল্কী বেহারার ও বঙ্গী-বাহী বেহারার তখন একটা চাহিদা ছিল। এই চাহিদা উপলক্ষে বহু বিহারী উড়িয়া ও ডুলিমালা প্রভৃতি

নীচ জাতীয় বাঙ্গালী বাহকেরা সে সময়ে অন্ন-সংস্থানের জন্য কলিকাতায় থাকিত। এই সকল বাহকদিগের পেশা ও বৃত্তি একই ছিল বলিয়া, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কোম্পানীর নির্দ্দেশ মত যে পল্লীতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিত, তাহার নাম প্রথমতঃ "বাহকবাজার" হয় ও ক্রমে চলিত কথায় "বাহবাজার' দাঁড়ায়। তাহার পর তখনকার দিনের বাংলা শব্দকে ইংরাজদের বর্ণোচ্চারণের বিকৃত স্রোতে ও ইংরাজীতে অপূর্ব্ব প্রকারের অক্ষরান্তর করণের (Boh, Boh, Baw, Bow) "বা, বোও, বাও" বা "বউ" বাজারে পরিণত হয়। শুদ্ধ ভাষা করিয়া অনেকে আবার "বহুবাজার" বলেন।]

(পৃঃ ৯১)— * তখন উপরিতন শ্বেতাঙ্গকর্ম্মচারীদের বাসের জন্য বৈঠকখানা, বেলিয়াঘাটা, গার্ডনরীচ, রসাপাগলা, বেলগাছিয়া ও শালকিয়ার অনেকগুলি উদ্যান বাটী ছিল। লাট অকল্যাণ্ডের উদ্যানবাটী বেলগেছিয়ায় ছিল। ইহা প্রথমতঃ পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুরবংশীয়েরা ক্রয় করেন। তাহার পর তখনকার ইউনিয়ন (Union) ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে, এই উদ্যানবাটী পাইকপাড়ার রাজবংশের অধিকারে আইসে। * * বর্ত্তমানে সম্পত্তিটী পুনরায় সরকার বাহাদুরের দখলে আসিয়াছে।"

[১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায়, মতিলাল বাবুদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের টাকার এক চতুর্থাংশও তাঁহারা ফিরিয়া পান নাই]।

(পৃঃ ৯২)—"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ফিরঙ্গী (পর্টুগীজ) কেরাণিদের নামে "কেরাণি বাগানের" নাম করণ হয়। তখনও দেশীয় লোকদিগের ঐ সকল পদ গ্রহণ করিবার ভাল করিয়া যোগ্যতা হয় নাই। * * কিন্তু তাহার পর যখন ভারতবাসীগণ ও দোআঁশলা সাহেবেরা সরকারী

উচ্চপদে স্থাপিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল, তখন রাস্তা, ঘাটও পাল্লা সমূহ তাহাদেরই নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতার পল্লীসমূহের উন্নতির এইটী শেষক্রম বলা যাইতে পারে।”

(পৃঃ ৯৩)—“১৮০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সারকুলার রোড, সম্পন্নব্যক্তিগণের উপভোগের স্থান ছিল। এখনকার রেড্ রোডের মত, তখন এই রাস্তায় তাঁহারা সেকালের বৃহৎ চারিচাকার অশ্ববাহী শকটে প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ-মধুর বায়ু সেবনের জন্য যাইতেন।”

(পৃঃ ৯৭ ও ১২১)—“১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে, কলিকাতা ব্যাঙ্ক (Bank of Calcutta) স্থাপিত হয়। তাহার পর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজ সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (Bank of Bengal—বর্ত্তমান “ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক”) নাম হয়।”

(পৃঃ ১০০)—“কলিকাতায় (ভূতপূর্ব্ব “কালীক্ষেত্রে”) আদিতে দুইটী মাত্র রাজবর্ত্ম ছিল। তন্মধ্যে প্রথমটী ইষ্টইণ্ডিয়া কোংর জমীদারীর কাছারী (বর্ত্তমান কলিকাতা কলেক্টোরেট) হইতে শৃগালদ্বীপের (বর্ত্তমান শিয়ালদহের) দক্ষিণে লবণ-হ্রদের (জলাভূমির) সহিত, আদিগঙ্গার সঙ্গমের নিকট একটী ঘাট অবধি বিলম্বিত ছিল। আর দ্বিতীয়টী স্মরণাতীত কালের কালীঘাটের তীর্থযাত্রীর রাজমার্গ ছিল। এ রাস্তাটী তখন ব্রড্ ষ্ট্রীট নামে পরিচিত ছিল। * * এই দুই রাজবর্ত্মের নানা শাখা ও উপশাখা এবং জিগজ্যাগ লেন, সারপেন্টাইন লেন ও ক্রুকেড্ লেনের ন্যায় বহুতর সঙ্কীর্ণ পথ ও উপপথ, তখন গোবিন্দপুর, সুতানটী, হাটাখোলা ও বড়বাজারের মাল-চালান ও যাত্রী যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু তখন এ সকল রাস্তার কোনও নির্দ্দিষ্ট নামাদি ছিল না।”

(২৩)

(পৃঃ ১২২)—"১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানির অধিকার লাভ করিবার পর হইতে, ইংরাজদের ব্যবসায় শুল্ক-মুক্ত (Duty free) ছিল বলিয়া, তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য বাংলার সর্ব্বত্র ক্রেতা প্রাপ্ত হইত। সুলভ "ইংলণ্ডে প্রস্তুত" দ্রব্যাদি সেজন্য ভারতের নির্ম্মিত পণ্যদ্রব্যাদিকে অতি শীঘ্রই স্থানচ্যুত করিয়াছিল ; আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ের গঞ্জ ও হাট দ্রুতগতিতে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। * * তাহার পর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের রাজসনন্দ কোম্পানিকে তাঁহাদের স্বাধীন ব্যবসায় চালাইতে মুক্ত পরিসর প্রদান করায়, তৎকালীন বণিকগণ ব্যবসায় হইতে অত্যধিক লাভবান হইতেন। ইহার পরিণামে, কার্য্যনির্দ্দেশকগণের (Directors) অযথা ধনপ্রয়োগের প্রবল প্রকোপ ও অনিয়ন্ত্রিত লাভের অদম্য অনুরক্তি, ব্যবসায়ী ক্রেতাগণের (ব্যাপারীদের) আগ্রহাতিশয় ও নিরঙ্কুশ অর্থলালসা, অত্যধিক পণ্য বিনিময়, অপরিণামদর্শী ও দুঃসাহসিক বাণিজ্য, অমিত ভ্রমসঙ্কুল অগনন, এবং জীবন যাত্রার অপরিমিত ব্যয় (Calcutta Review-vol. 35), প্রথমে কলিকাতার ও পরে বোম্বাই সহরের বহুসংখ্যক বাণিজিক কুঠীরের ধ্বংস ঘটায়। * * নামজাদা অনেকগুলি কুঠী উপর্য্যুপরি দেউলিয়া হওয়ায়, যে দেশব্যাপী সর্ব্বনাশ হইয়াছিল ও ব্যবসা বাণিজ্যে যে শঙ্কা ও ত্রাস উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। * * তখনকার বৃহত্তর কুঠীর মধ্যে ৫০,০০,০০০ পাউণ্ডের (প্রায় সাড়ে সাত কোটী টাকার) দায়িত্ব সমেত, ১৮৩০খৃষ্টাব্দে পামার কোং (Palmer & Co.) দেউলিয়া হয়।"

ইহার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাকিণ্টশ কোং এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ক্রুটিণ্ডন কোং নামে দুইটী মহাকুঠীর পতন হয়। এই সকল কোম্পানির সহিত বিশ্বনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং ইহাদের হৌসে বিশ্বনাথের টাকা

খাটিত। সে সময়ে বিশ্বনাথের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র পামার কোংর প্রধান অংশীদার জন পামারের (John Palmer) জ্যেষ্ঠ পুত্র উইলিয়ম পামারের (William Paffain Palmer, C. S. Bivil Pay Master) দাওয়ান ছিলেন। এবং জন পামারের কনিষ্ঠ পুত্র কাপ্তেন পামার (Captain Frank Palmer) বিশ্বনাথের শিয়ালদহস্থ ভাড়াটিয়া বাগান বাটীতে বাস করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে তখনকার কলিকাতার বহু ধনীসন্তানের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ও পরিচালনায় পিপ্‌ল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক Peoples Bank নামে যে দেশীয় ব্যাঙ্ক চলিতেছিল, তাহাও দেউলিয়া হয়।

উপর্য্যুপরি তিনটি কুঠী ও একটী ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় বিশ্বনাথকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয় এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্য বিশ্বনাথের উইলের নির্দ্দেশ মত তাঁহার অছিগণ (Executors) মতিলাল বাবুদের বড় বাজারের কাঁসারি পটি ও ক্রশষ্ট্রীটের বাটীগুলি ও অপর কয়েকটী মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বিশ্বনাথের জামাতা ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেহালা নিবাসী তাঁহার ভ্রাতা কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্পত্তির একজিকিউটার ছিলেন।

বিশ্বনাথ তাঁহার ৺ কাশীধামের সোণারপুরার বাটী এই পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া যান। এই বাটীতে বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠীত শিবলিঙ্গ এখনও স্থাপিত আছে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ ইহারি সান্নিধ্যে অপর তিনটী শিব-স্থাপন করেন।

(২৪)

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা ষষ্ঠীর দিন, তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া বিশ্বনাথ দেহ-রক্ষা করেন। তাঁহার রাশিনাম "ধরণীধর"

ছিল। বিশ্বনাথ অগ্রহায়ণ মাসে গত হন, আর ইহার পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসেই তিনি চাকুরি ত্যাগ করেন বলিয়া, "মতিলাল" বংশে, এ মাসে বিবাহাদি শুভ-কর্ম্ম বহুকাল নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই, তাঁহার ভাগ্যবতী গৃহিণী শ্রীমতী হীরামণি কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথির দিন সধবা অবস্থায় স্বর্গলাভ করেন। ইহার পরেই বিশ্বনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। হীরামণির স্বর্গতি উপলক্ষে দান-সাগর শ্রাদ্ধ হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ আঁধুলে বিবাহ করেন। শেষ জীবনে কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় হীরামণির পুত্রগণ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে প্রথমতঃ গঙ্গাতীরে বিশ্বনাথের শালকিয়াস্থ উদ্যান বাটীকায় ও পরে তাঁহার পিত্রালয় আঁধুলে লইয়া যান। সেথা হইতে অল্প সুস্থ হইয়া বহুবাজারের বাটীতে ফিরিয়া হিরামণি পুত্রকন্যাদের রাখিয়া বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন।

প্রতিপালক মাতুলের আদেশ মত, বিশ্বনাথ স্বকীয় পূর্ব্ব-কল্পিত নূতন বাসভবন নির্ম্মাণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, মাতুলের ভদ্রাসন গ্রহণ করেন। পিথুড়ি মহাশয়ের এই ৩।৪ মহল বাটি প্রায় দুই বিঘা জমীর উপর নির্ম্মিত হইলেও আংশিক দ্বিতল ছিল এবং তাঁহার পূজার দালনটী ক্ষুদ্রায়তন ছিল। বিশ্বনাথ ইহার সংস্কার করাইয়া দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহাদি করান এবং নূতন সংস্করণে পূজার দালান প্রস্তুত করান। পরে তাঁহার পুত্রগণ বাটীর উত্তরাংশ নির্ম্মাণ করান। বিশ্বনাথের আবাস বাটীর পশ্চিম দিকে তাঁহার মাতুলের নামাশ্রিত দুর্গাপিথুড়ি লেন ও দক্ষিণে সম্মুখভাগে তাঁহার নিজ নামের গলি (বিশ্বনাথ মতিলাল লেন) আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শেষোক্ত এই গলির পশ্চিম দিকের শীর্ষে বিশ্বনাথের স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা ও নহবৎখানা ছিল এবং পূর্ব্বদিকে তাঁহার কাছারি বাটী, আস্তাবল বাটী ও পাল্কীবাটী ছিল। পাল্কী বেহারা ও সহিস

কচুয়ানেরা সেইখানেই থাকিত। আবাস বাটীর উত্তর দিকে তাঁহার খামারবাড়ী, গোলাবাড়ী, রন্ধনশালা, অন্নশালা ও গোয়ালবাড়ী ছিল। দ্বারবান ও পাইকেরা সদর বাড়ীতে থাকিত এবং গোয়ালবাড়ীতে তাঁহার অন্যান্য ভৃত্যাদিরা সপরিবারে বাস করিত।

সেকালের প্রথামত, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও জামাতাগণ, ভাগিনেয়রা ও তাহাদের পরিবারবর্গ দৌহিত্র-বধূরা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও দৌহিত্রী জামাতারা এবং অপর বহু পরিজন ও আত্মীয়েরা তাঁহার বাটীতে বসবাস করিত। উপরন্তু অনেক আশ্রিত লোকও তাঁহার বাটীতে স্থান পাইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন, বিশ্বনাথের ভরতদাস-মাঠস্থ (তৎকালীন ১৩নং মদন দত্ত লেন) বাটীতে শতাধিক নৈকষ্য কুলীন-সন্তান প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বিশ্বনাথ ও তাঁহার পুত্রগণের আনুকূল্যে স্ব স্ব শিক্ষার ও গুণের উপযোগী চাকুরী করিতেন; আর বিশ্বনাথের সদাব্রতে অন্ন বস্ত্র পাইতেন। বিশ্বনাথের পৌত্রদের সময়ও এই আশ্রিত-মণ্ডলীর বংশধর-গণের মধ্যে অনেকে মতিলাল বাবুদের বাটীতে পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। বিশ্বনাথের জীবিত অবস্থায় ও তাঁহার পুত্রগণ একান্নবর্ত্তী থাকা অবধি সংসারে মাসিক শতাধিক মণ চাউল খরচ হইত।

বিশ্বনাথের ভ্রাতা, কাশীনাথের আনন্দময়ী ও দয়াময়ী দুই নামে কন্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। এই দুই কন্যারই, উচ্চশ্রেণীর কুলীন বংশে বিবাহ হয়। এবং দুই জনেই বসত-বাটী ও অন্যান্য সম্পত্তি মতিলাল বাবুদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। কাশীনাথের ১মা কন্যা আনন্দময়ীর দুই এক পুরুষ পরেই বংশলোপ হয়। আর তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা দয়াময়ীর পুত্র গোপালও নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন; কিন্তু দয়াময়ীর দৌহিত্রেরা, বিশ্বনাথের পৌত্রগণের সহিত একত্রে

প্রতিপালিত হন। তাহার পর ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে মতিলাল বাবুদের সম্পত্তি বিভাগ হইলে, তাঁহারা বহুবাজারের জেলিয়াপাড়াস্থ বিশ্বনাথের প্রদত্ত তাঁহাদের নিজ নিজ ভদ্রাসনে গিয়া বাস করেন। কিন্তু সেথায় যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁহারা অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ক্রমে ছন্নভন্ন হইয়া পড়েন। নিম্নে ইহাদের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

কাশীনাথ মতিলাল (বিশ্বনাথের ভ্রাতা)

আনন্দময়ী (পার্ব্বতী মুখো) — দয়াময়ী (ঈশ্বরচন্দ্র মুখো)

আনন্দময়ী: মধুসূদন (ভুতো), শিবশঙ্কর (বটু)

দয়াময়ী: গোপাল, রুক্মিণী (দীননাথ ঘোষাল)

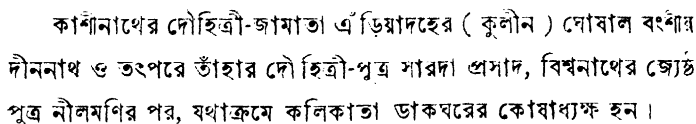
রুক্মিণী: সারদাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হারধন, হরেন্দ্র ও কন্যাগণ

সারদাপ্রসাদ: চুনীলাল, মণিলাল

হারধন: নারায়ণচন্দ্র

মণিলাল: অমৃতলাল

রাজকৃষ্ণ: মৃণালিণী (জ্ঞানেন্দ্র মুখো, বেহালা)

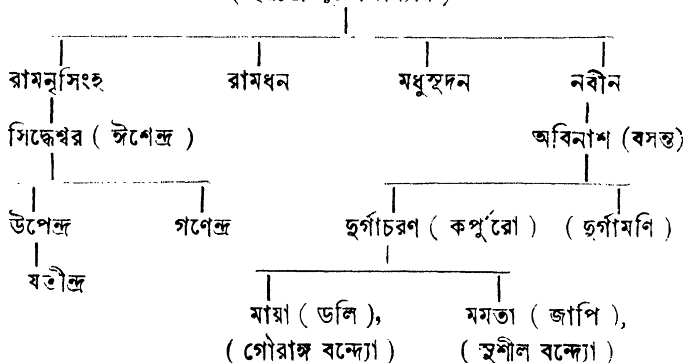


কাশীনাথের দৌহিত্রী-জামাতা এঁড়িয়াদহের (কুলীন) ঘোষাল বংশীয় দীননাথ ও তৎপরে তাঁহার দৌহিত্রী-পুত্র সারদা প্রসাদ, বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণির পর, যথাক্রমে কলিকাতা ডাকঘরের কোষাধ্যক্ষ হন।

(২৫)

বিশ্বনাথের ভগ্নী গোকুলমণির, শ্রীরামপুর (শ্রীরামপুর) স্বভাব কুলীন দাওয়ানজি বংশে বিবাহ হয়। এককালে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল। কিন্তু গোকুলমণির বিবাহের পর, পারিবারিক বিবাদে, ইহাদের

বহু ধনক্ষয় হওয়ায়, দুর্গাচরণ-পিণ্ডুড়ি, ভাগিনেয়ীকে কলিকাতার সম্পত্তি দান করেন এবং ভাগিনেয়ী-জামাতাকে স্বকীয় ঠিকাদারি কাজকর্ম্ম দিতে থাকেন। তাহার পর অন্যান্য উপায়েও গোকুলমণির স্বামী হরচন্দ্র বহু উপার্জ্জনাদি করেন। তাঁহাদের বংশ তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—



গোকুলমণির পুত্রগণ বহুকাল বিশ্বনাথের সংসারেই ছিলেন। তাঁহার প্রথম পৌত্র সিদ্ধেশ্বর পূর্ব্বোক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষালের স্থানে ডাকঘরের কোষাধক্ষ্য হইয়াছিলেন। সেইসূত্রে সিদ্ধেশ্বরের পুত্র উপেন্দ্র ডাকঘরে চাকুরী পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার পৌত্র যতীন্দ্রও ডাক ঘরের কর্ম্মচারী ছিলেন। গোকুলমণির কনিষ্ঠ পুত্র নবীন কলিকাতার ছোট আদালতের (Interpreter) দ্বিভাষীর চাকুরি করিতেন। ইনি দীর্ঘজীবি, মিতব্যয়ী, ক্রিয়াকলাপশীল ও মান্যগণ্য লোক ছিলেন। ইহার পুত্র অবিনাশ সাতিশয় মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। অঙ্ক শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায়

সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অবিনাশ স্বল্পকালের জন্য গণিতের অধ্যাপক হন। তাহার পর বি. এল. পরীক্ষা দিয়াও ইনি মুন্সেফ ও ক্রমে অস্থায়ী সবজজ্ হন। অবশেষে চাকুরি ভাল না লাগায়, যথাকালের পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়া, হাইকোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। তাঁহার প্রথম পৌত্রীজামাতা স্বর্গীয় গৌরাঙ্গ বন্দোপাধ্যায় পি, আর, এস্, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ও হাই-কোর্টের এড্ভোকেট ছিলেন।

(২৬)

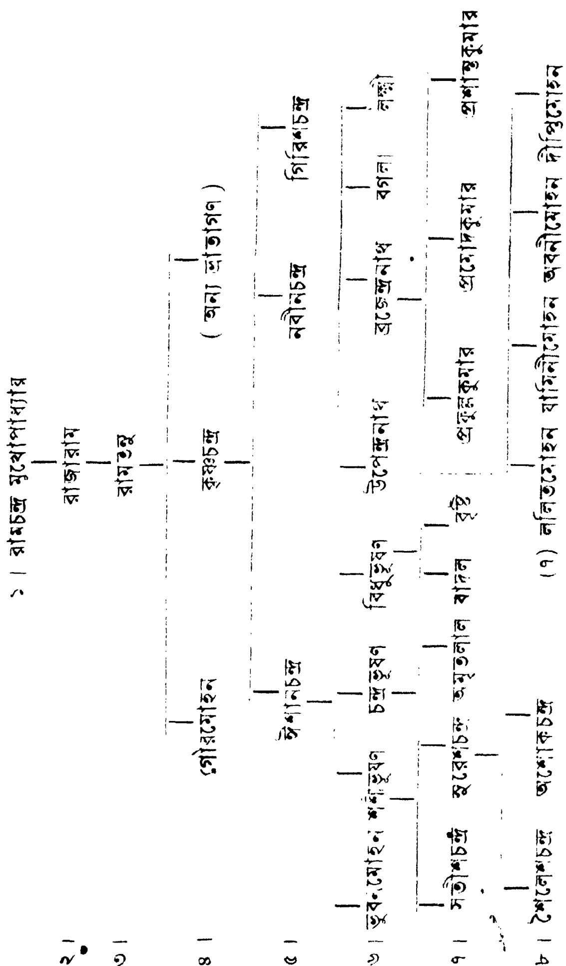
বিশ্বনাথের তিন পুত্রই স্বধর্ম্মানুরাগী, ক্রিয়াবান ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই প্রথমতঃ পটলডাঙ্গার গোলদিঘীর পশ্চিমে অবস্থিত তখনকার স্কুল সোসাইটীর বিদ্যালয়ে (যাহা এক্ষণে হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত), ও তৎপরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডিরোজিও ডাক্তার উইলসন প্রভৃতি ইঁহাদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় ইঁহারাও ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে, তাঁহারা তাঁহদের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষালয়ের বহু অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতেন। নিম্নে তাহার একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

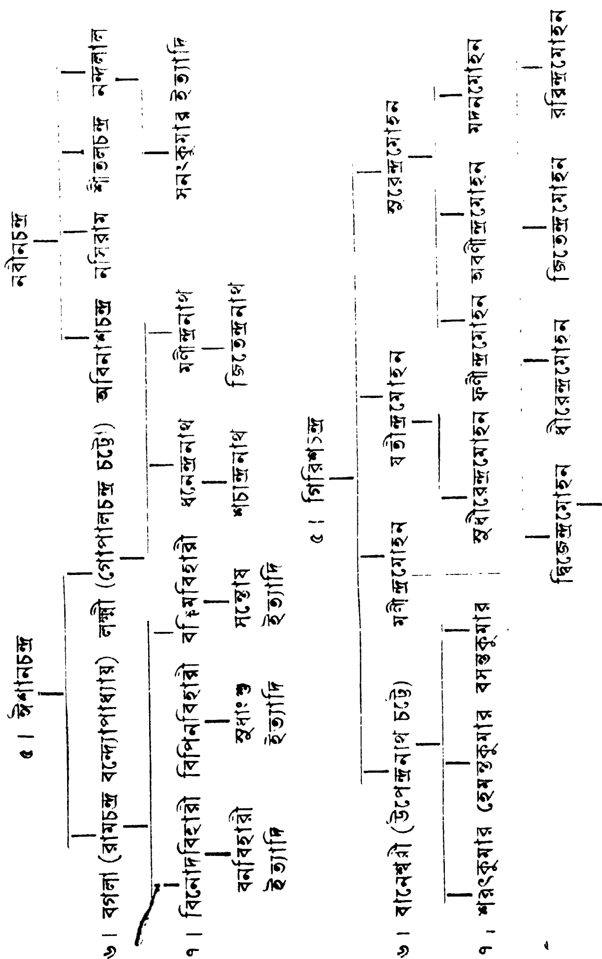
"১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ডাক্তার উইলসন হিন্দু কলেজের শুভার্থী বলিয়া, তাঁহার তৎকালীন ও প্রাক্তন ছাত্রগণ সভা করিয়া, তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র ও এক রৌপ্যময় গাড়ু উপহার দেন। নীলমণি মতিলাল এই সভায় যোগদান করেন ও অর্থ সাহায্য করেন।" (শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত—"সংবাদপত্র সেকালের কথা" ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩-১৪)।

বিশ্বনাথের স্থাপিত লাইব্রেরীর কলেবর ইঁহাদের দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়।

স্বর্গীয় পিতার ক্রিয়া-কলাপ ও দানাদি ইঁহারা সমভাবে বজায় রাখিয়াছিলেন। তিন ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নীলমণি আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গের সমাদর ও অভ্যর্থনাদি এবং পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়দিগের বিদ্যা-শিক্ষার পরিদর্শন ভিন্ন, সংসারের কাজ বিশেষ কিছু দেখিতেন না। কনিষ্ঠ রামনারায়ণ বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। আর মধ্যম গোবিন্দলালের উপর সংসারের আভ্যন্তরিক ব্যয় ও অপরাপর সকল ভার ন্যস্ত ছিল। ইঁহারা সকলেই ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সাতিশয় সদ্ভাব ও সৌহৃদ্য ছিল। তিন জনেই নিত্য একত্রে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং অবসর পাইলে একত্রে থাকিয়া কালক্ষেপ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে মধ্যম সর্ব্বাগ্রে গত হন। কিন্তু তাহার পরেও জ্যেষ্ঠ যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত সংসারে সুখ ও শান্তি শত ধারায় প্রবাহিত ছিল।

বিশ্বনাথের কন্যা ব্রহ্মময়ীর কলিকাতা হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ই. বি. রেলের আখড়া ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ ২৪ পরগণার মণিখালি-কৃষ্ণ-নগরের ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। এই স্বভাব কুলীন সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠীর বংশ-তালিকা দেওয়া হইল :—


১। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২। রাজারাম
৩। রামতনু
৪। গৌরমোহন
কৃষ্ণচন্দ্র
(অন্য ভ্রাতাগণ)
৫। ঈশানচন্দ্র
নবীনচন্দ্র
গিরিশচন্দ্র
৬। ভুবনমোহন
শশিভূষণ
চন্দ্রভূষণ
বিধুভূষণ
উপেন্দ্রনাথ
ব্রজেন্দ্রনাথ
বগলা
লক্ষ্মী
৭। সতীশচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
অতুললাল
বাদল
বুড়ু
প্রফুল্লকুমার
প্রমোদকুমার
প্রশান্তকুমার
৮। শৈলেশচন্দ্র
অশোকচন্দ্র
(৭) ললিতমোহন
যামিনীমোহন
অবনীমোহন
দীপ্তিমোহন


৫। ঈশানচন্দ্র
নবীনচন্দ্র
৬। বগলা (রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
লক্ষ্মী (গোপালচন্দ্র চট্টো)
অবিনাশচন্দ্র
নসিরাম
শীতলচন্দ্র
নন্দলাল
৭। বিনোদবিহারী
বিপিনবিহারী
বঙ্কিমবিহারী
ধনেন্দ্রনাথ
মণীন্দ্রনাথ
সনৎকুমার ইত্যাদি
বনবিহারী ইত্যাদি
সুধাংশু ইত্যাদি
সন্তোষ ইত্যাদি
শচীন্দ্রনাথ
জিতেন্দ্রনাথ
৫। গিরিশচন্দ্র
৬। বানেশ্বরী (উপেন্দ্রনাথ চট্টো)
মণীন্দ্রমোহন
যতীন্দ্রমোহন
সুরেন্দ্রমোহন
৭। শরৎকুমার
হেমন্তকুমার
বসন্তকুমার
সুধীরেন্দ্রমোহন
ফণীন্দ্রমোহন
অবণীন্দ্রমোহন
মদনমোহন
দ্বিজেন্দ্রমোহন
ধীরেন্দ্রমোহন
জিতেন্দ্রমোহন
রবিন্দ্রমোহন
হীতেন্দ্রমোহন ও অন্যান্য

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গঙ্গাতীরস্থ মণিখালি-কৃষ্ণনগর (আখরা, ই. বি. রেল লাইন) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এবং তিনি, তাঁহার পুত্র ও পৌত্র, ইংরাজের সংস্রবে আসিয়া বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন ও প্রভূত ধনশালী হন। তাহার পর গৌরমোহনের সময় এই বংশের সাতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হয়। এবং মণিখালির সন্নিকটস্থ বহুগ্রাম ও কলিকাতার শিমুলিয়া অঞ্চলের বিশ পঁচিশ খানি পাকা ও কাচা বাড়ী তাঁহাদের সম্পত্তি-ভুক্ত হয়। গৌরমোহন অতি স্বধর্ম্মানুরাগী ও কৃতি লোক ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৎসলতা আদর্শ-স্থানীয় ছিল। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম ও সকল পূজাপার্ব্বনাদি অতি সমারোহের সহিত, তাঁহার মণিখালির বিশাল অট্টালিকায় সমাহিত হইত ও তদুপলক্ষে জাতি-নির্ব্বিশেষে বহু দরিদ্র অন্নবস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইত। কলিকাতাতেও তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত ধনী বলিয়া সেকালে সুপরিচিত ছিলেন। সিমলার নিকট কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে, ও তাহার পশ্চিম পার্শ্বে তাহার নামের রাস্তা গৌর মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে তাঁহাদের অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। নিঃসন্তান গৌরমোহন তাহার সমস্ত সোপার্জ্জিত ও পৈত্রিক সম্পত্তি ভ্রাতাদের দিয়া যান। কিন্তু তাঁহার অন্তে তাঁহার কনিষ্ঠদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ ও অন্যান্য সূত্রে বহুতর বিবাদাদি ঘটে এবং তাহার ফলে তাঁহারা ঋণজালে জড়িত হন ও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়।

গৌরমোহনের ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশান, নীলমণি মতিলালের ভগ্নীপতি ও কনিষ্ঠ পুত্র গিরিশ, তাঁহার জামাতা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই, ইঁহাদের মধ্যম ভ্রাতা নবীনচন্দ্র, এবং তাঁহাদের সকলের পুত্রকন্যা ভগ্নীপতি, ভাগিনেয় ও জামাতারা বহুকাল মতিলাল বাবুদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। বিশ্বনাথের দৌহিত্রগণের মধ্যে ঈশানচন্দ্রের মধ্যম পুত্র

শশীভূষণ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শশীভূষণ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই, তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চার অপূর্ব্ব অনুরাগ ছিল। মাতুল পুত্রগণের সহিত তিনিও হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন ও তাঁহাদেরই সহিত বাড়ীতে (দর্জী পাড়ার) নয়নচাঁদ দত্তর ষ্ট্রীট নিবাসী সরকারী বাণিজ্য সম্পর্কীয় বার্ত্তা-বিভাগের (Director of Statistics and Deputy Director of commercial Intelligence) ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। শশীভূষণ ভ্রমক্রমেও কখন অকারণে কালক্ষেপ করিতেন না। স্বর্গীয় পিতৃদেব বলিতেন যে তাঁহার শশীদাদা, পূজাপার্ব্বণ, যাত্রা, নাচ প্রভৃতি সমারোহের সময়েও মতিলালদের লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি নিত্য অপরাহ্ণে বিশ্বনাথের শিয়ালদহের (বেলেঘাটা রোডে) বাগানের ভাড়াটিয়া কাপ্তেন পামারের (Captain Frank Palmer) নিকট সেক্সপিয়ার, মিল্‌টন, প্রভৃতি ইংরাজী কাব্য ও অন্য সাহিত্যাদি পড়িতে যাইতেন। কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভাগলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অতি শীঘ্রই তথায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, সরকারী উকীল মনোনীত হন। আইন ব্যবসায়ে শশীভূষণ প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন এবং ক্রমে সাংসারিক ঋণাদি পরিশোধ করিয়া, পৈতৃক বহু নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার করেন। ভাগলপুরে গঙ্গাতীরে তাঁহার প্রকাণ্ড বাংলা, বাগান ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি ছিল। এবং সে বাটীতে তাঁহার আত্মীয়-বর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের মুক্তদ্বার ছিল। কলিকাতা হইতে ইহাদের কেহ যাইলে, অন্ততঃ দুই চারিমাস কাছে না রাখিয়া তিনি তাঁহাদের নিষ্কৃতি দিতেন না।

উপার্জ্জন ব্যপদেশে প্রবাস-বাসী হইলেও, শশীভূষণ কলিকাতার শ্রীনাথ দাসের লেনে সুবৃহৎ ভদ্রাসন প্রস্তুত করান। মাতুলগণের সম্পত্তি বিভাগ হইবার পর ১৮৬৯।৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, সপরিবারে ভ্রাতৃবৎসল শশীভূষণের এই বাটীতে চলিয়া আইসেন ও বহুকাল এখানে একান্নভুক্ত থাকিয়া বসবাস করেন। এই সুবৃহৎ পরিবারের সাংসারিক সাধারণ সকল ভার তিনি বিদেশে থাকিয়াও বহন করিতেন। শেষ জীবনে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, কলিকাতায় ফিরিবার পর তিনি প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীকে ভদ্রাসন নিম্মাণ করিবার জন্য, অর্থ সাহায্য করেন।

তাঁহার পঞ্চম ভ্রাতা উপেন্দ্রকে (ভুলু বাবু) বিলাতি ঔষধের ব্যবসা করিবার জন্য আদি মূলধনও তিনি দিয়াছিলেন। অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতা গুণে উপেন্দ্রের এ ব্যবসায়ে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্রেরা O. N. Mookherjee & Sons নামে কলিকাতার কয়েক স্থানে ও দার্জ্জিলিংয়ে কারবার চালাইতেছেন এবং নিজেরা ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া পৈতৃক ব্যবসায়ের ও সম্পত্তির উন্নতি করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন।

শশীভূষণ খ্যাতনামা সেকালের এটর্ণি সিমলা নিবাসী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কন্যা মোক্ষদাদেবীকে বিবাহ করেন। ভারত বিশ্রুত ডবলিউ. সি. বানার্জ্জি ইহার শ্যালক ছিলেন। তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বর্গীয়া সরস্বতী দেবী, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশোদ্ভবা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা বাল্য বিধবা হওয়ায়, স্বাধীন চেতা শশীভূষণ তাঁহার পুনরায় বিবাহ দেন। রুগ্ন শরীরে তাহার পর তিনি নিজে কয়েকবার সিংহল ও একবার সস্ত্রীক হংকং সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আইসেন। দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া শশীভূষণের ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গলাভ হয়।

মোক্ষদা দেবীও স্বামীর ন্যায় অতিথিপরায়ণ, বিপন্নের আশ্রয় ও মুক্ত হস্ত ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্য-সেবা সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। "বনপ্রসূন" "সফল স্বপ্ন" ও "কল্যাণ প্রদীপ" তাঁহারই রচিত। সধবা অবস্থায় তিনি স্বামীর সহিত একবার অর্ণবপোতে নানা দেশ ভ্রমণ করেন; আর তাহার পর বিধবা হইয়া তাঁহার ভগ্নীগণকে লইয়া ভারতের প্রায় সকল তীর্থই দর্শন করিয়াছিলেন।

শশীভূষণের প্রথম জামাতা ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ডেপুটিকলেক্টর ও দ্বিতীয় জামাতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষাল ভগলপুরের উকিল ছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা বিনোদিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণ চন্দ্র বিলাতে পড়িয়া I. M. S. ভুক্ত হইবার পর, বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে General Townsendএর বাহিনীর সহিত মেসোপটেমিয়ায় Kut-el-amaraয় বন্দী হন ও পরে বন্দী অবস্থায় সেথায় Rus-el-aim নগরে রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা চারুর দ্বিতীয় পুত্র অজিৎকুমার (হারু) বর্ত্তমানে বিহারের অন্যতম সাব্‌ডেপুটি কলেক্টার। স্বামীর সাঙ্ঘাতিক পীড়া হওয়ায়, চারু তাঁহার সহিত বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুত্রের কর্ম্মস্থল রাঁচিতে যান এবং তথায় স্বামীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, স্বেচ্ছায় কেরোসীন সংযোগে নশ্বর সতী দেহ দাহন করেন।

শশীভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিরকুমার সতীশচন্দ্র, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীন ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুরেশচন্দ্র এম, এ, প্রথিত-যশা এটর্ণি। সুরেশচন্দ্রের পুত্র শৈলেশচন্দ্রও এখন এটর্ণির আর্টিকেল ক্লার্ক। বর্ত্তমানে ইহারা আইন ব্যবসায়ীর বংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।



নীলমণি মতিলাল।

(২৭)

বিশ্বনাথের প্রথম পুত্র নীলমণি পিতার ন্যায় দীর্ঘকায় ও তাঁহারই ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পুরুষ ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি তখনকার দিনের ডাকঘরের (G. P. O.) দাওয়ান (বর্ত্তমানে ট্রেজারার) ছিলেন এবং সেই পদ হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। নীলমণি অতি উদার প্রকৃতি ছিলেন এবং বিপন্ন ও দরিদ্রের জন্য তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতি ছিল। ডাক বিভাগে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পরিচিত ও অপরিচিত অৰ্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শত শত বাঙ্গালীকে তিনি পোষ্ট অফিসে পাকা চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। সে সকল লোকের মধ্যে, অনেকের বংশধরগণ এখনও ডাক বিভাগে কাজ করিতেছেন। এক সময়ে ৺পূজার ছুটী উপলক্ষে মাসের প্রথম কয়দিন বন্ধ থাকায় ডাকঘরের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণ অগ্রিম বেতন প্রার্থনা করে। সে প্রার্থনা সরকার হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিতে বিলম্ব হইতে থাকায়, নীলমণি নিজ দায়িত্বে সকলকে অগ্রিম বেতন দিয়া দেন। পরে ডিরেক্টার জেনারেলের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছে। কিন্তু সেই বে-আইনীর জন্য তিনি নীলমণিকে তিরস্কারের পরিবর্ত্তে, তাঁহার সহৃদয়তার জন্য প্রশংসা করেন। বর্ত্তমানে বড় ডাকঘরের ট্রেজারার একটা মোটা টাকা জামিন স্বরূপ, ডিপজিট আছে। কিন্তু নীলমণিকে এক কপর্দ্দকও জামিন দিতে হয় নাই।

নীলমণি অতি সৌখীন লোক ছিলেন। তখনকার কলিকাতার নামজাদা মাণ্যগণ্য ধনী ভদ্র-সন্তানেরা প্রায় সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিলেন। বাটীর ছোট বড় সকল ক্রিয়া কর্ম্মে ও পূজাদিতে তিনি ভোজ, যাত্রা, বাইনাচ প্রভৃতির আয়োজন করাইতেন এবং এ সকল আমোদ প্রমোদে অনেক অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই,

তিনি সংসারে এ সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, আর তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার স্বর্গারোহণ কাল অবধি, ইহার কোনও অন্যথা ঘটে নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর তারিখে ইঁহার স্বর্গ লাভ হয়।

নীলমণি প্রথম পক্ষে মলঙ্গার প্রসিদ্ধ "গুড়" পরিবারে বিবাহ করেন। এখন গুড়েরা ভদ্রাসনচ্যুত ও নানাস্থানী হইয়াছেন। এই বধূ, শিবপ্রসন্ন নামে এক পুত্র ও কাদম্বিনী নামে এক কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সে অকালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র শিবপ্রসন্নও বিবাহের অল্পকাল পরে যৌবনের প্রারম্ভেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেজন্য নীলমণি তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ চণ্ডীদেবীকে ৺কাশীধামে একখানি বাটী করাইয়া দেন ও মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বিশ্বনাথের মধ্যম পুত্র গোবিন্দলালের মৃত্যুর পর চণ্ডীদেবী তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে ৺কাশী বাসী হন। সে অবধি তিনি আর শ্বশুরালয়ে ফিরেন নাই। প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে, তাঁহার ৺কাশী প্রাপ্তি হয়।

নীলমণির কন্যা কাদম্বিনীর, বিশ্বনাথের জামাতা ঈশানচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। নীলমণি গিরিশকে বাটীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখান এবং গিরিশও নিজ মেধা ও অধ্যবসায় গুণে ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ইঁহার ডাক নাম "ধর্ম্ম" বাবু ছিল। ভ্রাতা শিবপ্রসন্নের ন্যায়, কাদম্বিনীও যৌবনকালে এক কন্যা ও তিন শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। কিন্তু ধর্ম্মবাবু আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই।

বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ হইলে ধর্ম্মবাবু কিছুকালের জন্য ডাকঘরের মণিঅর্ডার বিভাগে নীলমণির কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণের ব্যক্তিগত সহকারী (Personal Assistant) নিযুক্ত হন। তাহার পর, তিনি বাঙ্গালার একাউটেণ্ট জেনারেলের অফিসে যান এবং কালে সেখানে

করেসপণ্ডেন্স বিভাগের সুপরিণ্টেডেণ্ট হন। ও সেই পদ হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। ধর্ম্মবাবু বরাবরই মতিলাল বাবুদের সংসারে ছিলেন; কিন্তু শেষটা নীলমণির পুত্রদ্বয় পৃথগন্ন হওয়ায়, তিনি ২০২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে আবাস বাটী করাইয়া সেইখানে চলিয়া যান।

অবসর গ্রহণের পর, ধর্ম্মবাবু কিছুদিন পাইকপাড়া ষ্টেটের সহকারী ম্যানেজারী করেন। কিন্তু তাহাতে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে থাকায় সে পদত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। ১৯১২ শকাব্দের ১৭ই আশ্বিন (শুক্লা ষষ্ঠী তিথি, মঙ্গলবার, ইং ৩রা অক্টোবর, ১৯০৫) তারিখে ধর্ম্মবাবুর স্বর্গলাভ হয়। তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র, উদার প্রকৃতি ও কোমল স্বভাব ছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তিনি বড় ভাল বাসিতেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে, নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও তিনি নিজে গিয়া, নিত্য তাহার সংবাদ লইয়া আসিতেন। রোগ সংক্রামক হইলেও, তিনি দ্বিধা করিতেন না।

ধর্ম্মবাবু উচ্চ শ্রেণীর সতরঞ্চ (দাবা-বড়ে) খেলোয়াড় ছিলেন; এবং বিদ্যাচর্চ্চা ও নানা বিষয়ণী জ্ঞানার্জ্জনে তিনি আজীবন অনুপ্রাণিত ছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময়, তাঁহার পুস্তকাদি পাঠে অতিবাহিত হইত। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উত্তম কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। কৃষিবিদ্যায়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং যতদিন মতিলাল-বাটীতে স্থান ছিল, ততদিন তিনি স্বহস্তে নানাবিধ গাছ-গাছড়া ও ফলের চাষ করিতেন। ধর্ম্মবাবুর পুত্রগণের মধ্যে, মধ্যম যতীন্দ্রমোহন অবসরপ্রাপ্ত আবকারির দারোগা (Excise Inspector); এবং পৌত্রগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এডভোকেট, ধীরেন্দ্র মধ্যভারতে রেলওয়ের ডাক্তার, রবীন্দ্র কলিকাতার ছোট

আদলতের ও অবণীন্দ্র দিল্লির আদালতের উকিল, সুধীরেন্দ্র সাব্‌ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ও ফণীন্দ্র বড়লাটের দপ্তরে সেক্রেটারিয়েট সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট, দ্বিজেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্রও ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মবাবুর কন্যা বানেশ্বরীর স্বামী উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও উকিল ছিলেন। কলিকাতায় জেলিয়া পাড়ায় তাঁহার দুই খানি বাড়ী থাকা সত্বেও মতিলাল বাবুরা, তাঁহাকেও স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিজেদের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। উপেন্দ্রের মৃতা কন্যা নিহারের স্বামী ভূবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের ডাক্তার। তাঁহার দুই দৌহিত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মেক্যানিকেল ইঞ্জিনিয়ার ও কনিষ্ঠ উকিল। উপেন্দ্রের তিন পুত্রই উকিল। তন্মধ্যে মধ্যম হেমন্ত কুমার অল্প বয়সেই গত হইয়াছেন। অপর দুইজনের মধ্যে, জ্যেষ্ঠ শরৎকুমার হাজারিবাগে ও কনিষ্ঠ বসন্তকুমার রাঁচিতে বর্ত্তমানে ওকালতি করিতেছেন। শরৎকুমারের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির এঞ্জিনিয়ার, মধ্যম রাঁচির উকিল ও কনিষ্ঠ মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। হেমন্তকুমারের পুত্রও সম্প্রতি রাঁচিতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন।

(২৮)

দ্বিতীয়পক্ষে নীলমণি এক স্বভাব ফুলে-মেলের কুলীন কন্যাকে বিবাহ করেন। পিতামহী বলিতেন নীলমণির স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে সংবাদ পাইয়া এক কন্যাদায়গ্রস্ত স্বভাব-কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার একমাত্র রূপবতী দুহিতা ভবতারিণীকে সঙ্গে লইয়া, বিশ্বনাথের নিকট উপস্থিত হন। বিশ্বনাথ প্রথমে দ্বিধা প্রকাশ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইয়াও তাঁহার অন্য সন্তানাদি নাই জ্ঞাত হইয়া ঐ স্বভাব কুলীনের কন্যার সহিত বিবাহে

সম্মতি দেন এবং অবশেষে বিবাহের সকল ব্যয়ভারও বহন করেন। এ পক্ষে নীলমণির দুইপুত্র ও এক কন্যা হয়। এই দুই পুত্রই সুপণ্ডিত ও মেধাবী ছিলেন এবং উভয়েই তখনকার দিনের ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন। কনিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর, খুল্লতাতের সহিত সম্পত্তি বিভাগহেতু, মামলা আরম্ভ হওয়ায়, তাঁহারা আর কলেজে পড়িতে যান নাই।

নীলমণির দ্বিতীয়পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দগোপাল প্রখরবুদ্ধি, সদাশয় ও মিষ্টভাষী সুপুরুষ ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সেও শিক্ষক রাখিয়া ইনি ফ্রেঞ্চ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং একবার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আইসেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা ছিল। বেহালা, এসরাজ, বীণ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, তিনি উৎকৃষ্ট রূপে বাজাইতে পারিতেন। ইঁহাদের এক সখের যাত্রার দল ছিল। তাহাতে আসরে বসিয়া তিনি বাজাইতেছেন, সে দৃশ্য এখনও অনেকের স্মরণ আছে। এই সখের দলে, তাঁহার সমবয়স্ক খুল্লতাত পুত্রগণের প্রায় সকলেরই পৃষ্ঠপোষণ ছিল ও সকলেই বিত্তশাঠ্য ত্যাগ করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে ইনি নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন ও সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। ইঁহার হস্তলিপি প্রায় ছাপার অক্ষরের মত পরিষ্কার ও সুন্দর ছিল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা ইনি নিজ হস্তে বঙ্গভাষায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর হৃদ্রোগে স্বল্পকালের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করায়, সে পুস্তকের আর মুদ্রাঙ্কণ ঘটে নাই। নন্দগোপালও পিতার ন্যায় স্বভাব কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী কুসুম কুমারী এঁড়িয়াদহে (দক্ষিণেশ্বর) ঘোষাল বাবুদের দৌহিত্রী ছিলেন। ১৩১৬ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ত্রয়োদশীর দিন (ইং ১৫ই নভেম্বর, ১৯০৯) কুসুমকুমারী স্বর্গারোহণ করেন।

নন্দগোপালের এক কন্যা ও এক পুত্র ছিলেন। কন্যা স্বরৎ কুমারীর স্বনাম ধন্য রায় প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের পুত্র রজনীকান্তের সহিত বিবাহ হয়। প্রতাপ বাবু তখনকার দিনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের প্রধান ফটকের সম্মুখে কলেজ ষ্ট্রীটের উপর এই প্রতাপ চাটার্জ্জির লেন এখনও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। এই গলিতেই তাঁহার ভদ্রাসন ছিল। রজনী ব্রহ্মদেশীয় সেগুণ কাঠের ব্যবসায়ে দেউলিয়া হওয়ায়, অন্যান্য সম্পত্তির সহিত এই বাটীও বিক্রয় হইয়া যায়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সে সময়ে এই বাটী ক্রয় করেন। ইহার পরে বহুকাল রজনী সপরিবারে শশুরালয়ে থাকিয়া, ধর্ম্মবাবুর অধীনে পাইকপাড়া ষ্টেটে চাকুরী করিতেন। শেষ অবস্থায় রজনী পাইকপাড়ায় বাড়ী করেন। স্বরৎকুমারীর পুত্রেরা এখন সেই খানেই বসবাস করিতেছেন।

নন্দগোপালের পুত্র বিনোদগোপাল প্রিয়দর্শন, বন্ধুবৎসল ও হৃদয়বান লোক ছিলেন। কিন্তু অসংযতস্বভাব বন্ধুগণের কুপরামর্শে, পিতৃবিয়োগের স্বল্পদিন পরেই কলেজ ত্যাগ করিয়া ইউরোপ-ভ্রমণ করিতে যাওয়ায় ও ভগ্নীপতি রজনী ভিন্ন সম্পত্তির অন্য পরিদর্শক না থাকায়, বিনোদ গোপালের বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়। বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত বহুবাজারের বাজার, ইঁহারই অংশে পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রায় সাত বৎসর প্রবাস-বাস ও অমিতব্যয়িতার ফলে, এই বাজার বিক্রয় হইয়া যায়।

বহুবাজারের বাজার যে দিন হস্তান্তরিত হয়, সেই দিন সায়ংকালে, বাজারে বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত ৺কালী মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কালীকা দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর, বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীযুত রাস বিহারী কড়ুই দেবীগৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করান ও আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বিনোদগোপাল অপূর্ব্ব দাবা খেলোয়াড় ছিলেন। বোম্বাই আজমীর প্রভৃতি সুদূর প্রদেশাদি হইতে সমাগত খ্যাতনামা বহু ক্রীড়ককে, তাঁহার নিকট খেলার প্রতিযোগীতায় সাধারণের সমক্ষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে স্বর্গীয় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলীর ও বহু আত্মীয় কুটুম্বাদির উপস্থিতিতে বিনোদগোপাল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ইহার অত্যল্প কালের মধ্যে ইং ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ তারিখে (৪ঠা আশ্বিন ১৩১৬ শুক্লা ষষ্ঠীর দিন তিনি অকালে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পক্ষে, বিনোদগোপালের সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারের অন্যতম সত্বাধিকারী কৃষ্ণনগর বেদের পাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য়া ও ৩য়া কন্যার সহিত বিবাহ হয়। প্রথম পক্ষের স্ত্রী বসন্ত কুমারী একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া গত হন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হেমন্ত কুমারীর কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

বিনোদগোপালের পুত্র ননীগোপাল পিতামহের ন্যায় ললিত বালার গুণগ্রাহী ও প্রথম শ্রেণীর সেতার বাদক। আহিরীটোলা নিবাসী স্বভাব কুলীন সুপ্রসিদ্ধ পাট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় সূর্য্য কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী সাধন বালার সহিত ননীগোপালের বিবাহ হয়।

সাধনবালার ১৩৩৯ সালের ১৩ই কার্ত্তিক তারিখে, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া তিথিতে অকালে মৃত্যু ঘটে। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ও একটী মাত্র পুত্র। কন্যা সুষমার কাশীধাম নিবাসী গোঁদল পাড়ার জমিদার শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেশ্বরের সহিত বিবাহ দিবার

পর হইতে ননীগোপাল বৎসরের অধিকাংশ সময় ৺কাশীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র বিজন গোপালের এখন পঠদ্দশা। সুষমার বর্ত্তমানে দুইটী শিশুপুত্র ও দুইটী শিশুকন্যা।

(২৯)

নীলমণির ২য় পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজগোপাল গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, সৌখীন পুরুষ ছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিবার পর খুল্লতাতের সহিত দীর্ঘ স্থায়ী বৈষয়িক বিবাদ হেতু তাঁহার আর কলেজে পড়া ঘটে নাই। কিন্তু বিদ্যালোচনায় তাঁহার আজীবন অভূতপূর্ব্ব অনুরাগ ছিল। বিশ্বনাথের লাইব্রেরী তাঁহারই অধিকারে ছিল এবং এই লাইব্রেরীর তিনি বহুল শ্রীবৃদ্ধি করেন। কিন্তু বহুকাল একান্নভুক্ত থাকিয়া প্রৌঢ় বয়সে জ্যেষ্ঠের সহিত সম্পত্তি বিভাগ হইবার পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার পরামর্শে কুসিদ ব্যবসায় করিয়া তাঁহার বহু ধনক্ষয় হয়। এবং ক্রমে দুই তিনটী মূল্যবান পৈত্রিক সম্পত্তি এবং তৎসঙ্গে প্রায় শতাধিক বৎসরের পিতৃপুরুষের যত্নরক্ষিত ও কষ্টসঞ্চিত অমূল্য লাইব্রেরীও হস্তান্তরিত হইয়া যায়। ইহার পর তিনি সস্ত্রীক বিধবা জেষ্ঠা কন্যা মৃণালিনী ও তাহার শিশুপুত্রদ্বয়কে লইয়া ৺কাশীবাসী হন এবং সেথায় অল্পকাল বাসের পর ১৯০৫খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট তারিখে দুইটী মাত্র কন্যা রাখিয়া তাঁহার ৺কাশীলাভ হয়।

বিবাহের স্বল্পকাল পরেই ব্রজগোপালের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পক্ষে, তিনি সিকদার-বাগানের সিকদার বাবুদের বাটীতে বিবাহ করেন। পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি উইল করিয়া ভদ্রাসন ও সম্পত্তির অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত অংশ তাঁহার স্ত্রী জগৎমোহিনীকে দিয়া যান।

মৃণালিনীর শ্বশুর বিশিষ্ট ধনাঢ্য না হইলেও সঙ্গতিপন্ন ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অমিতব্যয়িতায় সে সকল বৈভব এককালে নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য জগৎমোহিনী. ব্রজগোপালের পরিত্যক্ত সকল সম্পত্তি মৃণালিণী ও তাহার দুই পুত্রকে দিয়া যান। সম্প্রতি ব্রজগোপালের সুবৃহৎ বসতবাটীখানি তাঁহার দৌহিত্র দ্বয়ের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

ব্রজগোপালের দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনীর, শিবপুরের প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলালের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহারা সুবিখ্যাত কে. এল. মুখার্জ্জি (বর্ত্তমান এস. সি. মুখার্জ্জি কোং) সত্বাধিকারী ও উচ্চশ্রেণীর ঠিকাদার। ই. বি. রেলের শিয়ালদহ হইতে প্রথম ৬৪ মাইল রেলরোড ও ইমারত সমূহ কলিকাতার সন্নিকটে ভাগিরথীর উভয় তীরস্থ বহু পাটের, কাগজের ও অন্যান্য কল এবং গঙ্গার ভাসমান সেতু ও নৈহাটীর সন্নিকটস্থ গঙ্গার উপর রেলের পুল (Bridge) ইঁহাদেরই নির্ম্মিত। নিম্নবঙ্গের কুলীনগণের মধ্যে অমৃতলাল ধনকুবের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে ইঁহাদের আদি নিবাস। ব্রজগোপালের কনিষ্ঠা কন্যা চারুবালার, দর্জ্জিপাড়ার (সিমলা) স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নগেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহের স্বল্পকাল পরেই মৃত্যু হয়।

(৩০)

নীলমণির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যা হেমাঙ্গিণী অতি সৌভাগ্যবতী ছিলেন। দশ বৎসর মাত্র বয়সে, তাঁহার সিমলা নিবাসী প্রাচীন হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্ণি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বনামধন্য ভারতবিশ্রুত মিষ্টার ডব্লিউ, সি, বানার্জির (উমেশচন্দ্র) ওরফে মতিবাবুর) সহিত বিবাহ হয়। ইঁহার পিতামহ পীতাম্বর

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীনকালের কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। কলিকাতায় ইঁহার অনেক জমিজমা ছিল এবং খিদিরপুর অঞ্চলে ইঁহার উদ্যানবাটী ও অন্য বহু ভূসম্পত্তি ছিল। নিজে আইন ব্যবসায়ী না হইলেও, তিনি কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন এটর্ণি কলিয়ার বার্ড কোম্পানীর মুৎসুদ্দী ছিলেন। উমেশের পিতা গিরিশচন্দ্র ঐ অফিষে কেরাণী থাকিয়া, সেইখান হইতেই এটর্ণি হন।

বিবাহের সময় উমেশ চন্দ্র "ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে" পড়িতেন। কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা যাত্রা ও থিয়েটারে তাঁহার অনুরাগ অধিক ছিল। পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে প্রথমবার ডাউনিং কোম্পানী ও দ্বিতীয়বার গিলাণ্ডার্স কোম্পানি নামক এটর্ণির অফিসে শিক্ষানবিসী করিতে দেন। কিন্তু তখনও উমেশচন্দ্র, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বন্ধুগণের সহিত থিয়েটার লইয়া মত্ত থাকিতেন। সেজন্য গিরিশচন্দ্র পুত্রকে এটর্ণির অফিস হইতে ছাড়াইয়া "বেঙ্গলি" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষের হস্তে অর্পণ করেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে মাসিক ২০৲ মাত্র বেতনে ইংরাজীতে সংবাদ সঙ্কলন ও প্রস্তাব রচনা করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। "বেঙ্গলির" সংস্রবে থাকিয়া উমেশচন্দ্রের ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় বুৎপত্তি জন্মে এবং এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ-সেবার বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাহার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কুড়ি বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি পার্শি ধনকুবেরের রস্তমজী জামসেটজী জিজিভয়ের প্রদত্ত পাঁচটী ছাত্রবৃত্তির মধ্যে একটী বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া বিলাতে ব্যবস্থাশাস্ত্র শিখিতে যান ও তিন বৎসর পরে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রসার বা প্রতিপত্তির ব্যাঘাত হয় নাই।

অসাধারণ প্রতিভা, অপূর্ব্ব মেধা, অদম্য অধ্যাবসায় ও অনুপম নিপুণতা, তাঁহার উন্নতির মূল হেতু। হাইকোর্টে যোগ দিবার মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর পরে, তিনি তিন চার বার অস্থায়ী ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। বঙ্গদেশীয়গণের মধ্যে এ পদে ইঁহার পূর্ব্বে কেহ নিয়োজিত হন নাই। তদ্ভিন্ন এই সময় উপর্য্যুপরি দুইবার তিনি বিচারপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু দুইবারই তিনি জজিয়তি করিতে অস্বীকার করেন। উমেশচন্দ্র বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-ফ্যাকাল্‌টির সভাপতি ছিলেন ও তিন চারি বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

ভারতের জাতীয় মহাসভার (কন্‌গ্রেস) প্রথম ও অষ্টম অধিবেশনে, তিনি সভাপতি মনোনীত হন। প্রায় বিশ বৎসর ব্যারিষ্টারি করিবার পর তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর ৺পূজার বন্ধে, সস্ত্রীক বিলাত যাইতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে লণ্ডনের সহরতলি ক্রয়জনে "খিদিরপুর হাউস" নামে বসতবাটী করিয়া, বিলাতেই প্রিভিকাউন্সিলের ব্যারিষ্টার হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচনের চেষ্টা হয়। কিন্তু সে সময়ে তিনি কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং ইহার দুই বৎসর পরে, ৬২ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়।

হেমাঙ্গিনীকে দীর্ঘকাল বৈধব্য ভোগ করিতে হয় নাই। স্বামীর মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন। ইঁহাদের চারি পুত্র ও চারি কন্যা। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র সরলকৃষ্ণের বাল্যে অকাল মৃত্যু ঘটে। অবশিষ্ট তিন পুত্রই বিলাতের গ্রাজুয়েট ও ব্যারিষ্টার হন এবং কন্যাদের মধ্যে প্রথমা লণ্ডনের M. B. ও দ্বিতীয়া লণ্ডনের M. D. উপাধিধারী ডাক্তার হন। পুত্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম ৺পরলোকগত কমলকৃষ্ণ-শেলী হাইকোর্টের সরকারী রিসিভর ছিলেন

এবং দ্বিতীয় কালীকৃষ্ণ-উড্ বর্ত্তমানে রেঙ্গুনের ও কনিষ্ঠ রতনকৃষ্ণ-ক্যারান্ এক্ষণে কলিকাতার হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। আর কন্যাগণের মধ্যে, প্রথমা বিলাতী ব্যারিষ্টার লোকান্তরিত ব্লেয়ার সাহেবের বিধবা পত্নী এবং তৃতীয়া ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ চৌধুরী মহাশয়ের ও কনিষ্ঠা ব্যারিষ্টার পি, কে, মজুমদার মহাশয়ের গৃহিনী। উমেশচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যার কুমারী অবস্থাতেই মৃত্যু হয়। লাহোরে হাঁসপাতালের জন্য ইনি প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

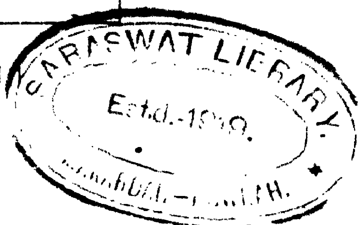
নীলমণির স্ত্রী ভবসুন্দরী দীর্ঘজীবি ছিলেন। পুত্রদ্বয় ও জামাতা গত হইবার পর, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে (২৮ শে ভাদ্র ১৩১৩, কৃষ্ণ দশমীর দিন) তাঁহার ৺গঙ্গালাভ হয়। তাঁহার পৌত্র বিনোদ-গোপাল তৎকালে বিলাতে থাকায়, তাঁহার নাবালক প্রপৌত্র তাঁহার ঔর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন।

(৩১)

বিশ্বনাথের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দলাল গৌরবর্ণ, উন্নতকায়, সৌম্যমূর্ত্তি ও বলিষ্ঠ লোক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলমণির ন্যায়, ইনিও ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সাহিত্য চর্চ্চায় ইঁহারও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং পরোক্ষে পিতার লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি ইঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। বাটিতে পারিবারিক ও সংসারিক সকল ভারই ইঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। পিতার জীবদ্দশায় ইনি তথকার কুঠিওয়ালা পামার কোম্পানির (Palmer & Co.) প্রধান অংশীদার জন পামারের পুত্র, সিভিল পে-মাষ্টার ডব্লিউ. পি. পামারের (William Paffin Palmer, I. C. S. Civil Paymaster) দাওয়ান ছিলেন। তাহার পর সরকারের আদেশে ঐ পদ উঠিয়া যাইলে, ইনি কলিকাতার হাইকোর্টে শেরিফের মুৎসুদ্দি



গোবিন্দচন্দ্র মতিলাল



হন। কিন্তু রক্তের চাপ বৃদ্ধির রোগ ঘটায়, দশ বার বৎসরের মধ্যে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পিতামহী বলিতেন ইহার পর, তৎকালীন ডাক্তারী চিকিৎসার প্রথামত প্রায়ই ঘাড় ফুঁড়িয়া দিয়া বা জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করাইয়া, তাহাকে রোগমুক্ত রাখিতে হইত। কিন্তু এই রোগেই অবশেষে অকালে ৪৩।৪৪ বৎসর মাত্র বয়সে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে (শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর ইনি ১৬ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায়, ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত সকল দান, পূজাপার্ব্বণ ও ক্রিয়াকলাপ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া ছিলেন।

তাঁহার অসীম সাহস ও অমানুষিক শক্তি ছিল। ২৪ পরগণার থানা ভাঙ্গড়ের এলেকাস্থিত পরগণা-পাইকহাটীর তালুক কিনিবার পর, দখল-বাবদ স্থানীয় কতিপয় প্রবল জমীদারের সহিত বিশ্বনাথের সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে ও ক্রমে নায়েব গোমস্তা দ্বারা সে বিবাদের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। তজ্জন্য বিবাদ মিটাইবার নিমিত্ত বিশ্বনাথ তাঁহার মধ্যম পুত্রকে তথায় পাঠান। সেথায় গিয়া অকারণ কালক্ষেপ ঘটিতেছে ও মিটমাটের সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূর-পরাহত হইতেছে দেখিয়া, গোবিন্দলাল পিতার আদেশ মত অবশেষে তাঁহাদের সহিত শান্তিস্থাপন কামনায় অর্থ দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা বল প্রয়োগে জিদ বজায় রাখিতেছেন ও মীমাংসায় পরাঙ্মুখ হইতেছেন দেখিয়া, তিনি কয়েকজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া বিপক্ষ পক্ষদের শতাধিক লাঠিয়াল ও অন্য লস্করগণকে প্রায় দুই মাইল তাড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাধরী নদীর পরপারে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। এইরূপে তালুক দখল হইলে, অধিকার সত্ব লইয়া ইহার পর বিশ্বনাথকে আর ব্যস্ত হইতে হয়

নাই। বাটীতে ৺দুর্গা ও ৺জগদ্ধাত্রী পূজার ঘাতক-কামার সময় মত উপস্থিত না হইলে বলিদানের কার্য্য তিনি নিজেই করিতেন। কিন্তু অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন হইলেও তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী ছিলেন না। তিনি নিজে মিতভাষী ও "রাসভারী" লোক ছিলেন। সেজন্য তিনি অপরের অনর্থক বাক্য বিন্যাস ভালবাসিতেন না। কর্ম্মবীর বলিয়া, সংসারের সকলেরই তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস ছিল এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করিত। এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্য গুরুজনেরাও তাঁহার অমতে কোনও কাজ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন।

গোবিন্দলাল নদীয়া জেলার শান্তিপুরের ভূতপূর্ব্ব জমীদার মতি রায়ের একজ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত কন্যা শিবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। পিতামহী বলিতেন এই মতিরায় তখনকার দিনের একজন দুর্দ্দান্ত জমীদার ছিলেন। একবার তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও জমীদারদের মহাল বে-আইনী বলপূর্ব্বক দখল করেন এবং একদিনের মধ্যে তাঁহাদের কাছারি বাটী প্রভৃতি ভূমিসাৎ করিয়া সেখানে পুষ্করিণী খনন করান। কিন্তু পুলিসের তদন্ত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাত্রিযোগে ৬৪ দাঁড়ের এক ছিপে কলিকাতায় আসিয়া মতিলাল বাবুদের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও পরদিন প্রাতে গোবিন্দ-লালের সঙ্গে যাইয়া কলিকাতার শেরিফের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে মোকদ্দমার সময় শেরিফ তাহা উল্লেখ করেন। এইরূপ সাফাই সাক্ষ্য মতিলাল বাবুদের সাহায্যে সংগৃহীত হওয়ায়, সে যাত্রা মতি রায় নিষ্কৃতি পান। শিবসুন্দরীর অপর এক খুল্লতাত পুত্র স্বর্গীয় হরিনাথ রায় (চলিত নাম "হরি রায়") মতিলাল বাবুদের তদানীন্তন কেরাণী বাগানের বিস্তৃত বস্তির (এখন হেথায় পার্ক হইয়াছে) সন্নিকটে শান্তিপুরের ধুতি এবং শাড়ীর ব্যবসা করিতেন। কলিকাতার সেকালের সকল সম্ভ্রান্ত লোকই তাঁহার প্রসিদ্ধ দোকানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

মতিলাল বাবুদের সম্পত্তি বিভাগের সময়, শিবসুন্দরী স্বর্গীয় শ্বশুরের রূপার বাসনের অংশ এত অধিক পাইয়াছিলেন যে তাহা হইতে সংসারে ব্যবহারের জন্য রাখিয়া ও পুত্রকন্যাদের মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াও, অবশিষ্ট অংশ বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে তিনি ১৮ নং দুর্গাপিথুড়ী লেনে একখানি বাটী ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্পত্তির বিভাগে বিশ্বনাথের ভদ্রাসনের অংশ না পাওয়ায়, দুই তিন বৎসর পুত্রকন্যাগণকে লইয়া শিবসুন্দরী প্রথম ব্যানার্জ্জি লেনে নিজেদের এক বাটীতে ও পরে জেলিয়া পাড়ায় (বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনে) এক ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। তাহার পর বিশ্বনাথের বাটীর পশ্চিমে দুর্গাচরণ পিথুড়ীর গলিতে ভদ্রাসন প্রস্তুত হইলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সেখানে চলিয়া আইসেন; এবং স্বীয় আবাসে "দধিবামণ শিলা" ও "বাণেশ্বরলিঙ্গ" প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার দুই চক্ষে ছানি পড়ায় তিনি অন্ধ হইয়া যান। তৎকালীন চক্ষুরোগ চিকিৎসক সাণ্ডার্স সাহেবকে দিয়া সে ছানি তোলান হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি দৃষ্টি-শক্তি আর পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই। অর্থাভাব না থাকিলেও, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অশিষ্টাচার ও উপেক্ষায় এবং কনিষ্ঠপুত্রের ব্যাভিচার ও দুর্ব্যবহারে তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ নিরানন্দময় হইয়াছিল। শিবসুন্দরীর সাতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল। তিনি উত্তর পশ্চিমের অধিকাংশ তীর্থই দর্শন করিয়াছিলেন এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম এবং ব্রতাদির প্রায় সকল অনুষ্ঠান গুলিই তিনি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(৩২)

গোবিন্দলাল তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া যান। মৃত্যুকালে, কেবল মাত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাবালক ছিলেন। অন্য দুই পুত্রের তখনও

নাবালক অবস্থা ছিল। সুতরাং পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার জেষ্ঠপুত্র রাজেন্দ্রনাথের হস্তেই বহুকাল অর্পিত ছিল। রাজেন্দ্রনাথ সেকালের "জুনিয়ার স্কলার" ছিলেন এবং ইংরাজী ভাল বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চায় তাহার বড় অনুরাগ ছিল না। অত্যধিক অস্মিতা, অহমিকা ও সানুরক্তিতার নিমিত্ত তিনি অস্বাভাবিক আত্মাভিমানে আত্মহারা ছিলেন। মতিলাল বংশে মামলা, মোকদ্দমা ও হাইকোর্টের অন্তর্নিবেশ, ইঁহার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। স্বীয় খুল্লতাত হইতে আরম্ভ করিয়া জেষ্ঠতাত পুত্রগণ, মাতা, সহোদর ভ্রাতারা, পারিপার্শ্বিক জমিদার ও ভূম্যাধিকারীবর্গ প্রভৃতি কাহারও সহিত তাঁহার মামলা করিতে বাকি ছিল না। ইহার ফলে তাঁহাকে দুই তিন বার অবমানিত, অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হইতে এবং পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, শেষ দশায় হীনভাবে দিনযাপন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

রাজেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট "সেতারী" ছিলেন। মতিলাল বাবুদের সখের যাত্রা দলের ইনি এবং নন্দগোপাল, প্রকৃতপক্ষে প্রধান অধিনেতা ও নায়কের অভিনেতা ছিলেন। প্রকৃত মণিমুক্তা ও সুবর্ণ গঠিত অলঙ্কার ও সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া ইঁহারা আসরে নামিতেন। কাশীনাথের কন্যার দৌহিত্র সারদা ঘোষালকে লইয়া বিশ্বনাথের ওয়াটারলু ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে, ইনি এক সুবৃহৎ হোটেল করেন। সারদার ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ ও নন্দগোপাল মতিলালও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এতগুলি পরিচালক থাকা সত্বেও, পরিদর্শনের অভাবে এ ব্যবসা উঠিয়া যায় এবং ইঁহারা সকলেই অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

রাজেন্দ্রনাথ বেহালার সুবিখ্যাত রায় বংশে, হরকালী রায়ের অন্যতমা কন্যা নিস্তারিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী সাতিশয় পতিপুত্রপরায়ণা ছিলেন। বিশ্বনাথের পুত্রবধূও পৌত্রবধূগণের মধ্যে

ইনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন এবং রন্ধন শাস্ত্রে ইঁহার অনুপম দক্ষতা ছিল। বন্ধু ও কুটুম্ববর্গ ইঁহার রান্না খাইয়া চিরদিন একবাক্যে সুখ্যাতি করিতেন। ১৩১১ সনে রাজেন্দ্রনাথেরও তাহার বৎসরাধিক পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্রনাথের এক পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে পুত্র অঘোরচন্দ্র অকালে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে (১৯শে পৌষ ১৩০০ সালে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজেন্দ্রনাথের কন্যা হারামণির দক্ষিণেশ্বর (এঁড়িয়াদহ) নিবাসী, গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়।

ঈশানচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হইতে L. M. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই, একটী শিশুকন্যা ও তিনটী অবগণ্ড পুত্র রাখিয়া বিসূচিকা রোগে তিনি দেহত্যাগ করেন। পুত্রবিয়োগের স্বল্পকাল পরেই, প্রসন্নকুমারের স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। কিন্তু পরম মঙ্গলময়ের কৃপায়, তিনি নিজে ৮৩।৮৪ বৎসর অবধি জীবিত ছিলেন। তাঁহার যত্নে তাঁহার পৌত্রী ও পৌত্রগণ কখনও পিতৃহীন বলিয়া অনুভব করেন নাই। হারামনির কন্যা চারুবালার তালতলায় ডাক্তার লেন নিবাসী, ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহারা উভয়েই এখন পরলোকগত। বর্ত্তমানে চারুবালার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিজনকুমার মুন্সেফ, মধ্যম হিরণকুমার ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ও কনিষ্ঠ কানাইলাল উকীল।

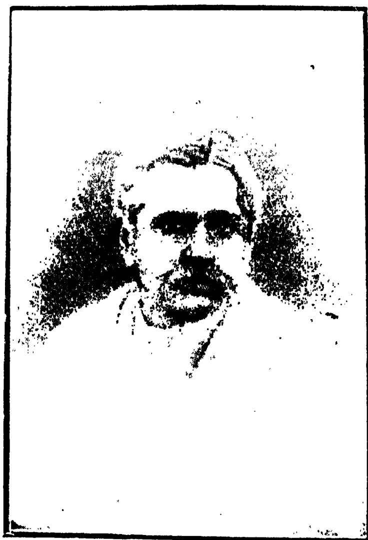
হারামণির দ্বিতীয় পুত্র চুনিলাল কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের অন্যতম এসিষ্টাণ্ট কলেক্টর ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র মণিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়লাল M. A. বর্ত্তমানে ইচ্ছাপুরের সরকারী গোলাখানার অন্যতম

প্রধান সহকারী। বিনয়লাল একাউন্ট্যান্ট জেনারেল রায় প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের অন্যতম জামাতা।

(৩৩)

গোবিন্দলালের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৩.১৪ বৎসর মাত্র ছিল। পিতার ন্যায় ইনিও বৃষস্কন্ধ, উন্নত দেহ, সুপুরুষ, শক্তিমান ও সৎসাহসী ছিলেন। যৌবনে তাঁহার বাহুদ্বয় অপর সাধারণের জঙ্ঘার ন্যায় স্থূল ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ব্যায়াম চর্চ্চায় অত্যধিক অনুরাগ ছিল এবং ৩৪।৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিয়াছিলেন। সুদূর উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে খ্যাতনামা কুস্তীগির্‌রা, তাঁহার সহিত কুস্তি করিতে আসিত। পুলিশ প্রহরীগণ এবং পাঠান সিপাহী কাবুলিওয়ালারাও তাঁহার দৈহিক বলের জন্য তাঁহাকে সম্মান করিত। সন্তরণেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়দিগকে সকল প্রকার ব্যায়াম-অভ্যাস করিবার জন্য তিনি নানারূপে উৎসাহ দিতেন এবং সেজন্য অর্থব্যয় করিতে কোনও কালে কাতর হইতেন না। তিনি গল্প করিতেন যে, তাঁহার বাল্যকালে, হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাচীন ভদ্রাসনের পশ্চাতে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এক বিস্তৃত জলাশয় ছিল। মতিলাল বাবুদের বাটীর পূর্ব্বদিকে এই সুবৃহৎ পুষ্করিণী সংলগ্ন থাকায়, তাঁহারা সপরিবারে এইখানেই ঘাট সরিতেন এবং এই পুষ্করিণীতেই বিশ্বনাথের ভগ্নী গোকুল-মণির জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর (সিধুবাবুর মাতার) নিকট তিনি সন্তরণ শিক্ষা করেন। বর্ত্তমানে এই পুষ্করিণীর খোলার-বস্তিতে পরিণতি হইয়াছে।

পিতামহের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথও সধর্ম্মপরায়ণ ও আশ্রিত বৎসল ছিলেন। তিনি নিত্য প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত



দেবেন্দ্রনাথ মতিলাল

দেবতাদের নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বনাদি ও পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পনাদি কোনও অনুষ্ঠানের ক্রুটি হইতে দিতেন না। অকাতরে দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দিতে ও বন্ধুবান্ধবদের ভোজন করাইতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। ভোজন-পটু লোক তাঁহার নিকট বিশেষ আদৃত হইত এবং তাহাদের প্রীতির জন্য তিনি কখনও ব্যয়কুণ্ঠ হইতেন না। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার বাটী ভগিনী, ভগ্নীপতি, ভাগিনেয় ভাগিনেয়বধূ, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ী-জামাতা তাহাদের সন্তানাদি এবং অন্য পরিজনে পূর্ণ ছিল। আমলা, সরকার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা তাঁহার অনু-মতির অপেক্ষা না করিয়াই পিতা পুত্র ও ভ্রাতাদের অন্ন, তাঁহারই সংসার হইতে সংগ্রহ করিত। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ আশুতোষ আমরণ-স্থায়ী আইন আদালত করিয়া, তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি এতই উদার-স্বভাব ও কোমল প্রকৃতি ছিলেন যে, শেষ দশায় অর্থকষ্ট হইলে, তিনি নিত্য দুই ভ্রাতাকে অন্ন ও অর্থাদি দিয়া নিয়মিত সাহায্য করিতেন। রাজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শবযাত্রা উপলক্ষে জ্ঞাতিবর্গেরা তাঁহার অপেক্ষায় পটলডাঙ্গায় গোলদিঘির নিকট একস্থানে শবদেহ রক্ষা করিয়াছিল। পরে দেবেন্দ্র নাথ তথায় আসিয়া পৌছিলে, ভ্রাতার মুখে রৌদ্র লাগিতেছে দেখিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিরস্কার করিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহার এক ভাগিনেয়—রাজেন্দ্রনাথ মৃত এবং রৌদ্রতাপের অতীত—একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ভ্রাতা স্বর্গীয় গুরুদাস হালদার মহাশয়, ভগ্নীর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল তারিখে হালদার মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তিনি নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। গোঁদলপাড়ায় তাঁহার ৮।১০ হাজার টাকা

মূল্যের সম্পত্তি ছিল। এ সম্পত্তি তিনি তাঁহার অন্যতমা ভগ্নীর পুত্রকে দান করিয়া কলিকাতায় ভাগিনেয়ীর বাটীতে আইসেন। এ সকল কথা জানিয়াও দেবেন্দ্রনাথ অকাতরে তাঁহারও সকল ভার প্রায় পনর বৎসর বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত আমলা ও সরকার প্রভৃতির পুত্র পরিবারেরাও তাঁহার সংসারে অন্নবস্ত্র পাইত ও পরিজনের ন্যায় প্রতি-পালিত হইত। চোর, জালিয়াত, দাগী লোক অবধি প্রার্থনা জানাইলে রাত্রি দ্বিপ্রহরেও তাঁহার নিকট অন্ন পাইত। ভৃত্যাদি আশ্রিত জনকে তিনি কখন তাড়াইতেন না। তাঁহার পুত্রকন্যাদের যে দাসী পালন করিয়াছিল, সে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সপুত্র (প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর) তাঁহার বাটীতে ছিল এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র তাঁহার নিকট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়াছিল। তাঁহার বিহারী খানসামা গুলজারও একাধিক্রমে প্রায় ৩২ বৎসর তাহার শ্বাশুড়ী স্ত্রী পুত্র পুত্রবধূ ও কন্যা-গণকে লইয়া তাঁহার সংসার-ভুক্ত ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় অকর্ম্মণ্য হইয়াও গুলজারের শ্বাশুড়ী আমরণ তাঁহার বাটীতে ছিল। কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার দেহান্তে গুলজারকে আর কখনও কোথাও চাকুরী করিতে হয় নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ভোগ ও বিলাসে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ঘরে বাহিরে থানপাড় কাপড়, মোটা চাদর ও চীনাচটী তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদ ছিল। শীতের দিনে, ফিতা আটকান নেপালি কুর্ত্তা (মের্জাই) তাঁহার গায়ে উঠিত। নতুবা অন্য কোনও জামা কস্মিনকালে তিনি ব্যবহার করিতেন না। সংসারে তাঁহার মোটাচাল ছিল এবং তিনি নিজে অতি সাধারণ ও মিতব্যয়ী ছিলেন।

তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সম্পত্তি তিনিই আবহমান কাল রক্ষণ ও পরি-দর্শন করিতেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাদ-প্রবণতা ও কনিষ্ঠের



সতীশ মতিলালের মাতা ঠাকুরাণী।

উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য, তাঁহাকে এসকল সম্পত্তি সম্বন্ধেও অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। মাতার আদেশে কনিষ্ঠভ্রাতার আধানাদির উদ্ধার করিতে গিয়া তিনি ধর্ম্মাধিকরণের জটিল তন্তুতে বিজড়িত হন; এবং পরিণামে সকল বিবাদে জয়লাভ করিলেও ঋণদায়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদের হস্তচ্যুত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে (বাংলা ২৭এ ফাল্গুন ১৩১৩ দোলপূর্ণিমার পরের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে) দুই তিন দিন মাত্র অসুস্থ থাকিয়া বসন্ত রোগে তাঁহার সজ্ঞানে স্বর্গলাভ ঘটে।

দেবেন্দ্রনাথ চোরবাগানের গোঁসাই পরিবারে, স্বর্গীয় নারায়নচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার স্ত্রী গোলাপ-কামিনী পাতিব্রত্য, উদারতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। স্বামীর ন্যায় তিনিও স্বার্থশূন্য হইয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতেন। স্বীয় স্বামীও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত তিনি উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন। সন ১২৯৩ সালে, তাঁহার বিধবা মাতা বামা সুন্দরীর স্বর্গলাভ ঘটে। বামাসুন্দরীর পুত্র সন্তান না থাকায়, গোলাপকামিনীও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী গঙ্গাদেবী তাঁহার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। এবং এই উত্তরাধিকার সূত্রে গোলাপকামিনী চোরবাগানে একখানি ২॥০ কাঠার জমীর উপর ইমারত ও অন্যান্য সম্পত্তি লাভ করেন। গোলাপকামিনীর পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা হয়। তন্মধ্যে পঞ্চমা কন্যা অতি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সামান্য দুর্ঘটনা ভিন্ন, তিনি জীবনে আর কোনও শোক পান নাই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে (বাংলা ১৩০১ সালের ২৯এ শ্রাবণ, শুক্লাত্রয়োদশীর দিন) ৩৭ বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি সাধনোচিত ধামে প্রয়ান করেন।

(৩৪)

দেবেন্দ্র নাথের পঞ্চপুত্রের মধ্যে দুর্ভাগ্য লেখক প্রথম। অল্প বয়সে কলেজ ত্যাগ করিয়া, কয়েকটা সওদাগরি ও সরকারী অফিসে ২৬।২৭ বৎসর মাত্র চাকুরী করিবার পর, লেখকের অবশেষে ইণ্ডিয়া সেক্রেটেরিয়েটে সেক্রেটেরিয়েট-এসিষ্ট্যাণ্ট পদ হইতে যথাকালের বহু পূর্ব্বে অবসর প্রাপ্তি ঘটে। পিতার উৎসাহে, লেখকের বাল্যকাল হইতেই নানা প্রকারের ব্যায়ামের অভ্যাস জন্মে। ১৭৭৯।৮০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েক জন ছাত্র প্রথম ফুটবল খেলারাম্ভ করে। কিন্তু তখন কলেজের স্কুলের মাঠে, বল মারা ও দৌড়িয়া মাতামাতি করা ভিন্ন, খেলার বিশেষ কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না। তাহার পর ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের বিরাট প্রদর্শনীর (Exibition) সময়, যখন রাগ্বি (Rugby) খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালী জাতির সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ফুটবল খেলার প্রথম প্রেরণা আইসে, তৎকালে [উকিল কালীমিত্র, অশ্বযান-নির্ম্মাতা মণিলাল দাস, পেনিটির উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, এটর্ণি নগেন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ইঞ্জিনিয়ার নগেন্দ্র সামন্ত, ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু কোং অন্যতম সত্বাধিকারী স্বর্গীয় বামাচরণ কুণ্ডু, মিউনিসিপ্যালিটির-ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী চিফ ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর স্বর্গীয় সতীশ মিত্র ও ওভারশীয়ার স্বর্গীয় দুর্গাপদ বসু, এটর্ণি স্বর্গীয় রাজচন্দ্র চন্দ্র, স্বর্গীয় অমূল্য হালদার, সুরেন্দ্র হালদার, ব্রজদাস ও ক্ষেত্র মোহন, প্রসিদ্ধ ভীমনাগের পুত্র স্বর্গীয় আশুতোষ নাগ, কলিকাতার শিয়াসমিতির অধিনায়ক আগা মহম্মদ কাজিম সিরাজী প্রভৃতি প্রমুখ] যাঁহারা বঙ্গ দেশে ফুটবল খেলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, লেখক তাঁহাদেরই সহযোগী ছিলেন।

ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের দ্বারাই ওয়েলিংটন (Wellington)



সতীশ মতিলাল (১৮)।

ক্লাব নামে তখন কলিকাতার ময়দানে (অক্টার লোনি মনুমেণ্টের উত্তর-পশ্চিমে, বাঙ্গালীর প্রথম ফুটবল পরিষৎ স্থাপিত হয়। তাহার কিছু পরে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাটীর সংলগ্ন উদ্যানে "ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব" ও বেলিয়াঘাটার খালের সান্নিধ্যে "গড়পার ক্লাব" স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নীলকৃষ্ণ ও মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আনুকুল্যে ও তাঁহাদের বংশীয় স্বর্গীয় কুমার জীতেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের অমিত অধ্যবসায়ে, এই সকল দলের সমবেত শক্তির সংমিশ্রণে গড়ের মাঠে "শোভা বাজার" ক্লাবের উৎপত্তি হয়।

মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান মিষ্টার হ্যারিসন (Harrison) ও তৎপরে মিষ্টার লি (Lee) সে সময়ে এই ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালীকে "এসোসিয়েশন" ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা শিক্ষা দেওয়াইবার জন্য শোভাবাজার ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকগণের শিক্ষক রাখিবার প্রয়োজন উপলব্ধি হইয়াছিল; এবং প্রায় দুই বৎসরের জন্য ক্লাব হইতে বেতন দিয়া, তাঁহারা এ নিমিত্ত Buffs রেজিমেণ্টের Private Evans ও corporal Godfry এবং ক্যালকাটা ক্লাবের বউলার (Bowler) Mr. Munchoo প্রভৃতি ইংরাজ ও পাশা শিক্ষাদাতা রাখিয়াছিলেন। দুই পাঁচজন ছাড়া তখন নগ্নপদে কেহই খেলাধূলা করিতেন না।

এখন ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ও টেনিস খেলার প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে লক্ষাধিক দর্শকের সমাবেশ হয়। কিন্তু সে দিনে এজন্য কোথাও দুই সহস্র লোকও সমবেত হইত না। তখনকার দিনে সংবাদপত্রে কিরূপভাবে এই সকল খেলাধূলার সমালোচনা হইত তাহা জানিবার অনেকের কৌতূহল হইতে পারে এই সম্ভাবনায়, এ সম্বন্ধে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ হইতে একটী মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

ষ্টেটস্‌ম্যান (Statesman) ২৫শে জুলাই ১৯০৭—"কলিকাতায় ভারতবাসীর ফুটবল খেলা—বিশিষ্ট উৎকর্ষ :—এ বৎসরের শিল্ডের প্রতিযোগীতায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন দল 'শোভাবাজার ক্লাব' তাহাদের সহযোগী 'মসলেম ক্লাব" অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শীতা দেখাইয়াছে। * * যাহাদের স্মৃতি কল্যকার নহে, তাঁহাদের ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের বলিষ্ঠ ও গুরুগঠন "শোভাবাজার" ফুটবল সম্প্রদায়কে স্মরণ হইবে। সে বৎসর তাহারা বাফ্‌স্‌ পল্‌টনের (Buffs Regiment) সহিত খেলিয়াছিল এবং রয়েল আরটিলারি (Royal Artillery) দলকে আত্যন্তিকরূপে পরাজিত করিয়াছিল। এতদুপলক্ষে বিলাতের জনৈক সহযোগী তত্রস্থ রাজ সরকারের নিকট এই গোলন্দাজ পলটনকে ছত্র-ভঙ্গ (disband) করাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। * *

"মোহন বাগান" ক্লাব শিল্ড জয় করিবার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুলাই তারিখের এম্পায়ার (Empire) সংবাদ পত্রে বাঙ্গালীর ফুটবলে কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটা গতানুদর্শন প্রকাশিত হয়। তাহাতে শোভাবাজার ক্লাবের পারদর্শিতার সহিত লেখকের ও তাঁহার খেলার সাথী কয়েক জনের নাম ও নৈপুণ্যের উল্লেখ আছে। ৮ই জুলাই ১৯৩৪ তারিখের "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকাতে এ সকল প্রাচীন কাহিনীর কথঞ্চিত পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধ বহুস্থলে ভ্রম সঙ্কুল।

কর্ম্মক্ষেত্রেও লেখকের কিঞ্চিৎ সুনাম ও সম্ভ্রম ছিল; এবং সিমলা শৈলে ও কলিকাতায় অনেকের চাকুরি করাইয়া দিবার মত সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। অবসর লইয়া দেশে ফিরিবার সময় অফিসের সহ-যোগিরা ও উপরিতন অনুগ্রাহক কর্ম্মচারীগণ লেখককে রৌপ্য নির্ম্মিত রেকাব ও তাম্বুলাধার উপহার প্রদান করেন। সিমলা শৈলস্থ ৺কালীবাটী আইন সঙ্গত ভাবে সাধারণ হিন্দুপ্রতিষ্ঠান বলিয়া ধার্য্য করাইবার জন্য



সতীশ মতিলাল (৩২) এবং তাঁহার পুত্র ও ১মা কন্যা।

প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে যে আদি দলিল (Trust Deed) প্রস্তুত হয় লেখক তাহার অন্যতম ন্যাসধারী (trustee) ছিলেন। চাকুরী উপলক্ষে লেখকের ও লেখকের স্ত্রীর ভারতের প্রায় সকল তীর্থই দর্শনের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

মাতৃবিয়োগের পর শিশুভ্রাতা ও ভগ্নীগণের লালন পালনের বহুভার লেখকের ও তদীয় পত্নীর উপর পড়ে। এবং পিতৃবিয়োগের পর, পিতৃ-ঋণের দায়ে দুইটী নাবালক ভ্রাতাকে লইয়া লেখক ও লেখকের ২য় ও ৩য় ভ্রাতাকে অকুল বিপদসাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা সে সকল বিপদমুক্ত হন।

লেখকের সহধর্ম্মিণী মহাশ্বেতার সন ১৩৪০সালের ২৬এ পৌষ বুধবার কৃষ্ণা দশমী (ইং ১০ই জানুয়ারি ১৯৩৪) তিথিতে হৃদ্‌রোগে সজ্ঞানে স্বর্গলাভ হয়। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাচীন এটর্ণি জনাইয়ের সুবিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অন্যতমা কন্যা ছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণদেব বাহাদুরের অন্যতম পুত্র কুমার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ, তাঁহার 'মুখার্জ্জি ও দেব' নামক এটর্ণি অফিসের অংশীদার ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ভূতনাথ বর্ত্তমানে জনাইয়ের মুখ্য জমিদার এবং তাঁহার কন্যাগণের মধ্যে ৪র্থা উষাঙ্গিনী হাবড়ায় খুরট রোডস্থ প্রসিদ্ধ কালী বাবুর বাজারের অন্যতম সত্বাধিকারী ও খ্যাতনামা বারণ্ কোংর (Burn & Co.) ভূতপূর্ব্ব খাজাঞ্চি স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা সহধর্ম্মিণী ; ৫মা ব্রজবালা বীরভূমজেলার হেতম পুরের পরলোকগত রাজা সত্য নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের রাণী ও কনিষ্ঠা শতদলবাসিনী বহরমপুরের অন্যতম জমিদার ও প্রাচীন কলিকাতার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ স্বর্গীয় রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের পুত্র বধূ।

মন্দভাগ্য লেখকের একমাত্র পুত্র মোহিনী মোহন এটর্ণির অন্তঃপরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী শিশু কন্যা ও একটী শিশু পুত্র মাত্র রাখিয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ্চ তারিখে ৺বাসন্তী দশমীর দিন অকালে লোকান্তরে প্রয়ান করেন। মোহিনী মোহন তেলিনী পাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য় জামাতা ও উত্তর পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূস্বামী স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অন্যতম দৌহিত্রী জামাতা ছিলেন। মোহিনী মোহনের কন্যা প্রতিমার, চোরবাগানের স্বনাম ধন্য ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের বদান্য ও মহানুভব পৌত্র স্বর্গীয় সুশীল কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র তরুণ এডভোকেট শৈলেন্দ্র কৃষ্ণের সহিত বিবাহ হইয়াছে। সুশীল কৃষ্ণ (বি, এল,) এণ্ডারসন রাইট কোংর (Anderson Wright & Co.) ব্যবসায়ে তাঁহার পিতা ও পিতামহের ন্যায় বেনিয়নের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ সম্প্রতি ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার একটী মাত্র শিশু কন্যা। মোহিনী মোহনের পুত্র ভবানীমোহন এখন কিশোর বয়স্ক।

লেখকের কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা বীণাপাণি, বাগবাজার নিবাসী কলিকাতার পুলিশকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান (Chief) কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র স্নুষা; এবং কনিষ্ঠা কমলমণি খিদির পুরের "বাকুলিয়া হাউসের" প্রতিষ্ঠাতা ও সরকারী শেলাখানার (Arsenal) কণ্ট্রাক্টর গঙ্গাধর বানার্জ্জি এণ্ড কোংর ভূতপূর্ব্ব সত্ত্বাধিকারী, জমিদার স্বর্গীয় রায় অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের অন্যতমা পুত্র বধু। লেখকের জ্যেষ্ঠ জামাতা আশুতোষ, বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে জুডিস্যাল ডিপার্টমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট ও কনিষ্ঠ ধনগোপাল তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের অন্যতম অংশীদার। বীণাপাণির তিনটী নাবালক পুত্র ও একটী কন্যা এবং কমলমণির দুইটী মাত্র শিশুপুত্র।



মোহিনীমোহন মতিলাল।



সতীশ মতিলাল (৬০) ও তাঁহার পরিবারবর্গ। (১৯২৯)

বীণাপাণির কন্যা উমারাণীর সম্প্রতি ভবানীপুরের প্রাতঃস্মরণীয় গিরিশচন্দ্র মুখোপধ্যায়ের সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুত তারাপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

(৩৫)

দেবেন্দ্র নাথের ২য় পুত্র শ্রীশচন্দ্র অল্পবয়সেই ফিন লে মুইয়ার এণ্ড কোংর (Finlay Muir & Co.) কার্য্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোংর (James Finlay) একটা বিভাগের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় পিতার উৎসাহে ইঁহারও বাল্যকাল হইতে ব্যায়ামে অনুরাগ জন্মে এবং ইঁহারও বহুদিন ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস্ প্রভৃতি ক্রীড়ায় আসক্তি ছিল। ইনি অতি স্পষ্টবক্তা, স্বধর্ম্মানুরাগী ও দীনসদয়। পিতার ন্যায় ইনিও নিত্য গঙ্গাস্নান ও পূজা, বন্দনা এবং নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া কর্ম্মাদিতে অনুরক্ত। অল্পবয়সেই ইনি ভারতের বহু সুদূর তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়াছেন। "রামকৃষ্ণ" সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহার চিরদিনই গাঢ় ঘণিষ্ঠতা আছে এবং ইঁহাদের মধ্যে অনেক বন্ধু বান্ধব থাকায়, এ সম্প্রদায়ে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। সাহিত্য চর্চ্চায় ইঁহার অধিকাংশ অবকাশ অতিবাহিত হয়। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" নামক গ্রন্থ, এবং মাসিক পত্র "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত "অভিনব শ্রাদ্ধ বিধি" ও "উদ্বোধনে" মুদ্রিত "ভক্ত গিরিশ চন্দ্র" "মহাকবি গিরিশচন্দ্র" "বিচিত্র প্রতিদান" প্রভৃতি নানা প্রবন্ধ, ইঁহারই বিরচিত।

৺কালীঘাটের হালদার পরিবারে ইঁহার বিবাহ হয়। বিখ্যাত এড্‌ভোকেট্ ও ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় ডাক্তার কাঞ্জিলাল তাঁহার শ্যালিকাপতি ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের সুশীলা সহধর্ম্মিণী ধরাসুন্দরী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের

ডিসেম্বর মাসের ২১এ তারিখে (বাংলা ৫ই পৌষ ১৩৩৪, বুধবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন) মানব লীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীশচন্দ্রের দুই পুত্রের মধ্যে রমণী মোহন ওকালতি করেন। ইনি টালার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবারের অন্যতম বংশধর এবং কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ এড্ভোকেট্ পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম জামাতা। বর্ত্তমানে তাঁহার দুইটী মাত্র শিশু কন্যা।

শ্রীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ-পুত্র যামিনী মোহন গ্রাজুয়েট হইবার পর হইতে ব্যাবসায়াদি করিতেছেন। ইনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্মাষ্টার কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী জামাতা। কালীবাবু খ্যাতনামা স্বর্গীয় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে যামিনী মোহনের একটী মাত্র শিশু পুত্র।

দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র যতীশচন্দ্রও যৌবনের প্রাক্কালে, অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কয়েক বৎসর মাত্র সরকারী টেলিগ্রাফ বিভাগে চাকুরী করিবার পর, ট্রামগাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া, এরূপ সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন যে, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তাহার চলাফেরা করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনে ভারতের নানা স্থানে ইনিও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বভাবতঃই বিচক্ষণ ও স্থিরবুদ্ধি। ইঁহারই তত্ত্বাবধানের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পরলোক প্রাপ্তির পরেও, তাঁহার পুত্রগণ প্রায় ১৬ বৎসর একান্নবর্ত্তী থাকিতে পারিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের মত ইঁহারও ব্যায়ামে ও ফুটবলাদি ক্রীড়াতে অনুরক্তি ছিল।

মধ্যম ভ্রাতার ন্যায় ইনিও ৺কালীঘাটের হালদার গোষ্ঠিতে বিবাহ করেন। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে (বাংলা ১৫ই বৈশাখ, ১৩১২, একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া সে স্ত্রী (সত্যবতী)

মানবলীলা সম্বরণ করায় যতীশচন্দ্র দ্বিতীয় পক্ষে, খ্যাতনামা কৃষিতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় এস্ পি, চাটার্জ্জি মহাশয়ের ভ্রাতৃ-দুহিতা হিরন্ময়ীর পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে তাঁহার দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মিণী মোহন বাদুড়বাগান নিবাসী অতুল চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয় জামাতা। রুক্মিণী মোহন বর্ত্তমানে পাটের ব্যবসা করেন। ইঁহার তিনটী মাত্র শিশু পুত্র।

যতীশচন্দ্রের কন্যাগণের মধ্যে প্রথমা আভাময়ী, বেহালা নিবাসী এড্‌ভোকেট্ রবীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিনী। ইঁহার একটী শিশু পুত্র ও একটী শিশু কন্যা। যতীশচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা শোভাময়ী নাটোরের পরলোক গত খ্যাত নামা ডাক্তার বিভূতি ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা পুত্র বধূ ছিলেন, কিন্তু বিবাহের স্বল্পকাল পরেই তাঁহার জীবন লীলার অবসান হয়। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা বিভার চাঁপাতলার অখিল মিস্ত্রি লেনের পাট ব্যবসায়ী শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিভূতি ভূষণের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইহার একটী মাত্র শিশু পুত্র। যতীশচন্দ্রের চতুর্থা ও পঞ্চমা কন্যা এক্ষণে অবিবাহিতা ও অপর পুত্রদ্বয়ের বর্ত্তমানে পঠদ্দশা।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র হরিশচন্দ্র সাবালক হইবার পরেই, সরকারী ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনরি বিভাগে চাকুরী পান। কিন্তু সোদর যতীশচন্দ্রের শারীরিক অক্ষমতার নিমিত্ত তাঁহাকে সে পদ ত্যাগ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার ও সংসার পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে নিযুক্ত হইতে হয়। হিন্দুস্থানের নানা তীর্থ ও নানা স্থান দর্শনে ইনিও সক্ষম হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি তেজারতি প্রভৃতি করেন। ইনি ব্যায়ামশীল ও বলিষ্ঠ দেহ হইলেও ইঁহার প্রকৃতি অতি কোমল। চিত্রবিদ্যা, কারুশিল্প. সঙ্গীত শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ইনি নিজেও অতি

সুগায়ক এবং সকল বাদ্য যন্ত্রই ইনি সুললিত রূপে বাজাইতে পারেন। হরিশচন্দ্র জোড়াসাঁকোর সিকদার পাড়ার ৺তারা দেবীর প্রতিষ্ঠাতা চক্রবর্ত্তী পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নামও তারা ছিল। বিবাহের দ্বাদশ বৎসর পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে (জামাতৃ-ষষ্ঠী তিথিতে) তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। কিন্তু তদবধি হরিশচন্দ্র আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা অপর্ণা ভবানীপুরে বলরাম বোস ঘাট রোড্ (গোবিন্দঘোষাল লেন) অবসর প্রাপ্ত আসামের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ। হরিশচন্দ্রের জামাতা নরেন্দ্র কুমার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এম, এ, ও হাইকোর্টের এড্ভোকেটের শিক্ষানবীস। ইহার একটীমাত্র শিশু কন্যা। হরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা অপরাজিতা এখনও অবিবাহিতা ও পুত্রটী বর্ত্তমানে কলেজের ছাত্র।

দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র কলেজ ছাড়িয়া কিছুকাল সরকারী বাণিজ্য-বার্ত্তা (Commercial Intelligence) বিভাগে কর্ম্ম করেন। তৎপরে সে পদ ত্যাগ করিয়া ডাক ও তার বিভাগে (Office of Director General, Posts and Telegraphs) প্রবিষ্ট হন। সেথা হইতে তিনি বিগত জার্ম্মাণ মহা যুদ্ধের সময় ডাক ও তার পল্টনে সার্জেণ্টরূপে মেসোপোটেমিয়ায় প্রেরিত হন। যুদ্ধান্তে তিনি পুনরায় পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হন এবং বর্ত্তমানে সেই পদেই নিয়োজিত রহিয়াছেন। তবে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হওয়ায়, সম্প্রতি তিনি দিল্লী প্রবাসী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের ন্যায় ইহারও ব্যায়াম চর্চ্চা ছিল এবং কলিকাতার "টাউন ক্লাবের" ইনি একজন সুদক্ষ ও সুবিখ্যাত ফুটবল ও হকি-ক্রীড়ক ছিলেন। শ্যামপুকুর নিবাসী

প্রসিদ্ধ নাট্যকর রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম কন্যা লীলাদেবী ইঁহার সহধর্ম্মিনী। বর্ত্তমানে ইঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাত্রয়ের প্রথমা তিলোত্তমা ৺কাশীধাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য়া পুত্রবধূ। ক্ষিতীশচন্দ্রের জামাতা অমলজীবন (বি. এস. সি.) দিল্লিস্থ সরকারী রেলওয়ে ক্লিয়ারিং বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী। তাঁহার অন্য দুইটী কন্যা ও পুত্র এখনও কিশোর বয়স্ক।

(৩৬)

দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চ কন্যার মধ্যে, প্রথমা কিরণবালা বেহালার ব্রাহ্ম সমাজ লেনের স্বভাব কুলীন স্বর্গীয় সত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী। ইনি নিঃসন্তান। সত্যপ্রাসাদ আসামে বন-বিভাগের অফিসার (Forest Officer) ছিলেন এবং সেই পদ হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া প্রায় বার বৎসর পেনশন ভোগ করিয়াছিলেন। সত্যপ্রসাদ শেষ দশায় কলিকাতায় চুনারি পুকুর লেনে একখানি বাটী ক্রয় করেন; কিন্তু তথায় বাস করিতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি পীড়িত হন ও অতিশার রোগে এই নূতন বাসভবনে আসিয়াই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

দেবেন্দ্র নাথের দ্বিতীয়া কন্যা প্রভাবতীর অযোধ্যাপুরের (রংপুর) সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার স্বর্গীয় দেবেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের ১০।১১ বসর পরেই, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রভাবতী মাত্র একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া সতীধামে প্রয়াণ করেন। প্রভাবতীর পুত্র কালী কিঙ্কর (গাল্লু) দুইটী শিশুপুত্র ও একটী শিশু কন্যা রাখিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে, যৌবনেই লোকান্তরিত হন। আর তাহার সাত বৎসর পরে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ এপ্রিল তারিখে, দেবেন্দ্র চন্দ্র স্বর্গ-লাভ করেন। প্রভাবতীর কন্যা শিখরবাসিনী উত্তরপাড়া নিবাসী

উকীল নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। বর্ত্তমানে শিখরের ৩টী শিশুপুত্র ও তিনটী শিশুকন্যা। প্রভাবতীর পৌত্রী শান্তি তালতলা নিবাসী উকীল সাধন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শেষভাগে দুইটী মাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া শান্তি অতি অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রভাবতীর প্রথম পৌত্র চন্দ্রনারায়ণের সম্প্রতি খুলনা (বারিপাড়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা উমারাণীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় পৌত্র রুদ্রনারায়ণ এখনও অবিবাহিত।

দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা মনোরমা গড়পার-নিবাসী স্বভাবকুলীন শ্রীযুত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ধর্ম্মপত্নী। ইঁহাদের আদি নিবাস নিবাধই, দত্ত-পুকুর (বারাসত)। কলিকাতায় কয়েকখানা বাটী ও অপর সম্পতি ভিন্ন স্বগ্রামেও ইঁহাদের বিস্তৃত ভদ্রাসন ও অন্যান্য জমিদারি আছে। মন্মথনাথ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও বর্ত্তমানে সরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। কিন্তু তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা অতীত হইলেও তিনি এপর্য্যন্ত দেশের উন্নতি কল্পে গ্রামের ইউনিয়ন ও লোক্যাল বোর্ডের, ইংরাজী বিদ্যালয়ের এবং মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য সম্পাদক বা কার্য্যাধক্ষরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। মনোরমার বর্ত্তমানে তিনপুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম জগন্নাথ ব্যবসায়ী ও স্বগ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য এবং দ্বিতীয় ভূপেন্দ্র সরকারী কর্ম্মচারী এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র অমিয় ভূষণের এখনও পঠদ্দশা।

মনোরমার কন্যাগণের মধ্যে প্রথমা আশালতা ও দ্বিতীয়া স্নেহলতা মৃতা। স্নেহলতার একটীমাত্র শিশুপুত্র। তৃতীয়া শেফালীলতা জনাইয়ের জমিদার ও চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট মুখার্জ্জি এণ্ড কোংর অংশীদার মাখনলালের সহধর্ম্মিণী।

শেফালির বর্ত্তমানে ৩টী মাত্র শিশুপুত্র ও একটি শিশুকন্যা। চতুর্থা মণিমালা (বেলা) কৃষ্ণনগর (নদীয়া) নিবাসী পরলোকগত রায় সাহেব আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩য়া পুত্রবধূ। আনন্দগোপাল বাবু পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রেশন-ইন্সপেক্টর ছিলেন। ইঁহার প্রথম পুত্র প্রবোধ-গোপাল হাবড়া জিলার সরকারী উকিল (পাব্লিক প্রসিকিউটার) মণিমালার স্বামী সুশীলগোপাল লয়েড্ ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ম্মচারী। বর্ত্তমানে ইঁহার একটী শিশুপুত্র ও একটী শিশু কন্যা। এবং কনিষ্ঠা ইন্দিরা বামনগাছির দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের গৃহিণী। দুর্গাচরণ ইম্পিরিয়্যাল টোব্যাকো কোংর অন্যতম সহকারী। বর্ত্তমানে ইহার দুইটী মাত্র শিশুকন্যা ও একটী শিশু পুত্র।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থা কন্যা সুরমার গোবর ডাঙ্গার বিখ্যাত মুখো-পাধ্যায় জমিদার বাবুদের দৌহিত্র বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিণয় হয়। কিন্তু বিবাহের কয়েক দিনের মধ্যেই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে তিনি স্বামীহীনা হন।

দেবেন্দ্র নাথের কনিষ্ঠা কন্যা দুর্গামণির বিশ্বনাথের ভগ্নী গোকুলমণির প্রপৌত্র (শাঁখারিটোলা নিবাসী) দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। দুর্গাচরণ অতি শিষ্টাচারী ও স্বধর্ম্মানুরাগী। বিশাল ভারতবর্ষের সকল তীর্থ ও সকল প্রধান স্থান ইনি দর্শন ও পরিভ্রমণ করিয়াছেন। "পঞ্চতীর্থ ও চতুর্দ্ধাম" নামক গ্রন্থ ইঁহারই লেখনী-প্রসূত। দুর্গামণি বিবাহের ২০।২২ বৎসর পরে দুইটী মাত্র কন্যা রাখিয়া, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে অকালে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পর দুর্গাচরণ তাঁহার প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই কন্যাদ্বয়কে দান করেন।

দুর্গার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া মায়াদেবীর (ডলির) স্বামী (মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট নিবাসী ভূতপূর্ব্ব সাব জজ্ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

২য় পুত্র গৌরাঙ্গ নাথ (পি, আর, এস,) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ৺দুর্গা ষষ্ঠীর দিন ৺কামাখ্যা দেবী দর্শন করিতে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের গর্ভে ইঁহারা স্ত্রীপুরুষে একমাত্র বংশধর শিশু পুত্র শিবচন্দ্রের সহিত জলমগ্ন হন। মায়াদেবীর একমাত্র কন্যা অমিয়া ভবানীপুরের (শ্যামানন্দ রোডের) ভূতপূর্ব্ব সব জজ্‌ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র উকিল শঙ্করী প্রসাদের গৃহলক্ষী। অমিয়ার একটী মাত্র শিশু কন্যা।

দুর্গার কনিষ্ঠা কন্যা মমতা দেবী (জাপি) জনাই নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় সাহেব অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা পুত্রবধূ। মমতার স্বামী সুশীল চন্দ্র (বি, এ,) স্থানীয় পূর্ত্তকর সভার (Institute of Engineers) সম্পাদক। মমতা বহু পুত্র কন্যার জননী।

গোবিন্দলালের কনিষ্ঠ পুত্র আশুতোষ, অতি শৈশবে তিন চারি বৎসর মাত্র বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় অত্যধিক স্নেহে লালিত হন এবং যথাযোগ্য সতর্ক তত্ত্বাবধানের অভাবে, যৌবনের প্রারম্ভেই বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া পড়েন। স্বভাব ও সংসর্গ দোষে ইঁহার বিশাল বৈভব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইঁহার অসাধারণ শারীরিক সামর্থ্য ও অপরিমিত ভোজন শক্তি ছিল। জীবন ব্যাপী অনাচার ও অত্যাচার সত্ত্বেও ইঁহার কখনও সাঙ্ঘাতিক পীড়া হয় নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬এ নভেম্বর তারিখে ৭৪।৭৫ বৎসর বয়সে, ইনি মানব লীলা সম্বরণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বেও ইঁহার দৈনিক জীবনের কোনও বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আশুতোষ ৺কালীঘাটের হালদার পরিবারে বিবাহ করেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণী পুণ্যবতী মোক্ষদা-

দেবী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ অক্টোবর তারিখে ঋষিমৃত্যু প্রাপ্ত হন। আশুতোষের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ বিনয়চন্দ্র যৌবন কালে অবিবাহিত অবস্থায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে দেহত্যাগ করেন। ইনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল অফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়চন্দ্রের অল্প বয়সে চিত্তবিকার ঘটায় তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

(৩৭)

গোবিন্দলালের কন্যাগণের মধ্যে প্রথমা বিন্দুবাসিনী বেহালার গোঁসাই পাড়া নিবাসী শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইঁহারা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দীর্ঘজীবি ছিলেন। বিন্দুবাসিনী ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৭এ এপ্রিল তারিখে ৭১ বৎসর বয়সে ও শশীভূষণ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করেন। বিন্দুবাসিনী অতি সুশীলা ও পতিব্রতা ছিলেন। অতি শৈশবেই ইঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁহার উচ্চ শ্রেণীর কুলীন স্বামী শ্বশুরালয় হইতে সেকালের জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে অফিষে চাকুরী গ্রহণ করিবার পরেই তিনি পিতৃগৃহের অতুল বৈভব ত্যাগ করিয়া ভর্ত্তার জীর্ণ আবাসে গিয়া বাস করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই। শশীভূষণ অতি উচ্চ প্রকৃতির স্বাধীন-চেতা লোক ছিলেন। তাঁহার আত্মমর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা, আত্মনির্ভরতা ও মিতব্যায়িতা অসামান্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেলওয়ে অফিসে তিনি একাধীক্রমে ৪০।৪২ বৎসর চাকুরী করিয়াছিলেন। এই চাকুরী ছাড়া তাঁহার অন্য উপার্জ্জন ছিল না। কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে অতি সামান্য কুটীর হইতে তিনি ক্রমে প্রায় ২০ বিঘা বাগানের মধ্যে সুবৃহৎ দ্বিতল ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করান ও অন্যান্য সম্পত্তি অর্জ্জন করেন।

বিন্দুবাসিনীর তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে প্রথম পুত্র পরেশচন্দ্র সরকারী পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের আট্‌সটানবিশ একাউণ্ট্যাণ্ট এবং দ্বিতীয় সুরেশচন্দ্র (বি, এ,) কলিকাতা পুলিশের প্রবীন ইন্সপেক্টর ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই পিতার ন্যায় দীর্ঘজীবি হন নাই। পরেশচন্দ্র ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখে ও সুরেশচন্দ্র ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভাতচন্দ্র বর্ত্তমানে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিষের অন্যতম কর্ম্মচারী। ইঁহাদের সন্তানাদির মধ্যে পরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুঞ্জবিহারী কলিকাতার ছোট আদালতের উকীল।

বিন্দুবাসিনীর কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ক্ষীরদার এঁড়িয়াদহ নিবাসী স্বভাব কুলীন রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। রজনীকান্ত কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা নীরদা (ফুনু) বেহালা নিবাসী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী। কেদার নাথ আলিপুরের কাছারির সেরেস্তাদার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা উর্ম্মিলার স্বামী জনাই নিবাসী কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় L. M. S. ডাক্তার ছিলেন। নীরদার দৌহিত্রগণের মধ্যে দ্বিতীয় মোহিণী মোহন আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক এবং দৌহিত্রীদ্বয়ের মধ্যে ১মা রেনু কারমাইকেল হাঁসপাতালের ডাক্তার অনিলাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্য্যা ও ২য়া রাণী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোংর ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী।

গোবিন্দলালের দ্বিতীয়া কন্যা জগৎমোহিনী, মণিখালি কৃষ্ণ নগরের

স্বনামধন্য গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞাতিপুত্র মহেশচন্দ্রের ভার্য্যা ছিলেন। ইঁহারা প্রায় আজীবন "মতিলাল" পরিবার-ভুক্ত ছিলেন। নীলমণি মতিলালের অসীম প্রতিপত্তির বলে মহেশচন্দ্রও ডাকবিভাগে চাকুরী পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ চাকুরী অধিকদিন করেন নাই। জগৎ মোহিনীর পাঁচ কন্যা ও দুই পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দলাল ডাক বিভাগের ইন্সপেক্টর ও কনিষ্ঠপুত্র চারুচন্দ্র পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন।

ইঁহারা দুই জনেই অবসর প্রাপ্তির বহুপূর্ব্বে গতায়ুঃ হন। নন্দলালের শ্বশুর স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জব্বলপুরের সহকারী কমিশনার (Extra Assistant Commissioner) ছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র ভূপেন্দ্র নাথ বর্ত্তমানে বেঙ্গল পুলিশের প্রবীন সাব ইন্সপেক্টর। চারুচন্দ্রের পুত্র তারাপ্রসন্ন বর্ত্তমানে পোর্ট কমিশনার (Port Comissioners) অফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী।

গোবিন্দলালের তৃতীয়া কন্যা বামা সুন্দরীর বেহালার (সরসুনার) জমীদার চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিণয় হয়। কিন্তু বিবাহের স্বল্পকাল পরেই বামাসুন্দরী বিধবা হন ও তাহার কয়েক বৎসর পরে ভ্রাতৃগৃহে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। শৈশবে লেখককেই তিনিই লালন পালন করিতেন।

গোবিন্দলালের কনিষ্ঠা কন্যা পদ্মা (পদ্মমুখী) দর্জ্জিপাড়া নিবাসী স্বভাব-কুলীন খ্যাতনামা এটর্ণি মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জায়া ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ ভারতবিশ্রুত ডব্লিউ, সি, বনার্জ্জির কনিষ্ঠ খুল্লতাত শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শম্ভুনাথ লেখকের শ্বশুর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "মুখার্জ্জি এণ্ড দেব" নামক এটর্ণি অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। পদ্মমুখীর দুই পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে প্রথম পুত্র যতীন্দ্রনাথ (এম, এ, বি, এল,) এটর্ণি হইয়া স্বর্গীয় পিতার 'বনার্জ্জি ও চাটার্জ্জি' (পরে "বনার্জ্জি

এণ্ড বনার্জ্জি") নামক উকিলের অফিসের সত্বাধিকারী হইয়া ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে ৩য় গোরাচাঁদ ইঞ্জিনিয়ার ও চতুর্থ নীলরতন এটর্ণি অফিসে শিক্ষানবীশ (article clerk)। তাঁহার দুই কন্যার মধ্যে, ১মা ইন্দুমতির স্বামী স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাওড়ার জজ আদালতের খ্যাতনামা উকিল ও বালী মিউনিসিপ্যালিটির প্রবীণ কমিশনার ছিলেন; তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা তরুবালার স্বামী হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার।

পদ্মমুখীর ২য় পুত্র চিরকুমার, আর্ত্ত-সেবক, কলির ভীম পূর্ণচন্দ্র যৌবনের শেষেই গতায়ুঃ হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্র ইঞ্জিনিয়ার। বর্ত্তমানে ইমারত প্রস্তুতের কনট্রকৃটরি ও সম্পত্তির মূল্য-নির্দ্ধারকের কার্য্য করেন। প্রবোধচন্দ্রেরও পঞ্চ পুত্র ও দুই কন্যা। তন্মধ্যে প্রথম তিন জন পিতার ব্যবসায়ে সহকারী ও অপর দুইটী নাবালক। আর কন্যা-দ্বয়ের মধ্যে ১মা কল্যানীর স্বামী সাধনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার। ২য়া কন্যা আশালতা এখনও অবিবাহিতা।

মহেন্দ্রনাথ, পিতা শম্ভুনাথের ছাতুবাবুর লেনস্থ বিস্তৃত ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া দর্জ্জিপাড়ায় দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটে স্বতন্ত্র বাসভবনাদি ক্রয় করেন। তাঁহার পুত্রেরা বর্ত্তমানে সেই সকল বাটীতেই বসবাস করিতেছেন।

(৩৮)

বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের ন্যায়ই উন্নত দেহ ও স্নিগ্ধ-মুর্ত্তি পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় ইনিও তখনকার স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়ে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষালাভ করেন। ভ্রাতাদ্বয়ের জীবিতাবস্থায় মতিলাল বাবুদের বিশাল সম্পত্তির পরিরক্ষণ ও ব্যবস্থা ইঁহারই হস্তে অর্পিত ছিল। আর তাঁহাদের পরলোক প্রাপ্তির পর



রামনারায়ণ মতিলাল

পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপের ও অপরাপর সকল সাংসারিক ভার ইহারই উপর পড়ে। কিন্তু পরে ভ্রাতষ্পুত্র রাজেন্দ্রনাথ ও নন্দগোপালের সহিত বিশ্বনাথের সম্পত্তি বিভাগ হেতু ও অন্যান্য নানা কারণে একাক্রমে চারি পাঁচ বৎসর ইহাকে নানা শারীরিক কষ্ট ও মনঃপীড়া ভোগ করিতে হয়। এই দীর্ঘস্থায়ী গৃহ-বিবাদে তাঁহার বহু অর্থনাশ হয় ও কয়েকটা মূল্যবান সম্পত্তি তাঁহাকে হস্তচ্যুত করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু সেজন্য তিনি পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ৺দুর্গা ও অন্যান্য পূজা পার্ব্বণের এবং অপরাপর ক্রিয়া-কলাপ ও উৎসবাদির কখনও কোনরূপ অঙ্গহানি করেন নাই।

পাঠদ্দশা অতীত হইবার পর, রামনারায়ণ পিতার পরিচালনে বারুই-পুরে লবণের দুক্তানের কাজ করিতেন। তাহার পর বিশ্বনাথ লবণের কর্ম্মত্যাগ করিলে রামনারায়ণ আবগারি বিভাগে (Excise Dept.) সহকারী পরিদর্শকের (Asst. Supdt.) পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে ঐ কর্ম্মব্যপদেশে তমলুকে বদলি করায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি জ্যেষ্ঠ নীলমণির প্রতিপত্তিতে, কলিকাতার ডাকঘরে প্রবিষ্ট হন; এবং তথায় নিজের কর্ম্মদক্ষতা ও প্রতিভাবলে তৎকালীন ডাক-বাহী গোযান বিভাগের (bullock trains department) হেড ক্লার্কের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই চাকুরী হইতে তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। গুণগ্রাহী কর্ত্তৃপক্ষেরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ডেপুটি কলেক্টারের পদ দিয়া আসান-সোলে প্রেরণ করিতে চাহেন। কিন্তু রাজ বিদ্রোহ মিউটিনি উপলক্ষে, দেশব্যাপী বিপ্লব ও অরাজকতার জন্য সে পদ গ্রহণে অক্ষম হইয়া তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। মিউটিনির অবসানে, ইনি স্বল্পকালের জন্য কলিকাতার সহকারী (Assistant) শেরিফের পদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার পর গৃহ-বিবাদের ফলে এ পদ ও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। বহুবাজারের কেরাণীবাগান পার্কের দক্ষিণে "রামনারায়ণ

মতিলাল লেন" নামে একটী রাস্তা আজিও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্রনাথকে ডাকঘরে উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ স্বল্পকালের মধ্যেই সে পদ ত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইনিও পুত্র, জামাতা ও দৌহিত্রগণকে ডাকঘরে চাকুরি করাইয়া দেন। এবং তিনি বহু বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্বের ডাকঘরে চাকুরী করাইয়া দিয়া অনেকানেক দুঃস্থ পরিবারেরও অন্ন-সংস্থান করাইয়া দেন।

রামনারায়ণ অতি নিষ্ঠাবান ও সধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-দ্বয়ের মৃত্যুর পর, আজীবন ইনি পৈতৃক পূজা, যাগ ও ক্রিয়াকর্ম্মাদির পূর্ণ মাত্রায় পরিরক্ষণ করিয়াছিলেন। কোনও অনুষ্ঠানের কোনও ব্যতয় হইতে দেন নাই। রামনারায়ণের, স্বর্গীয় পিতার ন্যায় নিত্য হোম ও বলিবস্থাদি তান্ত্রিক ক্রিয়া সমূহ ছিল। সাধারণ পুরশ্চরণ ভিন্ন তিনি কয়েকবার মহাপুরশ্চরণও করিয়া ছিলেন। বিশ্বনাথের পুত্রগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ-জীবি ছিলেন। ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে, ৬৫ বৎসর বয়সে, ইনি স্বর্গারোহণ করেন। ইনি প্রথম পক্ষে বেহালার প্রসিদ্ধ রায় বংশের হরকালী রায়ের প্রথমা কন্যা কৃষ্ণকামিনীকে বিবাহ করেন। এবং সে স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর, শান্তিপুরের মালীপোতা গ্রামের এক স্বভাব কুলীনের কন্যা ভুবনেশ্বরীকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বেই রামনারায়ণ তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রদ্বয়কে বসত বাটীর ও অন্যান্য সকল সম্পত্তির ন্যায্য অংশ স্বতন্ত্র দান করেন এবং অবশিষ্ট সকল বিত্ত ও বৈভব তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া যান।



রাধারাণী দেবী।

ভুবনেশ্বরী অতি সধর্ম্মানুরাগিণী, নিষ্ঠাময়ী ও গুণবতী ছিলেন এবং জীবদ্দশায় প্রাতঃস্মরণীয় শ্বশুর ও স্বামীর পূজাপার্ব্বণাদি সকল ক্রিয়া কর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরী সন ১৩১১ সালে শ্রাবণ মাসে, কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন স্বর্গলাভ করেন।

(৩৯)

প্রথম পক্ষে রামনারায়ণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। ইঁহার ১মা কন্যা কৈলাসবাসিণী হাবড়া জেলার পুর্ব্বনপাড়া (মাকড়দহ) গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমীদার কুলীনশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ের পুত্র যোগীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিনী ছিলেন। কৈলাসবাসিনী এক কন্যা ও তিন পুত্র রাখিয়া অকালে সতীধামে প্রয়ান করেন। কিন্তু তাঁহার বিপত্নীক স্বামী ও মাতৃহীনা পুত্রেরা বহুকাল মতিলাল বাবুদের সংসারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার কন্যা বসন্তকুমারীর বেহালা নিবাসী প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ইনিও পতি পুত্র লইয়া রামনারায়ণের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। কৈলাসবাসিনীর পুত্রগণের মধ্যে কনিষ্ঠ অমৃতলাল (মানু) যৌবনেই দেহত্যাগ করেন। মধ্যম বিহারীলাল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে দুইটী কন্যা সন্তান রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। আর জ্যেষ্ঠ ভগবতীচরণ (বকু) বর্ত্তমানে সপরিবারে পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিয়া ডাকঘরের চাকুরীর পেনশন ভোগ করিতেছেন। রামনারায়ণের প্রতিপত্তিতে, যোগীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রগণের সকলেরই ডাকঘরে চাকুরী মিলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র ভগবতীচরণ ভিন্ন অপর সকলেই অল্লাধিককালের মধ্যে সে পদ গুলি ত্যাগ করেন।

রামনারায়ণের ২য় কন্যা কুমুদিনী শান্তিপুর নিবাসী কুলীন প্রবর মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ধীর-প্রকৃতি ও সদালাপী ছিলেন এবং উভয়েই দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

ইঁহাদের দুই পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে ১ম পুত্র হরিগোপাল কানুনগো ছিলেন; আর ২য় পুত্র বিনোদগোপাল উচ্চ শ্রেণীর গায়ক। ইঁহাদের কন্যা জগৎতারিণী কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর স্বর্গীয় রায় দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। জগৎতারিণী অপরূপ রূপবতী ও সৌভাগ্যবতী ছিলেন। কন্যার বিবাহের পূর্ব্বকাল অবধি, মথুর অধিকাংশ সময়ই সপরিবারে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। কিন্তু দুর্গাপতি ২য় পক্ষে জগৎ তারিণীকে বিবাহ করিবার পর তাঁহারা প্রায়ই কন্যার বাটীতে অবস্থান করিতেন।

রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনায়ক চন্দ্র সেকালের জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পরেই পিতার সাহায্যে ডাক বিভাগে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার সে চাকুরী অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। ইঁহার পর তিনি তাঁহার ভাগিনেয়ী-জামাতা রায় দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে বাঁকিপুরের ডিভিশ্যানাল কমিশনারের আফিষে চাকুরী পান। সেই পদ হইতেই তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং অবশেষে অন্ধ হইয়া কয়েক বৎসর পেনশন ভোগ করিবার পর দেহ রক্ষা করেন।

ইনি পিতৃদত্ত সম্পত্তির মুখ্য ভাগ হস্তান্তর করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থের কিয়দংশে গবর্ণমেণ্ট-পেপার (কোং কাগজ) খরিদ করেন এবং অবশিষ্ট ভাগ তেজারতিতে খাটাইতে থাকেন। কিন্তু কুসিদ জীবির বৃত্তি তাঁহার মত নিরীহ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত ছিল। সে ছাঁচে তাঁহার চরিত্র গঠিত হয় নাই। কাহারও একান্ত অনুরোধ তিনি কখনও এড়াইতে পারিতেন না। কেহ অর্থাভাবে দুঃখ জানাইলে বা ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় মিনতি করিলে তিনি তাহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় দিতে বা "না" বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। অথচ আইন আদালত করিতেও

কুণ্ঠিত হইতেন। সেজন্য তাঁহার প্রকৃতিগত সরল বিশ্বাসে, বন্ধু স্বজনকে ঋণ দিয়া অনাদায়ে তাঁহার নগদ অর্থ প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়।

বিনায়ক হরিনাভি গ্রামে ব্রহ্মচারী গোষ্ঠীতে বিবাহ করেন। অনেকগুলি পুত্র কন্যার মধ্যে একটী মাত্র পুত্র সন্তান রাখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী ১৩১৩ সালের ১৫ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন (ইং ২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭) সতীধামে প্রয়াণ করেন। স্ত্রীর অবর্ত্তমানে, অন্ধ বিনায়ককে নানা ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ কষ্ট হইতে সত্বরই তাঁহার বিরাম লাভ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর একবৎসরের মধ্যেই ১৩১৪ সালের ১৫ই মাঘ তারিখে বুধবার, কৃষ্ণা একদাশীর দিন (ইং ২৯এ জানুয়ারি ১৯০৮) ইঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হয়। ইনি সাতিশয় শান্ত প্রকৃতি, মৃদু স্বভাব ও নির্ব্বিবাদ ছিলেন এবং ইঁহার স্ত্রী গঙ্গামতীও এ সকল গুণে ভূষিতা ছিলেন।

বিনায়কের পুত্র যোগেশচন্দ্র বর্ত্তমানে সরকারী ষ্টেশনারি অফিসের (Office of the Controller of the printing and stationery) প্রবীণ কর্ম্মচারী। উৎকৃষ্ট নাটক অভিনেতা বলিয়া, যোগেশচন্দ্রের সুনাম আছে। তাঁহার অফিসের অবৈতনিক নাট্যসমাজ হইতে এজন্য তিনি রৌপ্য পদকাদি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবিমৃষ্যকারিতা ও অপরিণামদর্শীতার ফলে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি যথাযোগ্য ভাবে রক্ষিত হয় নাই। ইনি মগরার (ত্রিবেণীর) সন্নিকটস্থ সুলতানগাছি গ্রামের অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা রাধারাণীকে বিবাহ করেন।

বর্ত্তমানে ইঁহার চারি কন্যা ও তিন পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা সিদ্ধেশ্বরী পটলডাঙ্গা নিবাসী খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার বিশ্বপতি চৌধুরী (এম, এ,) মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। ২য়া হেমলতা ২৪ পরগনার পানিহাটী নিবাসী সিমলার সরকার বাহাদুরের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মোহ

ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ স্বর্গীয় রায় সাহেব সয়ারাম বন্দোপাধ্যায়ের ২য়া পুত্রবধূ। এবং তৃতীয়া মণিমালা আহিরীটোলার পরলোক প্রাপ্ত প্রাণবল্লভ গোস্বামী ঠাকুরের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ। সিদ্ধেশ্বরী, হেমলতা ও মণিমালার প্রত্যেকের ২টী পুত্র ও একটী কন্যা। ইহাদের সকলেরই শৈশব কাল। যোগেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালের সম্প্রতি মজিলপুরে (জয়নগর) বিবাহ হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমানে তাঁহার পিতার অফিসেই কর্ম্ম করিতেছেন। যোগেশচন্দ্রের অন্য পুত্রদ্বয়ের ও কন্যার এখনও কিশোর বা শৈশব অবস্থা।

রামনারায়ণের ২য় পুত্র শ্যামলাল, গৌরবর্ণ ও কৃশকায় ছিলেন। যৌবনেই শিবামুণ্ড বাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ক্রমে ইঁহার দক্ষিণ জানুদেশ পঙ্গুতা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে কক্ষ যষ্টির (Crutches) অবলম্বন ব্যতীত, ইঁহার চলা ফেরা করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। পিতার প্রতিপত্তিতে ডাকঘরে ইঁহারও চাকুরী হয় কিন্তু স্বল্পদিন মাত্র ইনি সে চাকুরী করিতে পারিয়াছিলেন। শ্যামলাল ২৪ পরগণার গোকোনা গ্রামে হালদার গোষ্টীতে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় ইনিও পৈতৃক সম্পত্তির মুখ্যভাগ বিক্রয় করেন এবং ক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন। কিন্তু সে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় ইনি অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। শ্যামলাল বা তাঁহার গৃহিণী কেহই দীর্ঘজীবি ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী এক কন্যা ও দুই শিশু পুত্র রাখিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই দেহত্যাগ করেন। এবং তিনি নিজেও প্রৌঢ়বস্থার প্রাক্কালেই মহাপ্রস্থান করেন। শ্যামলালের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র, জোড়াসাঁকোর ৺তারাদেবীর মন্দিরের সত্বাধিকারী চক্রবর্ত্তী বাবুদের বাটীতে বিবাহ করিবার স্বল্পকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর তাহার কয়েক বৎসর পরেই, কনিষ্ঠ মৃণালচন্দ্র (কটু) গতায়ুঃ হন।

শ্যামলাল, নদীয়ার পরলোকগত মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের সহিত কন্যা কৃষ্ণনলিনীর বিবাহ দেন। তাঁহার দৌহিত্র মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র কাশিম বাজারের স্বর্গীয় রাজা আশুতোষ রায়ের জামাতা ছিলেন। বংশগৌরব ও ব্যক্তিগত প্রতিভাবলে ক্ষৌণীশচন্দ্র বাংলার লাটের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অন্যতম সচিব হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কার্য্যকালে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর মাত্র বয়সে, দুইটী মাত্র কন্যা ও একটী মাত্র শিশু পুত্র রাখিয়া ইহার অকালে পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। ক্ষৌণীশচন্দ্র, শ্যামলালের পুত্রদ্বয়ের পরে তাঁহার ভদ্রাসন, বিশ্বনাথ মতিলালের লেনস্থ বাটী ও অন্যান্য ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। শ্যামলালের পুত্র বঙ্কিমের স্ত্রী নীরদবালা মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নদীয়ার মহারাণীর নিকট থাকিতেন।

মহারাণী কৃষ্ণনলিনীর পৌত্রী জ্যোৎস্নাময়ীর বীরভূমের রাজা স্বর্গীয় সত্য নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পৌত্র কুমার রাধিকারঞ্জনের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

(৪০)

দ্বিতীয় পক্ষে রামনারায়ণের চারি পুত্র ও তিন কন্যা হয়। তাঁহার ৩য়া কন্যা গিরিবালা বেহালার স্বভাব-কুলীন স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা পুত্রবধূ। ঈশ্বরচন্দ্র ই, আই, রেলওয়ের বৃহত্তম সাঁকো "শোন-ব্রিজের" অন্যতম ঠিকাদার ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেণীমাধব পঠদ্দশায় শ্বশুরালয়ে রামনারায়ণের নিকটেই থাকিতেন। তাহার পর ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়া সপরিবারে কর্ম্মস্থলে গমন করেন। কিন্তু তাহা হইলেও, শিক্ষা ব্যপদেশে, তাঁহার পুত্রগণ ও প্রথম জামাতা রামনারায়ণের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন। চাকুরীর শেষভাগে বেণীমাধব কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নানা স্থানে ম্যানেজার ও সহকারী

ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এবং কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের চাকুরী হইতেই অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ৭২।৭৩ বৎসর বয়সে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ৺কাশীলাভ হয়।

গিরিবালার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে প্রথম পুত্র গিরিজাভূষণ যৌবনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিতীয় গিরীন্দ্র এখন কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের চাকুরী হইতে অবসর-প্রাপ্ত পেনশনর। তৃতীয় রজনী বর্ত্তমানে বর্ম্মার এডভোকেট। চতুর্থ গিরীশ—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বাঁদা (Banda) জেলার সরকারী উকীল মনোনীত হইবার অব্যবহিত পরেই গতায়ুঃ হন। আর পঞ্চম গোপেন্দ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্যতম ডীষ্ট্রিক্ট জজ।

গিরিবালার কন্যাগণের মধ্যে প্রথমা শৈলবালা নদীয়া জেলার ধর্ম্মদা গ্রামের স্বভাব কুলীন অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। দ্বিতীয়া সুরবালা বিবাহের পর অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। আর কনিষ্ঠা সোমবালাও কয়েকটী সন্তান হইবার পর যৌবনেই গতায়ুঃ হন। গিরিবালার কনিষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল পুলিশের প্রধান ইন্সপেক্টর ছিলেন।

রামনারায়ণের ৪র্থা কন্যা চন্দ্রবালা বঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ সরকারী উকিল রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের প্রথমা পুত্র বধূ। সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবদ্দশায়, যখন যুবরাজ অবস্থায় ভারত ভ্রমণ করিতে আইসেন, তৎকালে জগদানন্দ বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহাকে নিজ বাস ভবনে অভিনন্দন প্রদান করেন। সে মহা-সম্মিলনে বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর সকল ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারিবর্গ এবং রাজা, মহারাজা, ধনকুবের ও আঢ্য মহোদয়েরা যোগদান করেন। স্বভাব



সুরেন্দ্রনাথ মতিলাল।

কুলীন জগদানন্দের এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গের ও বন্ধুগণের মহিলারা যুবরাজকে দেশীয় প্রথায় বরণাদি করেন। অমর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এতদুপলক্ষে "মুখুজ্যের পো" আখ্যা দিয়া ব্যঙ্গোক্তিতে জগদানন্দকেও অমর করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল হাইকোর্টের সরকারী উকীল থাকায়, জগদানন্দের সরকারী মহলে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল।

চন্দ্রবালার ভর্ত্তা শ্যামাকুমুদ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং সেই পদ হইতেই অবসর গ্রহণ করিয়া প্রায় ১৫ বৎসর পেনশন ভোগ করিবার পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। চন্দ্রবালার যতীপ্রসাদ, শিব প্রসাদ (মৃত) অনাদিপ্রসাদ, করুণাপ্রসাদ ও অনীলপ্রসাদ নামে পঞ্চ পুত্র এবং সরোজিনী ও সুরবালা নামে দুই কন্যা। তন্মধ্যে ৩য় অনাদি বর্ত্তমানে কাস্‌টাম হৌসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। কন্যাদ্বয়ের প্রথমা শিবনিবাস গ্রামের শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয়া বহরমপুরের ভূপেন্দ্র ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

রামনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা শশীবালার বালী নিবাসী কুলীন দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিণয় হয়। বিবাহের স্বল্পকাল পরেই দিগম্বর শিশুপুত্র অমরনাথকে রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। অপরিণামদর্শিতার ফলে ইঁহার সম্পত্তি নষ্ট হয়। সেজন্য শশীবালার মাতাঠাকুরাণী, তাঁহাকে কলিকাতার জেলিয়াপাড়ায় একখানি বাটী দান করেন। অমরনাথ বর্ত্তমানে ব্যবসাদি করেন ও পৈতৃক বাসস্থান বালীতে বসবাস করেন।

(৪১)

রামনারায়ণের ৩য় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকায় ও সুপুরুষ ছিলেন। এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন; এবং তাঁহার ভগ্নী চন্দ্রবালার শ্বশুর তখনকার

সরকারী উকিল রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের আনুকুল্যে স্বল্পকাল মধ্যেই তথায় তাঁহার প্রসার ও প্রতিপত্তি জন্মে। তাহার পর, ক্রমে স্বাভাবিক মেধা ও প্রতিভা বলে তাঁহার আইন ব্যবসায়ে প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হন। মামলার মুসৃবিদা করিয়া সাজাইবার তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল ও নৈপুণ্য ছিল। এক সময়ে ভোপালের নবাব বেগম সাহেবার একটা মোকদ্দমায়, তিনি যশস্বী হন ও প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হন। ২৫।২৬ বৎসর এইরূপে অবাধে আইন ব্যবসায় করিবার পর ইনি বধিরতা রোগে আক্রান্ত হন ও এজন্য ক্রমে ওকালতি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার পরও তিনি আজীবন নানা-বিষয়িণী বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানার্জ্জনে ব্যাপৃত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইবার পর ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। স্বল্পভাষী ও মৃদুস্বভাব হইলেও সুরেন্দ্রনাথ সামাজিকতা, অমায়িকতা ও অপরাপর নানা গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন। তিনি মতিলাল বংশের মধ্যে একজন কর্ম্মবীর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর হইতে ইনি আজীবন ভ্রাতাদের সহিত একান্নবর্ত্তী ছিলেন। সে সময়ে সংসারের সকল ভার তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের উপর অর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৩২৮ সালে বৈশাখ মাসে, অক্ষয়া তৃতীয়া তিথিতে, ৭৪।৭৫ বৎসর বয়সে ইনি প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় ইচ্ছা-মৃত্যু প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধাবস্থায় সাধারণ শক্তিহীনতা ভিন্ন ইঁহার বিশেষ কোনও ব্যাধি হয় নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, ইনি জীবিত পুত্রদ্বয় ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে আহ্বান করিবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ দেন; এবং তাঁহারা সম্মুখীন হইলে তারস্বরে "দুর্গা-দুর্গা"



যতীন্দ্রনাথ মতিলাল।

বলিয়া করজোড়ে বাচনিক জপ করিতে করিতে গৃহ-ভিত্তিতে ভর দিয়া অর্দ্ধ উপবিষ্ট অবস্থাতেই সমাধি লাভ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী স্বর্গীয় হারাধন গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা রাধারাণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দীন-সদয়া সাধ্বী স্ত্রী নানা সামাজিক ও লৌকিক সদ্‌গুণে ভূষিতা ছিলেন। রাধারাণীর ভগ্নী কদম্ববালার ইতিহাস-বিশ্রুত বঁড়িশা-বেহালা নিবাসী বঙ্গের অন্যতম প্রাচীণ অগ্রণী জমীদার লক্ষ্মীকান্ত সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়ের বংশ-সম্ভূত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহোদয়ের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের পিতা গোসাইজীরও যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধি প্রাপ্তি ঘটে। ১৩৩৮ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা ষষ্ঠীর দিন ৭৫ বৎসর বয়সে রাধারাণীর স্বর্গলাভ হয়।

সুরেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যার মধ্যে প্রথম পুত্র যতীন্দ্রনাথ কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল অফিসে কর্ম্ম করিতেন। মতিলাল বাবুদের পূর্ব্বোক্ত দুইখানি বংশ তালিকার মধ্যে একখানি ইঁহারই সঙ্কলিত। কু-অভ্যাসের ফলে অকালে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায়, যতীন্দ্রনাথ জীবনের তরুণ অবস্থাতেই দেহত্যাগ করেন। যতীন্দ্রনাথের স্ত্রী ইন্দুমতী বঁড়িশা-বেহালার দক্ষিণ পাড়ার স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুহিতা ছিলেন। ইনি স্বামী-বিয়োগের স্বল্পকাল পরেই, চারি কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া সতীধামে প্রয়াণ করেন।

যতীন্দ্রনাথের চারি কন্যার মধ্যে প্রথমা গৌরীরাণী মুর্শিদাবাদের সাদিখান্দিয়া গ্রামের বিখ্যাত জমীদার বিপ্রদাস গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী। ইঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা।

দ্বিতীয়া উষারাণী (মৌরী) কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কালীপ্রসাদের গৃহলক্ষ্মী। বর্ত্তমানে ইঁহার একটী শিশু পুত্র ও দুইটী শিশু কন্যা।

তৃতীয়া উমারাণী (টৌরী) কুচবিহারের সুপরিচিত পরলোকগত জমিদার সতীশচন্দ্র মুস্তাফি মহাশয়ের ৩য় পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শৈলেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। সম্প্রতি ইঁহার দুইটী মাত্র শিশুপুত্র।

এবং চতুর্থ দেবরাণী রংপুরস্থ কুন্তীর খ্যাতনামা জমিদার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় (এম, এ,) মহাশয়ের ভার্য্যা। ইনি এখনও নিঃসন্তান।

যতীন্দ্রনাথের পুত্র নিতাইচাঁদের সঙ্গীত বিদ্যায় অপূর্ব্ব পারদর্শিতা আছে। বর্ত্তমানে তিনি রং মহলের সুর-শিল্পী। নিতাইচাঁদ আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা বারীবালাকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার একটী মাত্র শিশু কন্যা।

সুরেন্দ্রনাথের ২য় পুত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি শৈলেন্দ্রনাথ, পিতার সুবৃহৎ সংসার ও তাঁহার বিশাল সম্পত্তির পরিরক্ষক। ইঁহার সহধর্ম্মিণী জ্যোতির্ম্ময়ী, ভদ্রকালী নিবাসী নীলমণি চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অন্যতমা কন্যা। ইঁহাদের পাঁচটী পুত্র ও চারিটী কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম নির্ম্মলচন্দ্র, দ্বিতীয় সুশীলচন্দ্র ও ৩য় পতাকীচন্দ্র সাবালক এবং ৪র্থ সতীন্দ্রনাথ ও ৫ম নৃপেন্দ্রনাথ এখনও নাবালক।

শৈলেন্দ্রনাথের চারি কন্যার মধ্যে প্রথমা তরুবালা (লক্ষ্মী) ঢাকা জিলার ধানকুড়ার আঢ্য জমিদার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পুত্র অমূল্য চন্দ্রের পরিণীতা। তরুবালার বর্ত্তমানে তিনটী শিশু পুত্র।

শৈলেন্দ্রনাথের দ্বিতয়া কন্যা রমারাণী (সুন্দরী) হুগলী জেলার চাঁপদানি গ্রামের সুবিখ্যাত জমিদার ও অর্ণবপোতের রসদ সরবরাহকারী (Stevadore) মুখোপাধ্যায় বংশের স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্রের অন্যতমা পুত্রবধূ। শৈলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জামাতা কমল চন্দ্র, তাঁহার খুল্লতাত ও ভ্রাতাগণের সহিত পৈতৃক ব্যবসায় করেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর



শৈলেন্দ্রনাথ মতিলাল।

পূর্ব্বে, বঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি বিলাতী ব্যায়াম ক্রীড়ার যাঁহারা প্রবর্ত্তন করেন, কমল চন্দ্রের মাতামহ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। রমারাণীর একটী মাত্র কন্যা-সন্তান। তাঁহার ৩য়া কন্যা নিভারাণী (ভবানী) সেকালের কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হিদারাম বানার্জ্জির অন্যতম বংশধর সুকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী ইঞ্জিনিয়র শৈলেন্দ্রনাথের জায়া। ইহার একটী মাত্র শিশু কন্যা শৈলেন্দ্র-নাথের চতুর্থা কন্যা নিশারাণীর সম্প্রতি উত্তরপাড়ায় সুপরিচিত জমীদার পরলোকগত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম পৌত্র গণেশচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের ৩য় পুত্র পুরন্দর ও ৪র্থ পুত্র গোরাচাঁদ (অবিবাহিত অবস্থায় কলেজে পাঠদ্দশায় দেহত্যাগ করেন। গোরচাঁদ পিতার ন্যায় মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছিলেন। বি, এ, পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে তিনি হয়ত স্বর্গীয় পিতার পদানুসরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিতে সমর্থ হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র তরুণ বয়স্ক সজনীনাথ কলেজ ত্যাগ করিবার পর হইতে, ভ্রাতার সহিত পৈতৃক বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ইনি উৎকৃষ্ট গায়ক। সঙ্গীতাভিজ্ঞেরা ইহার বেতার (রেডিও) গানের ও গ্রামোফোন রেকর্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সজনীনাথ রামকৃষ্ণপুর (শিবপুর) নিবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠ হাবড়ার জেলা কোর্টের উকিল যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা উর্ম্মিলাদেবীকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার একটী শিশুপুত্র ও একটী শিশুকন্যা।

সুরেন্দ্রনাথের ছয় কন্যার মধ্যে প্রথমা বিনোদিনী খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় গিরিজা নাথ চৌধুরী মহাশয়ের

সহধর্ম্মিণী। গিরিজানাথের শৈলজানাথ, অদ্রিজানাথ, (মৃত) শিখর নাথ, হিমাদ্রিনাথ ও হিমজানাথ নামে পাঁচ পুত্র এবং ক্ষীরোদবাসিনী ও সরোজবাসিনী নামে দুই কন্যা।

কন্যাদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়া সরোজবাসিনী পাইক পাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী লালা বাবুদের মথুরা অঞ্চলের জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহার স্বামী পরলোক প্রাপ্ত শরৎচন্দ্র M.A., B.L., M.R.A.S., হাইকোর্টের উকিল ছিলেন।

বিনোদিনীর প্রথমা কন্যা ক্ষিরোদবাসিনী হুগলীজেলার ভাণ্ডার হাটীর বিশ্রুত নামা জমীদার স্বর্গীয় মতি চৌধুরী মহাশয়ের (দত্তক) পুত্রবধূ। বর্ত্তমানে তাঁহারা কলিকাতায় হোগল্ কুড়ায় বাস করিতেছেন। বিনোদিনীর পুত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত-রুচি। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শৈলজানাথ সদ্বক্তা ও দেশহিতৈষীও বটে। সরকারী ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবার সময়, বঙ্গের বহু সদানুষ্ঠানের জন্য তিনি কাউন্সিলে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের ২য়া কন্যা রাণীর উত্তরপাড়ার বঙ্গ-বিশ্রুতজমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম পৌত্র পরেশনাথের (কালিবাবুর) সহিত বিবাহ হয়। ইঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা। রাণীর কন্যা সাবিত্রী লাহোর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বধূ। সাবিত্রীর স্বামী মেজর অনীল চন্দ্র, I. M. S. শ্রেণীভুক্ত ডাক্তার।

রাণীর দুর্গাচরণ, সত্যচরণ ও অম্বিকাচরণ এই তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম সার সত্যচরণ K. C. I. E. গ্রাজুয়েট্ ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম মনোনীত সভ্য। ইহারা সকলেই সুশিক্ষিত, এবং সদাচার, বিনয় ও শিষ্টতাগুণে ভূষিত।



সুরেন্দ্রনাথের ৩য়া কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার, দিনাজপুর জেলাস্থ মহাদেবপুরের সুপরিচিত ছোট তরফের জমীদার কুমার নরেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, একটী মাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। মহাদেবপুরের এই রায় পরিবার দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের "পাঞ্জা" প্রাপ্ত জমীদার বঙ্গের অগ্রণী প্রাচীন জমীদারগণের মধ্যে ইহারা অন্যতম।

নরেন্দ্রনাথের পুত্র রায় বাহাদুর নারায়ণ চন্দ্র (খগেন্দ্র নাথ) বর্ত্তমানে পিতার বিশাল জমীদারির অধীশ্বর। দেশের উন্নতি কল্পে ও অন্য দানাদিতে মুক্ত হস্ত বলিয়া গুণগ্রাহী ইংরাজ রাজ ইঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। নারায়ণ চন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সার নলিনী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম জামাতা।

সুরেন্দ্রনাথের ৪র্থা কন্যা চমৎকার, প্রাচীন কলিকাতার আঢ্য জমীদার স্বভাব কুলীন স্বর্গীয় শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশীয় ননীলাল বাবুদের দ্বিতীয়া পুত্র বধূ ছিলেন। তাঁহার স্বামী কিরণলাল একটী মাত্র শিশু কন্যা রাখিয়া যৌবনেই গতায়ুঃ হন। আর তাহার স্বল্পকাল পরেই চমৎকার মহাযাত্রা করেন। তাঁহার কন্যা কৃষ্ণ ভামিনীর ডিটেক্‌টিপ পুলিশের ভূতপূর্ব্ব ইন্সপেক্টর ও "গোয়েন্দা কাহিনী" লেখক স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার অপূর্ব্বচন্দ্র (এম, এ, বি, এল,) মহোদোয়ের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু মাতার ন্যায়, কৃষ্ণভামিনীও যৌবনের প্রারম্ভে বিদ্যুৎ কুমার নামে একটী মাত্র পুত্র সন্তান রাখিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। বিদ্যুৎ কুমার সম্প্রতি কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব জমির মূল্য-নির্দ্ধারক (Land Acquisition) কলেক্টার স্বর্গীয় রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের

পুত্র, পারমিটের অন্যতম মূল্য নির্দ্দেশক (Customs appraiser) শ্রীযুত যতীশচন্দ্রের অন্যতমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের ৫মা কন্যা সরযূবালা, পূর্ব্ব বঙ্গের জমীদারগণের শীর্ষস্থানীয় ভাওয়ালের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহদুরের প্রথমা পুত্র বধূ। রাণী সরযূর স্বামী স্বর্গীয় কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ যৌবনেই নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। ভাওয়াল রাজের সুবিশাল সম্পত্তি সম্প্রতি কোর্ট অফ ওয়াডর্সের কর্ত্ত্বাধীনে আছে। রাণী সাহেবা বর্ত্তমানে কলিকাতায় ইংরাজী টোলায় (রিপণ ষ্ট্রীটে) তাঁহার রাজ নিকেতনে বাস করেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব কালের "বারভূঁইয়া" গণের অন্যতম ভাওয়ালগাজির অধিকাংশ সম্পত্তি বর্ত্তমানে ভাওয়ালের রাজারা ভোগ করিতেছেন। ইহারা 'পোষল' গাঁই সম্ভূত ও ইহাদের আদি উপাধি "পুষিলাল।"

সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুধামুখীর নদীয়া জেলাস্থ উলা গ্রামের সুপরিচিত ভূম্যধিকারী পরলোকগত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞাতিপুত্র নীলমণির সহিত বিহাহ হয়। যৌবনের শেষভাগে নীলমণি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন। সুধামুখীর কন্যাদ্বয় এখনও অবিবাহিতা এবং পুত্র কালীসাধন ও রবীন্দ্রকুমার এখনও অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

(৪২)

রাম নারায়ণের ৪র্থ পুত্র শরৎচন্দ্র গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। পাঠাবসানে ইনি ডাকঘরের হিসাব-নবিসী কার্য্যালয়ে (Office of the A. G. P. T.) প্রবিষ্ট হন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, এই কর্ম্মক্ষেত্র বিভক্ত কেন্দ্র হওয়ায়, তাঁহাকে নাগপুরে স্থানান্তরিত হইতে হয় প্রকৃত



কুমার বাহাদুর—ভাওয়াল

পক্ষে সংসারে কোনও অর্থাভাব না থাকিলেও শিষ্টাচারী ও মিতব্যয়ী শরৎচন্দ্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, নূতন কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু চিরদিন পারিবারিক সুখশান্তি ভোগ করিয়া, বিদেশের সাজার বাসার (mess) নানা অসুবিধা, তাঁহার সহ্য হয় নাই। নাগপুরে থাকিতেই তিনি অসুস্থ হন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায় ও অবশেষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। শরৎচন্দ্র প্রথমবার গোঁদলপাড়ায় দার পরিগ্রহণ করেন। কিন্তু সে স্ত্রী অকালে গতায়ুঃ হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয় পক্ষে ৺কালীঘাটের স্বর্গীয় রামচন্দ্র হালদার মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করেন। রামচন্দ্র কালীঘাটের ধনকুবের গুরুপদ হালদার মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবীর ১৩৪০ সালের ৮ই চৈত্র কৃষ্ণা সপ্তমীর দিন লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

শরৎচন্দ্রের দুই কন্যা ও এক পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা কালীকুমারী কৃষ্ণনগর নিবাসী স্বনামধন্য, প্রথিত যশাঃ, দীন-সদয়, উদার প্রকৃতি ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার রায় দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের প্রথমা পুত্র বধূ। ইঁহারা নদীয়া রাজার অন্যতম দৌহিত্র বংশ। কালীকুমারীর স্বামী শ্রীযুক্ত সতীনাথ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুবিজ্ঞ এড্‌ভোকেট্‌, এবং তাঁহার দেবর রায় বাহাদুর মল্লিনাথ বর্ত্তমানে কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্টট্রাষ্টের কালেক্‌টার। কালীকুমারীর পুত্র প্রতিভাশালী অজিত কুমার এখন কলেজের ছাত্র। আর তাঁহার কন্যা কমলাবালা নদীয়া জেলার সিমহাট নিবাসী উকীল, সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভার্য্যা।

শরৎচন্দ্রের ২য়া কন্যা হারামণির পাবনা জেলাস্থ বসন্তপুরের জমীদার শ্রীযুত জীতেন্দ্রনাথ পাকড়াশীর সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের স্বল্পকাল পরেই হারামণি ইহলোক ত্যাগ করেন। হারামণির কোনও সন্তানাদি নাই।

শরৎচন্দ্রের পুত্র ভোলানাথের অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে নাই। অপরিণামদর্শিতা হেতু তাঁহার জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অপর বন্ধু বান্ধবগণের দ্বারা ভোলানাথ নানারূপে প্রতারিত হন এবং অবশেষে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির বিশিষ্ট অংশ সমূহ হস্তচ্যুত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে ভোলানাথ সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধকী প্রভৃতি অর্থকরী বৃত্তিতে নিযুক্ত। ভোলানাথ, আহিরীটোলার সুপরিচিত স্বর্গীয় প্রাণবল্লভ গোস্বামী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্যামভাবিণীকে বিবাহ করেন। সম্প্রতি তাঁহার দুইটী শিশুপুত্র ও একটী শিশু কন্যা।

রামনারায়ণের পঞ্চম পুত্র হেমচন্দ্র মধ্যবিৎ গঠনের, প্রফুল্লচিত্ত ও শান্তপ্রকৃতি লোক ছিলেন। পাঠ ত্যাগের পর ইনিও স্বর্গীয় পিতার প্রতিপত্তিতে ডাক ঘরে চাকুরী আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইতে থাকায় তিনি শীঘ্রই এ পদত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে আজীবন তিনি পৈতৃক সম্পত্তির ও সংসারের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হেমচন্দ্রের ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার ভার্য্যা কৃষ্ণকালী, বেহালার নস্করপুরের স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর মজুমদার মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা। হেমচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে কন্যা কমলাবালা, যৌবনের প্রারম্ভেই নিঃসন্তান অবস্থায় গতায়ুঃ হন। তাঁহার বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা গ্রামের জমীদার বংশের তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এল,) মহাশয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের প্রথম পুত্র বৈদ্যনাথ বর্ত্তমানে লয়েড ব্যাঙ্কের (Lyod Bank) অন্যতম কোষাধ্যক্ষ। বৈদ্যনাথ আঁন্দুল-মৌরির (দক্ষিণ পাড়ার) স্বর্গীয় বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা দুর্গামণিকে বিবাহ করেন। সম্প্রতি তাঁহার হারাণচন্দ্র ও দুলালচন্দ্র নামে দুইটী কিশোর বয়স্ক



হেমচন্দ্র মতিলাল



বৈদ্যনাথ মতিলাল ও পরিবারবর্গ।

পুত্র ও মহামায়া, যোগমায়া, অমিয়া ও সুনীতি নামে চারি কন্যা। তন্মধ্যে দুইটী মাত্র কন্যা পরিণীতা। তাঁহার প্রথম জামাতা বৈদ্যবাটী নিবাসী শঙ্কর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের অন্যতম কর্ম্মচারী ও ২য় জামাতা, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী সুধীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থানীয় আদালতের উকিল।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র উমানাথও লয়েড ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ম্মচারী। উমানাথ দর্জ্জিপাড়ার নিমাই বোসের লেনস্থ স্বর্গীয় হরিনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অন্যতমা কন্যা বিভাবতীকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার রবীন্দ্রনাথ নামে একটী কিশোর বয়স্ক শিশু পুত্র এবং ঈশানী ও সর্ব্বানী নামে দুইটী শিশু কন্যা।

হেমচন্দ্রের ৩য় পুত্র শঙ্কর নাথ পাঠাবসানে কয়েক বৎসর সওদাগরী অফিসে কর্ম্ম করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ত্যাগ করিবার পর হইতে পৈত্রিক সম্পত্তির পরিদর্শনের অধিকাংশ ভার তাঁহারাই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। শঙ্করনাথ উমানাথের স্ত্রীর অন্যতমা ভগ্নী শোভাবতীকে বিবাহ করেন। সম্প্রতি তাহার গীতা নামে ১টী শিশু কন্যা ও জিতেন্দ্রনাথ নামে ১টী কিশোর বয়স্ক পুত্র।

বিশ্বনাথের পৌত্রগণের মধ্যে কেবল মাত্র রামনারায়ণের কনিষ্ঠপুত্র ধনেন্দ্রনাথ জীবিত আছেন। স্বর্গীয় পিতার ন্যায় ইনি সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ, শান্তপ্রকৃতি, মিষ্টালাপী ও মিতব্যয়ী। শিক্ষা সমাপ্তির পর শরৎচন্দ্রের ন্যায় ইনিও ডাকবিভাগের হিসাব-নবিশী দপ্তরে (Office of the A. G. P. T. প্রবিষ্ট হন এবং তথা হইতেই অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি বর্ত্তমানে সরকারী পেনশন-ভোগী। কিশোর কাল হইতেই ইঁহার ব্যায়ামের অভ্যাস ছিল এবং যৌবনে ইনি দৃঢ়কায় ও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় পিতামহ ও পিতার মত ইনিও অতি সাত্বিক-

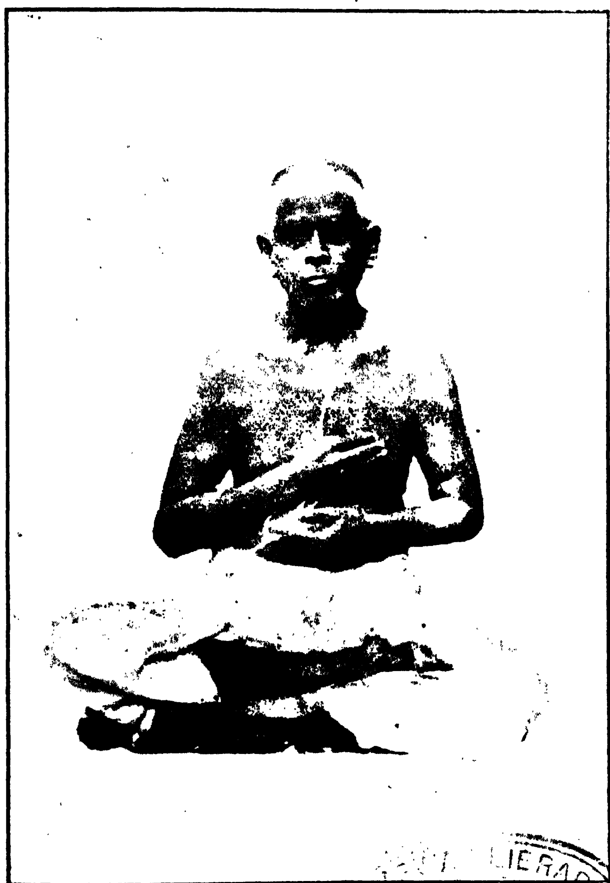
ভাবাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। বিশ্বনাথের আদি বাসভবনের শ্রেষ্ঠাংশ ও তাঁহার নির্ম্মিত পূজার দালান ইঁহারই সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। পূর্ব্বতন কালের সম-মানে ও সম-সংজ্ঞায় না হইলেও পৈতৃক পূজা, যাগ ও ক্রিয়াকলাপ তিনি এ অবধি সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রাখিয়াছেন। মতিলাল বংশের "বার মাসে তের পার্ব্বন" কেবল মাত্র ইহার জন্যই আজিও অক্ষুন্ন-ভাবে রক্ষিত রহিয়াছে। বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীধর ও ৺বানেশ্বর শিলা এবং ৺শীতলা ও ৺ মনসা দেবী ইঁহারই গৃহে আজিও স্থাপিত আছেন ও যথা বিধানে পূজিত হইতেছেন।

ধনেন্দ্রনাথ চন্দন নগরের গড়গাড় পাড়ার, স্বর্গীয় শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয়ের অন্যতম কন্যা সুবর্ণ কুমারীকে বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তন্মধ্যে কন্যাদ্বয় উভয়েই গত হইয়াছেন। পুত্রদ্বয়ের দুই জনেই পিতার অনেক সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখর ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত থাকার স্পিঙ্ক (Thackess spink co.) কোং'র ব্যাঙ্ক বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। চন্দ্রশেখরের সেণ্টজেম্‌স্ লেন নিবাসী পরলোক-প্রাপ্ত সব-জজ সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদৌহিত্রী কন্যা বিজনবালার সহিত বিবাহ হয়। সম্প্রতি ইঁহার একটী মাত্র পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা। পুত্র পান্নালাল এখনও কিশোর বয়স্ক। আর কন্যা মুক্তকেশী নদীয়া জেলার মুড়াগাছা নিবাসী মধ্য প্রদেশের (C. P.) অবসর প্রাপ্ত সরকারী ইঞ্জিনিয়ার সানুকুল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ। চন্দ্রশেখরের জামাতা শিবপ্রসাদও সম্প্রতি পিতার ন্যায় মধ্য প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে মুক্তকেশীর দুইটী মাত্র শিশু পুত্র।

ধনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র নরনাথ, তৃতীয় জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায় (এম. এ. ও বি. এল.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে আলিপুরের জেলা আদালতে



ধনেন্দ্রনাথ মতিলাল



ধনেন্দ্রনাথ মল্লিক ।



চন্দ্রশেখর মতিলাল



নরনাথ মতিলাল।

ওকালতি করিতেছেন। নরনাথ গোবরডাঙ্গা নিবাসী অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা উমাশশীকে বিবাহ করেন। সম্প্রতি ইঁহার হীরালাল ও জহরলাল নামে দুইটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও তিনটী শিশু কন্যা।

ধনেন্দ্রনাথের কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অনঙ্গমঞ্জরী বৰ্দ্ধমানের খ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় সজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহার স্বামী মন্মথকুমার (এম. এ,) মহোদয়ও বৰ্দ্ধমানে ওকালতি করিতেন। ইঁহারা স্ত্রী পুরুষে দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া যৌবনেই ইহধাম ত্যাগ করেন। অনঙ্গ মঞ্জরীর পুত্র প্রবোধকুমার ও প্রমথকুমার উভয়েই বৰ্ত্তমানে পিতামহ ও পিতার ন্যায় বৰ্দ্ধমানে ওকালতি করিতেছেন। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা শোভাবতী আসানসোলের উকীল তুলসীচরণ মুখোপাধ্যায়ের ভার্য্যা এবং দ্বিতীয়া বিভাবতী মধ্য প্রদেশের নওগাঁ নিবাসী ঠিকাদার (contractor) অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী।

ধনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা নন্দরাণীর খড়দহের কুলিনপাড়া নিবাসী ভূতপূৰ্ব্ব সবজজ নীললোহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র মহাদেব-গোবিন্দের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের অল্প কাল পরেই নন্দরাণীর, শ্বশুরালয়ের পুষ্করিণীতে, দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ জলমগ্ন হইয়া আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। নন্দরাণীর কোনও সন্তানাদি নাই।